অরণ্য ফসল

এই পুস্তকের অন্তঃপ্রচ্ছদে আনুমানিক খ্রীস্টীয় দ্বিতীয় শতকে রচিত একটি ভাস্কর্যের প্রতিলিপি মুদ্রিত হয়েছে । নাগার্জুনকোণ্ডার এই ধ্বংসাবশেষ এখন নতুন দিল্লীর ন্যাশনাল মিউজিয়াম-এ রক্ষিত । এই ভাস্কর্যের বিষয় : রাজা শুদ্ধোদনের রাজসভায় তিনজন জ্যোতিষী ভগবান বুদ্ধের জননী মায়াদেবীর স্বপ্নের তাৎপর্য ব্যাখ্যা করছেন । জ্যোতিষীদের আসনের তলায় বসে করণিক তাঁদের বক্তব্য লিখে চলেছেন । অনুমান এটি ভারতে লিখনকলার প্রাচীনতম চিত্ররূপ ।

অরণ্য ফসল

মূল নাটক : মনোরঞ্জন দাস

ভাষান্তর : অরবিন্দ পালিত

সাহিত্য অকাদেমি

Aranya Fasal : Bengali translation by Aurobindo Palit of the Oriya play by Manoranjan Das bearing the same title, Sahitya Akademi, New Delhi 1993. Price : Rs 35

ISBN 81-7201-555-0

প্রথম অকাদেমি সংস্করণ ১৯৯৩

সাহিত্য অকাদেমি

রবীন্দ্রভবন, ৩৫ ফিরোজশাহ্ রোড, নতুন দিল্লী ১১০০০১

বিক্রয় কেন্দ্র :

স্বাতী, মন্দির মার্গ, নতুন দিল্লী ১১০০০১

আঞ্চলিক কার্যালয় :

জীবনতারা ভবন, ২৩এ/৪৪এক্স, ডায়মণ্ড হারবার রোড, কলকাতা ৭০০ ০৫৩

গুণভবন, তৃতীয় তল, ৩০৪-৩০৫ আন্নাসলাই, তেয়নামপেট, মাদ্রাজ ৬০০ ০১৮

১৭২ মুম্বাই মারাঠী গ্রন্থ সংগ্রহালয় মার্গ, দাদার, বোম্বাই ৪০০ ০১৪

এ. ডি. এ. রঙ্গমন্দির, ১০৯ জে. সি. রোড, বাঙ্গালোর ৫৬০ ০০২

মূল্য : ৩৫ টাকা

মুদ্রক :

সেবা মুদ্রণ

৪৩ কৈলাস বোস স্ট্রীট

কলকাতা ৭০০ ০০৬

• চরিত্র •

॥ সুব্রত

বেবি

চৌকিদার

বর্মা সাহেব

লিলি

সংগ্রাম ॥

অরণ্য ফসল

প্রথম অঙ্ক

* পাহাড় আর জঙ্গলের মাঝে একটি ডাকবাংলো। ডাকবাংলোয় তিনটি ঘর। দু'পাশে দুটি, মাঝে একটি। মাঝের ঘরটি ড্রইংরুম হিসেবে ব্যবহার করা হয়। ঘরটিতে একটি বড় টেবিল, পাঁচ-ছটি চেয়ার, স্টেজের পেছন দিকে একটি কাঠের সিন্দুক।

দেওয়ালে বিচিত্র সব জঙ্গলের ছবি—দুটো বুনো মোষ লড়াই করছে, হরিণকে বাঘ অনুসরণ করছে, ঝরণার ধারে বন্য-পশু—এইসব। ঘরটির ঠিক মাঝখানে একটি দরজা। দরজা দিয়ে দেখা যায়, ঘরের পেছনে একটা লম্বা বারান্দা। দরজার দু'পাশে দুটি গরাদ দেওয়া জানলা। দরজা আর জানলা দিয়ে দূর পাহাড় এবং জঙ্গলের আভাস পাওয়া যায়।

বিকেল বেলা। বাইরে থেকে দরজা ঠেলে ঘরে ঢুকল সুব্রত। হাতে একটা

ছোট স্যুটকেস্। সুব্রত যুবক, ভাবুক প্রকৃতির। মেপে কথা বলে।
সুব্রতর পিছু-পিছু ঘরে ঢুকল ওর স্ত্রী বেবি। ছিপছিপে গড়ন। মাঝে মাঝে খুব কথা বলে, আবার হঠাৎ চুপ করে যায়।
সুব্রত টেবিলের ওপর স্যুটকেস্টা রাখল। তারপর জানলা দুটো খুলে মুখ বাড়িয়ে চৌকিদারকে ডাকল *

সুব্রত ॥ চৌকিদার ! চৌকিদার !

* সুব্রত জানলা থেকে মুখ ফিরিয়ে ভেতরে তাকালো। দেখল, বেবি যেমনটি এসে দাঁড়িয়েছিল, ঠিক তেমনটি দাঁড়িয়ে আছে। হাতের স্যুটকেস্টা পর্যন্ত টেবিলের ওপর রাখে নি। সুব্রত ওর হাত থেকে স্যুটকেস্টা নিতে নিতে বলল *

সুব্রত ॥ কি ?
বেবি ॥ এঁ্যা !
সুব্রত ॥ কি হল ?
বেবি ॥ না।
সুব্রত ॥ হল কি তোমার ?
বেবি ॥ কি হবে ?
সুব্রত ॥ কিছু নয় ?
বেবি ॥ না।

সুব্রত ॥ ও!

বেবি ॥ (অন্যমনস্কভাবে বসে পড়ে) ও—হ্যাঁ—

সুব্রত ॥ সুটকেস্‌টা খুলে দেব?

বেবি ॥ কেন? কাপড় বার করে দেব?

সুব্রত ॥ শুধু আমার কাপড়?

বেবি ॥ আমারও?

সুব্রত ॥ কাপড় ছাড়বে না?

বেবি ॥ ভাবছি। নোংরা হয়ে গেছে, না?

সুব্রত ॥ রাস্তায় এত ধুলো-বালি—

বেবি ॥ (আগের মত অন্যমনস্কভাবে) ও—হ্যাঁ—

* উঠে একটা সুটকেস্ খুলে কাপড়চোপড় বার করতে লাগল *

সুব্রত ॥ বুঝলে বেবি, এখানেই রিলাক্‌স্ করা যাবে। দিন তিনেক থাকব এখানে।

বেবি ॥ এখানে?

সুব্রত ॥ (হাতে কাপড়-চোপড় নিয়ে) নিশ্চয়ই। না তো এলাম কেন?

বেবি ॥ কিন্তু—এখানে?

সুব্রত ॥ হ্যাঁ, এখানেই। বেশ হৈ-চৈ ফুর্তি করা যাবে ক'দিন।

বেবি ॥ তুমি আমাকে ফুর্তি করবার জন্য নিয়ে এসেছ?

সুব্রত ॥ তবে তুমি কি ভেবেছিলে?

বেবি ॥ না।

* বেবি উঠে গিয়ে জানলা দিয়ে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখতে লাগল, যেন চেনা জায়গাটা আর একবার নতুন করে দেখে নিচ্ছে *

বেবি ॥ তুমি বোধ হয় জানতে আমি এখানে আসতে রাজী হব না।

সুব্রত ॥ কেন রাজী হতে না?

বেবি ॥ তাহলে আসবার আগে বলোনি কেন?

সুব্রত ॥ ভেবেছিলাম একটা সারপ্রাইজ দেব।

বেবি ॥ যদি আপত্তি করি—

সুব্রত ॥ কেন? এমন সুন্দর জায়গা—চারিদিকে জঙ্গল আর পাহাড়—নির্জন—

বেবি ॥ না, এখানে থাকব না।

সুব্রত ॥ বেবি!

বেবি ॥ গাড়ি তো আছে। চল, আর কোথাও যাওয়া যাক।

সুব্রত ॥ কিন্তু এখানে—

বেবি ॥ আমি তো কিছু বুঝতে পারছি না জায়গাটার এমন কী আকর্ষণ আছে?

* 'আকর্ষণ আছে' কথাটা বলবার সময় বেবি জানলা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে বাইরে ঝুঁকল *

সুব্রত ॥ এখানে কি তুমি আগে এসেছিলে?

বেবি ॥ চৌকিদার!

সুব্রত ॥ কেন?

বেবি ॥ (আরও জোরে চিৎকার করে) চৌকিদার!

সুব্রত ॥ (বেবির পাশে গিয়ে ওর মত ঝুঁকে পড়ে) চৌকিদার!

* বেবি সরে এসে সুটকেস্‌টা খুলে কাপড়চোপড়গুলো টানাটানি করতে লাগল। সুব্রতও সরে এল *

সুব্রত ॥ আসছে।

বেবি ॥ (সুটকেসের ভেতর কি যেন হাতড়াচ্ছে) কেন ?

সুব্রত ॥ (জোরে হেসে) কঠিন-জীবন থেকে এখানে সম্পূর্ণ মুক্তি।

বেবি ॥ চব্বিশ ঘণ্টা শুধু আমাকে দেখবে ?

সুব্রত ॥ তাই তো একটা বইও সঙ্গে আনিনি।

বেবি ॥ আহা রে, বইগুলোর কি কষ্ট !

সুব্রত ॥ ইস্ কাঁদবে !

বেবি ॥ বেচারা বইগুলো—

সুব্রত ॥ এখানেও ঈর্ষা—

বেবি ॥ ঈর্ষা বইগুলোকে নয়।

সুব্রত ॥ আমাকে ?

বেবি ॥ হ্যাঁ।

সুব্রত ॥ তোমাকে তো বই নিয়ে বসে থাকতে আমি বারণ করিনি।

বেবি ॥ আমি অধ্যাপক নই !

সুব্রত ॥ অমনি রেগে গেলে !

বেবি ॥ বিশ্ববিদ্যালয়ের—

সুব্রত ॥ দর্শনের—

বেবি ॥ দর্শনের অধ্যাপক ফূর্তি করে ?

সুব্রত ॥ (হেসে) শুধু বসে বসে বই পড়ে ?

বেবি ॥ (তাচ্ছিল্যের সঙ্গে) না।

সুব্রত ॥ সেইজন্যই তো—এখানে—

বেবি ॥ চমৎকার আইডিয়া—

সুব্রত ॥ তিনদিন ছুটি—

বেবি ॥ এখানে ফূর্তি করবে !

সুব্রত ॥ সব ভুলে গিয়ে—

বেবি ॥ সব—?

সুব্রত ॥ সব।

বেবি ॥ তুমি—বই মুখে দিয়ে চুপচাপ বসে থাকবে না?

সুব্রত ॥ না।

বেবি ॥ আর আমি কি করব?

সুব্রত ॥ তুমি—গান গাইবে—

বেবি ॥ নাচব না?

সুব্রত ॥ তুমি কলেজে নাচতে?

বেবি ॥ নাটকে অভিনয় করেছি।

সুব্রত ॥ আমি কখনও অভিনয় করিনি।

বেবি ॥ ও—

সুব্রত ॥ দেখেছি অবশ্য।

বেবি ॥ ভালো লাগে?

সুব্রত ॥ ভালো অভিনয় ভালো লাগে।

বেবি ॥ ও!

সুব্রত ॥ সকালে উঠে বেড়াতে যাব।

বেবি ॥ ঝরণার ধারে?

সুব্রত ॥ ঝরণা? (বিস্মিতভাবে) তুমি কি করে জানলে?

বেবি ॥ (হেসে) ভাবলাম আছে হয়তো—

* কথাবার্তার মাঝে সুব্রত উঠে জানলার ধারে গিয়েছিল *

সুব্রত ॥ (হঠাৎ বাইরের দিকে তাকিয়ে) আসছে।

বেবি ॥ চৌকিদার?

* সুব্রত হেসে ঘাড় নাড়ল। চৌকিদার প্রবেশ করল। বেশ বয়স হয়েছে, পান খাওয়ার অভ্যেস আছে।

চৌকিদার ঘরে ঢুকে নীরবে নমস্কার করে সিন্দুক থেকে পর্দা বার করে ব্যস্ত-ভাবে জানলায় লাগাতে সুরু করল *

সুব্রত ॥ চৌকিদার !

চৌকি ॥ (ব্যস্তভাবে কাজ করতে করতে) আসতে একটু দেরী হয়ে গেল —এদিকে বিশেষ কেউ আসেন না তো—তেমন জোগাড়-যন্তরও কিছু নেই আজ্ঞে—কয়েকটা মুরগী পুষেছিলাম—কেউ এলে গেলে দু-একটা আণ্ডা দিতে পারতাম—কিন্তু বড্ড কটাশের উপদ্রব আজ্ঞে—সবগুলো শেষ করে দিল। (বিনয় প্রকাশ করে) নিষ্কর্মা হয়ে কত আর বসে থাকা যায় আজ্ঞে—তাই একটা ছাগল পুষেছি।

সুব্রত ॥ ও ! ছাগল !

চৌকি ॥ রান্নাঘরের বারান্দায় একটু বেড়া দিয়ে থাকবার ব্যবস্থা করে দিয়েছি। বেঁধে রাখি আজ্ঞে। তা নইলেই জঙ্গলের মধ্যে পালাবে। কোথায় কাঁটাগাছ, কোথায় কি চারা, আমি আর এই বুড়ো বয়সে কত পেছু-পেছু ঘুরব কন তো !

সুব্রত ॥ তা ধরে আনলে না, চলে গেল ?

চৌকি ॥ আজ্ঞে এনেছি।

বেবি ॥ (হঠাৎ) ছাগল এক গৃহপালিত পশু।

চৌকি ॥ (কাজ থামিয়ে আজ্ঞে ?

বেবি ॥ মুরগী এক গৃহপালিত পক্ষী।

চৌকি ॥ আজ্ঞে ?

বেবি ॥ গাই এক—

চৌকি ॥ (কিছু বুঝতে না পেরে) আজ্ঞে ?

সুব্রত ॥ না মানে শহরে তো ছাগল বেশি দেখা যায় না—তাই।

চৌকি ॥ (বুঝতে পেরে) আজ্ঞে।

সুব্রত ॥ ফের ক'টার সময় ছাগলটার পেছনে—

চৌকি ॥ আজ্ঞে ন , এখানে কোন কাজ বাকি নেই। বাথরুমে জল দিয়েছি —গাঁ আজ্ঞে ওদিকটায়—তা এক পো পথ হবে—একটা দোকান আছে ইস্কুল আছে একটা—রাতের খাওয়া-দাওয়ার সব জিনিস কিনে এনেছি আজ্ঞে—

সুব্রত ॥ তাই নাকি ! বেশ বেশ !

চৌকি ॥ ডাক-বাংলোয় আজ্ঞে দুটা শোবার ঘর এপাশে একটা, ওপাশে একটা—আপনাদের তো আজ্ঞে দুইটা ঘরই নেওয়া আছে—যেটা চাইবেন—মা, আপনি একটু দেখে নিন—কোন্ ঘরটা নেবেন—(চৌকিদার ডান দিকের ঘরটা দেখাল) এই ঘরটার দরজা আজ্ঞে এই দিকে—ওটার জানালায় গরাদ নেই—জানলা গলে সোজা রান্নাঘরে যাওয়া যায়।

সুব্রত ॥ যাও।

বেবি ॥ ঘর দেখে আসব ? (যেতে যেতে ফিরে এসে বসে পরে) যদি নাই থাকব তবে—

সুব্রত ॥ ওরা আসবে যে ?

বেবি ॥ ওরা ?

সুব্রত ॥ (ঠাট্টা করে) বলো তো কারা হতে পারে ?

বেবি ॥ কারা ?

সুব্রত ॥ (কথা বদলে) চৌকিদার।

বেবি ॥ (সুব্রতর পাশে এসে) কারা ?

সুব্রত ॥ তুমি বলতে পারলে না ?

বেবি ॥ কারা ?

সুব্রত ॥ আন্দাজ ?

বেবি ॥ না।

সুব্রত ॥ (হেসে) অপেক্ষা করতে পারছ না ?

বেবি ॥ কারা ?

সুব্রত ॥ চৌকিদার, কুঁজোতে জল দিয়েছ ?

চৌকি ॥ দিয়েছি আজ্ঞে।

সুব্রত ॥ সব ঘরে ?

চৌকি ॥ (ডানদিকের ঘরটায় যেতে যেতে) আজ্ঞে—কুঁজোতে খাবার জল আর বালতিতে মুখ-হাত ধোবার জল।

সুব্রত ॥ দেখি।

* সুব্রত সব ঠিক আছে কিনা দেখবার জন্য চৌকিদারের পিছু-পিছু ঘরে ঢুকে গেল *

বেবি ॥ (বসে পড়ে) উঃ!

* প্রবেশ করল বর্মা সাহেব *

বর্মা ॥ ওহ্ হো!

* বর্মা সাহেব প্রৌঢ়, বিচিত্র বেশভূষা। এক কাঁধে ক্যামেরা, অন্য কাঁধে রাইফেল। হাতে গোটাকতক কাগজের প্যাকেট *

বেবি ॥ (উঠে পড়ে) আরে!

বর্মা ॥ হ্যালো বেবি! কিছু অসুবিধে হয়নি তো ?

বেবি ॥ (অন্যমনস্কভাবে) এঁ্যা!

বর্মা ॥ আই বেট্—নিশ্চয়ই কোন অসুবিধে হয়নি।

বেবি ॥ না।

* বর্মা প্যাকেটগুলো বেবির হাতে দিল। বেবি সেগুলো টেবিলের ওপর রাখতে লাগল *

বেবি ॥ (একটা প্যাকেট দেখে) লিফ্ টি—

বর্মা ॥ কফি—

বেবি ॥ রোস্টেড্।

বর্মা ॥ মিল্ক্—

বেবি ॥ কনডেন্স্ড্।

বর্মা ॥ স্ন্যাক্স্—

বেবি ॥ (প্যাকেটের মুখটা একটু খুলে) সল্টেড্ বিস্কিট—কাজু—চিঁড়েভাজা —(রেখে দিল)

বর্মা ॥ সেউ? চানাচুর? (আর একটা প্যাকেট নিয়ে দেখতে দেখতে) এই যে আছে। গুড।

বেবি ॥ (প্যাকেটটা নিয়ে) গুড—

বর্মা ॥ ক্যামেরা—(ক্যামেরাটা নিজেই রাখল)

বেবি ॥ রাইফেল (বেবি রাইফেলটা বর্মা সাহেবের কাঁধ থেকে নিয়ে বাইরের দিকে টিপ করতে লাগল) লোডেড্?

বর্মা ॥ (হেসে) না।

বেবি ॥ গুলি?

বর্মা ॥ (মনে পড়ে যাওয়ায় পকেটে হাত দিয়ে ব্যস্তভাবে খুঁজল। তারপর জানলার কাছে গিয়ে চেঁচিয়ে বলল) লিলি, গুলির প্যাকেটা পেছনের সীটে ফেলে এসেছি।

সুব্রত ॥ (ঠিক সেই সময়ে ঘরে ঢুকে) পেছনের সীটে?

* বলেই বেরিয়ে গেল। পিছু-পিছু গেল চৌকিদার। বেবি বন্দুকটা টেবিলে রাখছিল *

বর্মা ॥ পাওয়ারফুল রাইফেল—এটা দিয়ে একবার একটা বাঘ মেরেছিলাম।

বেবি ॥ এখানে বাঘ আছে?

বর্মা ॥ সেটা লাক্-এর ব্যাপার। দেখা যাক।

বেবি ॥ হরিণ আছে?

বর্মা ॥ বোধ হয়।

বেবি ॥ ছাগল আছে।

বর্মা ॥ ছাগল?

বেবি ॥ কাঁটাগাছ-খাওয়া ছাগল।

* বর্মা অবাক হয়ে তাকাল *

বেবি ॥ (হাসতে হাসতে বোঝাল) ছাগল এক গৃহপালিত পশু—ছাগল —ছাগল—

* বেবি জোরে হেসে উঠল। বর্মাও কিছু না বুঝে হেসে উঠল। ভেতরে প্রবেশ করল বর্মার স্ত্রী লিলি। বয়স বছর পঁয়ত্রিশ। বেশ মোটা। পরনে অতি আধুনিক পোশাক। শাড়ি এবং ব্লাউজের মধ্যে মাংসের একটি মোটা রেখা ঝুলে রয়েছে। লিলি এবং সুব্রত একটা ফলের ঝুড়ি ধরে নিয়ে এল। ঝুড়ির ওপরে গুলির বাক্সটা রয়েছে। চৌকিদারের মাথায় গোটা দুই-তিন

স্যুটকেস্। জিনিসগুলো টেবিলের ওপর
গাদা করে রাখা হল *

লিলি ॥ হ্যালো বেবি !

বেবি ॥ হ্যালো !

* চৌকিদার বেরিয়ে গেল *

বর্মা ॥ ও. কে, সুব্রত ?

সুব্রত ॥ ও. কে।

বর্মা ॥ লিলি, বলিনি, তোমাকে এরা আগে পৌঁছে যাবে। এখানে আগে খবর পাঠিয়ে সব ব্যবস্থা—

লিলি ॥ কত আগে ? কখন ?

বেবি ॥ এখন।

লিলি ॥ একই কথা।

সুব্রত ॥ বেবি অসুস্থ।

বেবি ॥ না।

লিলি ॥ (বেবিকে সমর্থন করে) না।

সুব্রত ॥ এখানে এসে ও খুশি হয়নি।

লিলি ॥ বেবি ?

বর্মা ॥ বেবি ?

বেবি ॥ না—আমি অসুস্থ নই।

লিলি ॥ সুন্দর জায়গা।

সুব্রত ॥ চারিদিকে পাহাড়।

বেবি ॥ (ফলের ঝুড়িটা ওঠাতে ওঠাতে) জঙ্গল।

লিলি ॥ বাঘ থাকতে পারে।

বর্মা ॥ তুমি বারণ করেছিলে রাইফেল নিতে।

* সুব্রত বেবিকে সাহায্য করবার জন্য ঝুড়িটা ধরছিল *

বেবি ॥ পারব আমি (ঝুড়িটা কষ্টে-সৃষ্টে ওঠাল)

বর্মা ॥ লিলি—

লিলি ॥ হ্যাঁ—

* লিলি বেবির সঙ্গে ঝুড়িটা ধরে ডান দিকের ঘরে চলে গেল *

বর্মা ॥ বেবি অসুস্থ ?

সুব্রত ॥ না।

বর্মা ॥ বললে যে !

সুব্রত ॥ না।

বর্মা ॥ বললে না ?

সুব্রত ॥ বিরক্ত।

বর্মা ॥ কেন ?

* লিলি প্রবেশ করল *

লিলি ॥ সুব্রত, তুমি বেবিকে কিছু বলোনি ?

বর্মা ॥ কি ?

লিলি ॥ এখানে আসার কথা ?

বর্মা ॥ সুব্রত !

সুব্রত ॥ না।

লিলি ॥ কেন ?

* সুব্রত উত্তর না দিয়ে বোকার মত হেসে একটা সুটকেস্ লিলির হাতে দিল *

বর্মা ॥ আমরা এখানে আসছি ?

সুব্রত ॥ না।

লিলি ॥ স্যাড্।

* লিলি সুট্‌কেস্‌টা নিয়ে ফের ঘরের ভেতর চলে গেল *

সুব্রত ॥ ভাবছ স্যাড্?

বর্মা ॥ (কি যেন চিন্তা করে) হুঁ, হুঁ—

সুব্রত ॥ শুনছ?

বর্মা ॥ (কিছুক্ষণ ঐভাবে চুপ করে রইল। তারপর যেন সমাধান পাওয়া গেছে এমনি ভাবে) হুঁ!

সুব্রত ॥ কি?

বর্মা ॥ ভাবছি—

সুব্রত ॥ স্যাড?

বর্মা ॥ (সহজভাবে) হতেও পারে।

সুব্রত ॥ না।

বর্মা ॥ না?

সুব্রত ॥ একটু পরে ঠিক হয়ে যাবে।

বর্মা ॥ ও!

লিলি ॥ (ঘরে ঢুকে) কিন্তু—

বর্মা ॥ কি?

লিলি ॥ কেন বেবি—

সুব্রত ॥ অভ্যাস—

লিলি ॥ না—

বর্মা ॥ ভাবছ আর কিছু?

লিলি ॥ (সুব্রতকে) আর কি হতে পারে?

সুব্রত ॥ না, আর কিছু নয়।

লিলি ॥ আশ্চর্য !

সুব্রত ॥ বলছি, কিছু সময় পরে ঠিক হয়ে যাবে।

বর্মা ॥ (লিলিকে লক্ষ্য করে) না, অভ্যেস বদলানো শক্ত।

লিলি ॥ কথাটা আমায় বললে ?

বর্মা ॥ তোমার কি অভ্যেস আছে ?

সুব্রত ॥ থাকলে ক্ষতি কি ?

বর্মা ॥ না, ক্ষতি আর কি !

লিলি ॥ তোমার যেখানে যত অভ্যেস আছে—

* বেবি প্রবেশ করল। সবায়ের দিকে অবাক হয়ে তাকাল *

বেবি ॥ বেশ !

বর্মা ॥ কেন ?

বেবি ॥ এখানেই যখন থাকা তখন জিনিসগুলো--

* বাকি জিনিসগুলো টানাটানি করতে লাগল *

সুব্রত ॥ কি বলেছিলাম !

বেবি ॥ কি ?

সুব্রত ॥ কিছুক্ষণ পরে তুমি ঠিক হয়ে যাবে।

বেবি ॥ ঠিক হয়ে গেছি ?

সুব্রত ॥ হওনি ?

বেবি ॥ তাহলে ঠিক হয়ে গেছি !

* বেবি কয়েকটা জিনিস নিয়ে ভেতরে চলে গেল। তার পিছু পিছু যাচ্ছিল লিলি। বর্মা লিলির হাত থেকে জিনিসগুলো নিয়ে নিল *

বর্মা ॥ ঘরটা ঠিক-ঠাক করে নিই।

* বর্মা ভেতরে ঢুকে গেল। লিলি ও সুব্রত খুব সহজভাবে কথাবার্তা বলতে লাগল। কথা বলতে বলতে লিলি স্ন্যাক্‌স্‌ আর ফল টুকটাক খেতে লাগল। সুব্রতও ভাগ পাচ্ছিল *

লিলি ॥ আমার আসার কথাই ছিল না।

সুব্রত ॥ কেন ?

লিলি ॥ বর্মা তো আর তুমি নয়।

সুব্রত ॥ মানে ?

লিলি ॥ বেবির মত বয়সে আমিও বেবির মত ছিলাম।

সুব্রত ॥ (কিছু বুঝতে না পেরে) স্বাভাবিক।

লিলি ॥ গায়ে এত মাংস ছিল না।

সুব্রত ॥ মাংস !

লিলি ॥ বর্মা বলে আমি মোটা হয়ে গেছি।

সুব্রত ॥ বর্মা ফরেস্ট কন্ট্রাক্টর কিনা—ট্যুরের ব্যাপারে মোটা লোকদের অসুবিধে হয়।

লিলি ॥ ট্যুর করা আমার কাজ নয়।

সুব্রত ॥ না—মানে—

লিলি ॥ ও কি ট্যুর করে শরীরটাকে রোগা রোগা রেখে দিয়েছে ?

সুব্রত ॥ তবে ?

লিলি ॥ ফেল্।

সুব্রত ॥ ফেল্।

লিলি ॥ এক ক্লাসে চার বছর, পাঁচ বছর।

সুব্রত ॥ (হেসে) ও—

লিলি ॥ জীবনে ম্যাট্রিক পাশ করা আর হয়ে উঠল না।

সুব্রত ॥ জানতাম না তো!

লিলি ॥ তারপর বর্মায় পালালো।

সুব্রত ॥ আচ্ছা!

লিলি ॥ সেখানেই জঙ্গলের কাজ-টাজ শিখেছে।

সুব্রত ॥ ওহো।

লিলি ॥ একথা বলে না কাউকে।

সুব্রত ॥ তাহলে তুমি আমাকে—

লিলি ॥ আঃ—চুপ করো তো—

সুব্রত ॥ তুমি বর্মাতে ওর সঙ্গে—

লিলি ॥ না, সেখান থেকে ফিরে আসবার পর—

সুব্রত ॥ ও!

লিলি ॥ তুমি?

সুব্রত ॥ কি?

লিলি ॥ কবে ওর সঙ্গে?

সুব্রত ॥ বেবির সঙ্গে?

লিলি ॥ না।

সুব্রত ॥ বর্মার সঙ্গে?

লিলি ॥ হুঁ।

সুব্রত ॥ মনে নেই—তবে নিচু ক্লাসে একসঙ্গে পড়তাম। তারপর—

লিলি ॥ গত বছরে।

সুব্রত ॥ হ্যাঁ। বাড়ি করবার জন্য কাঠ কিনতে গিয়েছিলাম। মিলে ওর সঙ্গে দেখা।

লিলি ॥ সেদিন সন্ধ্যেবেলায় বাড়ি ফিরে আমাকে বলল—

সুব্রত ॥ কি?

লিলি ॥ তোমাকে নেমন্তন্ন করে এসেছে।

সুব্রত ॥ পুরোনো বন্ধু। অনেক বছর পরে দেখা।

লিলি ॥ স্বাভাবিক।

সুব্রত ॥ সেদিন তুমি যা খাইয়েছিলে না—

লিলি ॥ মনে রেখে দিয়েছ?

সুব্রত ॥ না হলে তো ভুলেই যেতাম।

লিলি ॥ তারপর তুমি বাড়িতে নিয়ে গিয়ে কিরকম খাইয়েছিলে মশাই?

সুব্রত ॥ সে ক্রেডিট্ বেবির।

লিলি ॥ তোমার নয়?

সুব্রত ॥ আমার?

লিলি ॥ আপত্তি কোরো না।

সুব্রত ॥ আচ্ছা।

লিলি ॥ কিন্তু কই, বললে না তো—

সুব্রত ॥ কি?

লিলি ॥ (কাছে এসে) শরীরে মাংস কমে গেছে?

সুব্রত ॥ না, না, বেশি কোথায়—

লিলি ॥ বর্মা বলে—

সুব্রত ॥ ড্যাড্।

লিলি ॥ (খুশিতে) সত্যি?

সুব্রত ॥ সত্যি।

লিলি ॥ তুমি যাও।

সুব্রত ॥ কোথায়?

লিলি ॥ ওরা—

সুব্রত ॥ ঘর সাজাচ্ছে।

লিলি ॥ ঘর তোমার পছন্দ হয়েছে?

সুব্রত ॥ ঘর, না জায়গাটা ?

লিলি ॥ জায়গাটা ?

সুব্রত ॥ সুন্দর। বর্মার চয়েস্—

লিলি ॥ না। (সুব্রত অবাক হয়ে তাকাল) আমার—

সুব্রত ॥ কিন্তু তুমি বলছিলে—

লিলি ॥ হ্যাঁ, আমার আসবার কথা ছিল না।

সুব্রত ॥ কেন ?

লিলি ॥ বর্মা যাযাবর।

সুব্রত ॥ মানে ?

লিলি ॥ একলা ঘুরতে ভালোবাসে।

সুব্রত ॥ বেবিরও সেই এক অভিযোগ।

লিলি ॥ কি ?

সুব্রত ॥ আমি একলা থাকতে ভালোবাসি।

* বর্মা প্রবেশ করল *

বর্মা ॥ বেশ।

সুব্রত ॥ (বাকি জিনিসগুলো তোলবার জন্ত ব্যস্ত হয়ে পড়ল) না—মানে—।

বর্মা ॥ থাক—পরে—।

লিলি ॥ পরে !

বর্মা ॥ তুমি ব্যস্ত ছিলে। আমি বেবিকে বললাম।

* বেবির প্রবেশ। হাতে গরম কেট্লি *

বেবি ॥ চৌকিদারটা পাকা লোক। ঘরের কোণে ছোট চুল্লি।

লিলি ॥ জল গরম করে রেখেছিল ?

বর্মা ॥ জল ফুটছিল।

* বর্মা বড় বাক্সটা খুলে কাপ বার করল। অন্যেরা তাকে সাহায্য করতে লাগল। বেবি কাপে কাপে চা ঢালছে। চা খেতে খেতে কথাবার্তা চলতে লাগল *

সুব্রত ॥ স্ন্যাক্স্—

লিলি ॥ না।

বর্মা ॥ বলো তো প্রথমেই এই চায়ের আইডিয়াটা কি করে মাথায় এলো ?

বেবি ॥ জঙ্গলের কণ্ট্রাক্টর বেশি চা খায়।

লিলি ॥ অসময়ে—

বর্মা ॥ চায়ের আবার সময়-অসময় কি ? এভরি টাইম ইজ টি টাইম।

সুব্রত ॥ খারাপ অভ্যাস।

বেবি ॥ সুব্রতর চা খাওয়ার সময় হয় না।

বর্মা ॥ মানে ?

বেবি ॥ দর্শনের অধ্যাপক !

লিলি ॥ ভুলে যায় !

বেবি ॥ না।

বর্মা ॥ সুব্রত ?

বেবি ॥ বললাম না, সময় হয় না।

বর্মা ॥ স্ট্রেঞ্জ্ !

বেবি ॥ কলেজ থেকে ফিরে সোজা স্টাডিতে চলে যায়।

লিলি ॥ স্টাডিতে চা খেতে অসুবিধে কি ?

বেবি ॥ ভেতর থেকে দরজা বন্ধ করে দেয়।

লিলি ॥ ভেতর থেকে ?

সুব্রত ॥ নিরালায় একটু পড়াশোনা—

বেবি ॥ অনেক রাত অবধি সেখানে থাকে।

বর্মা ॥ ও!

বেবি ॥ তারপর দরজা খুলে খেতে আসে।

সুব্রত ॥ তখন আর চা খাবার দরকার হয় না।

লিলি ॥ সকালে?

বেবি ॥ রুটিন বাঁধা—এক কাপ।

সুব্রত ॥ চিনি—

লিলি ॥ (বর্মাকে) তোমার?

বর্মা ॥ না। (লিলি বেবির দিকে তাকাল)

বেবি ॥ আমি কম চিনি খাই।

* সুব্রত কাপটা তুলছিল। লিলি ধরে ফেলল *

লিলি ॥ রাখো, আমারও একটু লাগবে। (পাশের ঘরে চলে গেল)

বর্মা ॥ আমি বেবিকে বলছিলাম—

সুব্রত ॥ কি?

বর্মা ॥ এখানে আসার কথা—

সুব্রত ॥ (হেসে) ও!

বেবি ॥ (লিলিকে আসতে দেখে) পেলে?

লিলি ॥ (প্যাকেট থেকে এক চামচ চিনি সুব্রতর চায়ে মিশিয়ে) আর দেব?

সুব্রত ॥ বেবি আমার ওপর রেগে গেছে।

লিলি ॥ কেন?

বর্মা ॥ এখানে আসার কথা সুব্রত ওকে বলেনি।

লিলি ॥ তুমি তো এখানে দিন তিনেক থাকার ব্যবস্থা করে রেখেছিলে।

বর্মা ॥ সুব্রত বেবিকে কিছু বলেনি।

সুব্রত ॥ আমি বললাম, ছুটি আছে, চল, কোথাও একটা ভালো জায়গায় যাওয়া যাক।

বেবি ॥ আমি ভাবলাম অন্য কোথাও।

সুব্রত ॥ অন্য কোথাও কেন? এটা তো বেশ ভালো জায়গা।

বর্মা ॥ নিরিবিলিতে দু-তিনদিন বেশ কেটে যাবে।

বেবি ॥ রাইফেল এনেছেন যখন শিকার করা যাবে।

লিলি ॥ বাঘ শিকার!

বেবি ॥ ছাগল। চৌকিদারের একটা আছে।

* সকলে হেসে উঠল *

লিলি ॥ দু' বছর আগে সেবার এসে—

বর্মা ॥ ওঃ সেবারে হলো না বলে কি এবারেও হবে না!

সুব্রত ॥ নাক!

বর্মা ॥ এবারে আমি নাকি।

লিলি ॥ (উঠে ডানদিকের ঘরটা লক্ষ্য করে) তুমি এদিকের ঘরটায় থাকবে।

সুব্রত ॥ (বাঁদিকের ঘরটা লক্ষ্য করে) ও ঘরটা সাফ করেছে তো?

বর্মা ॥ (হেসে) পাকা চৌকিদার।

বেবি ॥ (উঠে বাঁদিকের ঘরটা দেখে) ও ঘরটা ছোট।

লিলি ॥ চলে যাবে। ও পাশটা খোলা বারান্দা।

সুব্রত ॥ খোলা? কি করে জানলে?

লিলি ॥ বললাম তো আর একবার এসেছিলাম।

সুব্রত ॥ ও!

বর্মা ॥ সে বছর মার্চে এসেছিলাম। তাই না লিলি?

লিলি ॥ হ্যাঁ।

বর্মা ॥ ও ঘরটায় থাকলে লিলির সুবিধে—

লিলি ॥ থাক।

* চা খাওয়া শেষ হয়ে গেল। লিলি ও বেবি কাপ-প্লেটগুলো উঠিয়ে নিয়ে কোণের সিন্দুকটার ওপর রাখতে লাগল *

বর্মা ॥ সব সময়ে তুমি বারান্দায় বসে থাকতে না?

লিলি ॥ তুমি তো শিকারে গিয়ে ফিরলে দু-তিনদিন পর। কি করে জানলে সব সময়ে বসে থাকতাম কিনা?

সুব্রত ॥ যতটুকু ছিল সেই সময়টুকুতেই দেখেছে।

বর্মা ॥ মিথ্যে কথা!

লিলি ॥ আচ্ছা, হয়েছে।

বর্মা ॥ এবারে বসতে পারবে না।

লিলি ॥ কেন পারব না?

বর্মা ॥ কি সুব্রত?

সুব্রত ॥ না।

বেবি ॥ না?

বর্মা ॥ এখানে আসার প্রস্তাব যখন সুব্রত দিল—

সুব্রত ॥ এখানে আসার কথা তো তুমি বললে।

বর্মা ॥ আমি—মানে আমি—হ্যাঁ—আমি বললাম সেখানে গিয়ে সব ভুলে যাবে।

বেবি ॥ (শিউরে উঠে) সব ভুলে যাবে!

বর্মা ॥ (ঠিক জবাব খুঁজে না পেয়ে) না মানে হ্যাঁ—মানে কার কি অভ্যেস —কোন কথা—কে কি বৃত্তান্ত—

সুব্রত ॥ (রসিকতা করে) তুমি আমার সুটকেসে বই খুঁজছিলে না—আমি বই আনিনি।

লিলি ॥ এখানে স্টাডি নেই।

বর্মা ॥ (শাসনের ভঙ্গিতে) তুমিও বারান্দায় বসতে পারবে না।

লিলি ॥ (হেসে) তোমার কী অভ্যেস আছে বেবি ?

বেবি ॥ সুব্রত দিনরাত স্টাডিতে বসে পড়ে। আমি বাইরে বাইরে ঘুরে বেড়াই।

সুব্রত ॥ (হেসে) তাহলে তুমি ঘুরতে পারবে না। বসে থাকবে।

বেবি ॥ (হঠাৎ অবশভাবে বসে পড়ে) বসে থাকব !

বর্মা ॥ হ্যাঁ, চলাফেরা বন্ধ।

বেবি ॥ মানে ?

বর্মা ॥ চা খেয়ে বেশ চাঙ্গা লাগছে।

সুব্রত ॥ ক'টা বাজল ? (নিজের ঘড়ি দেখে) আমার ঘড়িটা বন্ধ হয়ে গেছে।

বর্মা ॥ চারটে।

সুব্রত ॥ (ঘড়ি ঠিক করে) চৌকিদার রাতের খাবারটা—

লিলি ॥ না। আমরা নিজেরা। কি বেবি ?

বেবি ॥ হ্যাঁ।

বর্মা ॥ (বিস্মিত হয়ে ঠাট্টার সুরে) হলো কি ! নিজের হাতে ?

লিলি ॥ (নাটকীয় ভাবে) আজ্ঞে।

* তার রাইফেল ও অন্যান্য জিনিস নিয়ে বাঁদিকের ঘরটায় চলে গেল। বেবি বাকি জিনিসগুলো নিয়ে ডান দিকের ঘরে চলে গেল *

বর্মা ॥ আমার বিশ্বাস হয় না।

সুব্রত ॥ কি ?

বর্মা ॥ লিলি রান্না করবে।

সুব্রত ॥ কেন ?

বর্মা ॥ শরীরে এত চাব—আগুনের ধারে—

সুব্রত ॥ ও হো—(হাসল)

বর্মা ॥ ট্যুরে গেলে লিলিকে সঙ্গে নিই না !

সুব্রত ॥ স্যাড।

বর্মা ॥ বেবি বোধহয় ভাল রাঁধে।

সুব্রত ॥ (একটু চুপ করে থেকে) মন্দ নয়।

বর্মা ॥ বেরোবে তো ?

সুব্রত ॥ এখন ?

বর্মা ॥ জায়গাটা একটু দেখে আসা যাক।

সুব্রত ॥ জায়গা ?

বর্মা ॥ হান্টিং—সারারাত জেগে থাকতে হতে পারে। শিকার—

* লিলির প্রবেশ *

লিলি ॥ চল।

বর্মা ॥ কোথায় ?

লিলি ॥ শিকারের জায়গায়। আমিও যাব।

বর্মা ॥ তুমি ? (বেবির প্রবেশ)

বেবি ॥ চৌকিদারটা কোথায় গেল ?

সুব্রত ॥ তার ঘরে হয়তো হবে।

বেবি ॥ (জানালার ধারে গিয়ে) চৌকিদার—

বর্মা ॥ (বেবিকে) চল।

বেবি ॥ কোথায় ?

লিলি ॥ দেখে আসবে রাত্তিরে কোথায় বসে বর্মা সাহেব শিকার করবেন।

বর্মা ॥ ঝরনার ধারে আগে থাকতেই ভালো জায়গা দেখে ঠিক করে রাখা দরকার।

* চৌকিদারের প্রবেশ *

চৌকি ॥ ডাকলেন আজ্ঞে ?

বেবি ॥ কোথায় রাঁধলে সুবিধে? এঘরে (ডানদিকের ঘর লক্ষ্য করে)—
না—

সুব্রত ॥ কেন, রান্নাঘরে সুবিধে নেই?

চৌকি ॥ আজ্ঞে সব সুবিধে আছে—তবে—

বর্মা ॥ অসুবিধে কি?

চৌকি ॥ আজ্ঞে বলে বলেছিলাম না সেই ছাগলটা—

সুব্রত ॥ (হেসে) ছাগলটাকে কেটে কোর্মা বানালে কেমন হয়?

লিলি ॥ কত দাম ছাগলটার?

চৌকি ॥ আজ্ঞে?

বর্মা ॥ আরে না না, ঠাট্টা।

বেবি ॥ তাহলে এদিকের ঘরে—(সে ডানদিকে চলে যাচ্ছিল)

বর্মা ॥ তুমি তাহলে যাবে না?

বেবি ॥ না।

লিলি ॥ আমি যাব।

বর্মা ॥ তুমি তাহলে কেন —

সুব্রত ॥ এখনই ফিরবে তো?

বর্মা ॥ হ্যাঁ, জায়গাটা দেখে।

বেবি ॥ আমি ততক্ষণ আনাজ কুটছি।

লিলি ॥ ওদের দেরী হলে আমি ফিরে আসব।

বেবি ॥ চৌকিদার! বাটনা বাটতে পারবে তো?

চৌকি ॥ আজ্ঞে যিনিই এখানে এসেছেন মশলা বাটার ভার আজ্ঞে আমার
ওপর পড়েছে।

বেবি ॥ আর আমার কিছু অসুবিধে হবে না।

* ডানদিকের ঘরে চলে গেল *

বর্মা ॥ লিলি, রাইফেলটা—

* লিলি বাঁদিকের ঘরে চলে গেল *

সুব্রত ॥ রাইফেল কি হবে ?

বর্মা ॥ খালিহাতে যাওয়া ঠিক নয়।

চৌকি ॥ আজ্ঞে বাঘ এদিকে দিনের বেলায় আসে না। তবে পাহাড়-জঙ্গল জায়গা—কখন কি হয়—

* লিলি রাইফেল নিয়ে এলো *

বর্মা ॥ দাও।

লিলি ॥ আমি নিচ্ছি।

* রাইফেল কাঁধে ঝুলিয়ে নিল *

বর্মা ॥ গুলি ?

লিলি ॥ (ডানদিকের ঘরটা দেখিয়ে) ও ঘরে।

সুব্রত ॥ আনছি। ক'টা ?

বর্মা ॥ দু-চারটে আন। (সুব্রত ডানদিকের ঘরে চলে গেল) চৌকিদার—

চৌকি ॥ আজ্ঞে—

বর্মা ॥ ডাক-বাংলো ছেড়ে যাবে না।

চৌকি ॥ আজ্ঞে।

বর্মা ॥ মা একলা রইল।

চৌকি ॥ আজ্ঞে !

* সুব্রতর প্রবেশ *

সুব্রত ॥ চারটে এনেছি।

বর্মা ॥ (লিলিকে) এসো।

* লিলি, বর্মা, সুব্রত বেরিয়ে গেল। চৌকিদার টেবিল সাফ করতে লাগল। ছাগলটার চিৎকার শোনা গেল *

চৌকি ॥ (দরজার কাছে গিয়ে) মা!

* বেবি একটা প্লেটে আলু পেঁয়াজ নিয়ে ঢুকল *

বেবি ॥ কি?

চৌকি ॥ আজ্ঞে—

বেবি ॥ কি?

চৌকি ॥ ছাগলটা—

বেবি ॥ এত চেঁচাচ্ছে কেন?

চৌকি ॥ বাবুরা সব ওর সামনে দিয়ে চলে গেল।

বেবি ॥ তাতে কি?

চৌকি ॥ (সংকুচিতভাবে) ভারী সেয়ানা আজ্ঞে—কেউ নতুন এলেই খাবারের জন্য চেঁচাতে শুরু করে দেয়।

বেবি ॥ আচ্ছা।

চৌকি ॥ কেউ একমুঠো মুড়ি, কেউ বিস্কুট—

বেবি ॥ ও!

চৌকি ॥ মুড়ি আছে নাকি মা? কিছু দিলেই বন্ধ হয়ে যাবে।

বেবি ॥ আচ্ছা দাঁড়াও।

* বেবি প্লেটটা রেখে ভেতরে গেল। কিছু বিস্কুট এনে চৌকিদারকে দিল। চৌকিদার বেরিয়ে গেল। বেবি বসে বসে আলু পেঁয়াজ ছাড়াতে লাগল। ছাগলের চিৎকার বন্ধ হয়ে গেল। ঘরে প্রবেশ করল বর্মা *

বেবি ॥ ফিরে এলেন?

বর্মা ॥ (বাইরে তাকিয়ে) আসুন।

বেবি ॥ কে ?

বর্মা ॥ একলা খুব খারাপ লাগছিল ?

বেবি ॥ জিজ্ঞেস করছি সঙ্গে কে ?

বর্মা ॥ লিলি আর সুব্রত তাড়াতাড়ি এগিয়ে গেল।

বেবি ॥ আপনি পেছনে পড়ে রইলেন।

বর্মা ॥ পেছনে পড়ে লাভ হল।

বেবি ॥ লাভ ?

বর্মা ॥ ভদ্রলোকের সঙ্গে দেখা হয়ে গেল।

বেবি ॥ ভদ্রলোক !

বর্মা ॥ নিচে গাড়ির পাশে দাঁড়িয়েছিলেন।

বেবি ॥ কে ? কার কথা বলছেন ?

বর্মা ॥ জিগ্যেস করল স্পেয়ার ব্যাটারী আছে ?

বেবি ॥ ব্যাটারী !

বর্মা ॥ ওঁর গাড়ির ব্যাটারীটা হঠাৎ খারাপ হয়ে গেছে।

বেবি ॥ গাড়ি ?

বর্মা ॥ আমি বললাম—

বেবি ॥ মানে ?

বর্মা ॥ আমি বললাম, গাড়ির কথা পরে হবে। আপনি অসুবিধেয় পড়ে গেছেন। আজ রাতটা আমাদের সঙ্গে থেকে যান।

বেবি ॥ বর্মা সাহেব !

বর্মা ॥ জঙ্গল জায়গা, রাত্রে ভদ্রলোক থাকবেন কোথায় ?

বেবি ॥ তার মানে—

বর্মা ॥ দেখা যাবে এখন। আমরা সব ফিরে আসি। তারপর যা হোক কিছু—

* প্রবেশ করল সংগ্রাম; পাহুলা চেহারা। তার জামা-কাপড় কিছুটা অপরিষ্কার। চোখদুটো যেন জ্বলছে। কথাবার্তায় দৃঢ়তা। সংগ্রাম প্রবেশ করে অপলক দৃষ্টিতে বেবিকে দেখতে লাগল। বেবি অসহায়ভাবে দাঁড়িয়ে রইল *

বেবি ॥ উনি—

বর্মা ॥ ওহো—(পরিচয় করিয়ে দিয়ে) বেবি, আমার বন্ধু—অধ্যাপক সুব্রতর স্ত্রী।

সংগ্রাম ॥ ও!

বর্মা ॥ (চঞ্চলভাবে) আপনি বসে কথাবার্তা বলুন। কিছু অসুবিধে—

সংগ্রাম ॥ (চারদিক দেখতে দেখতে) না, কিছু অসুবিধে হবে না।

বর্মা ॥ সু—না, কি যেন বললেন নামটা?

সংগ্রাম ॥ সংগ্রাম।

বর্মা ॥ (হো হো করে হেসে) সংগ্রাম—তা নইলে এই পাহাড়ে ঘুরে ঘুরে সোনার খনির—

সংগ্রাম ॥ প্রসপেকটিং।

বর্মা ॥ চমৎকার!

সংগ্রাম ॥ ভীষণ রিস্ক। কারণ—

বর্মা ॥ পরে—পরে—এক্সকিউজ মি প্লিজ, ওরা এগিয়ে যাবে।

বেবি ॥ জংলা রাস্তা, কোথায় আর যাবে?

বর্মা ॥ ঝরনার ধারে নিশ্চয়ই যাবে সেই স্পটটার ধারে।

* বর্মা বেরিয়ে গেল। বেবি অবশ ভাবে বসে পড়ে পেঁয়াজ ছাড়াতে

লাগল। সংগ্রাম নীরবে দেওয়ালে টাঙানো বড়ো বড়ো ফটোগুলো ঘুরে ঘুরে দেখতে লাগল *

সংগ্রাম ॥ নতুন লাগছে। কিন্তু জঙ্গলের মধ্যে এরকম জংলি ফটো কেন? হরিণের পেছনে বাঘ। বাঘের পেছনে হরিণ—এরকম হলে কেমন হত?

* দু-একবার ছাগলটা ডাকল। সংগ্রাম জানলার কাছে গিয়ে দেখে *

—আগের চৌকিদারটার ছাগল ছিল না।

বেবি ॥ (অসহিষ্ণু ভাবে উঠে পড়ে) আজেবাজে বোকো না সংগ্রাম।

সংগ্রাম ॥ আগের চৌকিদারের ছাগল ছিল?

বেবি ॥ সংগ্রাম!

সংগ্রাম ॥ বর্মা সাহেব বলে গেলেন—

বেবি ॥ সংগ্রাম!

সংগ্রাম ॥ তোমার স্বামী সুব্রতর বন্ধু, বর্মা সাহেব—

বেবি ॥ উঃ—

সংগ্রাম ॥ তোমার একলা লাগছে।

বেবি ॥ সংগ্রাম!

সংগ্রাম ॥ ওরা না আসা অবধি কথাবার্তা বলে সময়টা কাটানো যাবে।

বেবি ॥ থাক।

সংগ্রাম ॥ তুমি কোন্ ঘরটায় আছ?

বেবি ॥ (ডান ঘরটা দেখিয়ে) এ ঘরে।

সংগ্রাম ॥ কলেজে পড়বার সময়ে একবার এখানে এসে আমি ওঘরে ছিলাম।

বেবি ॥ সংগ্রাম!

সংগ্রাম ॥ আর একজনকে নেমন্তন্ন করেছিলাম।

বেবি ॥ না।

সংগ্রাম ॥ কলেজ-জীবনে একবার অভিনয় করেছিলাম।

বেবি ॥ অভিনেতা!

সংগ্রাম ॥ এখন এই পাহাড়টা লীজ নিয়ে সোনার খনি খুঁজে বেড়াচ্ছি।

বেবি ॥ সোনার খনি!

* বেবি ছুরি দিয়ে একটা পেঁয়াজ কাটতে সুরু করল *

সংগ্রাম ॥ আরে, ওরকম ভাবে নয়। হাত কেটে যাবে। (সংগ্রাম একটা পেঁয়াজ নিয়ে টেবিলের ওপর রেখে কাটতে আরম্ভ করল) পেঁয়াজ এভাবে কাটে।

বেবি ॥ (কষ্ট অনুভব করে) ওঃ!

সংগ্রাম ॥ কবে ছাড়লাম? কলেজের অভিনয়—

বেবি ॥ সোনার খনি—যত সব বাজে কথা!

সংগ্রাম ॥ কলেজ-জীবনের সব কাহিনী—আমি উঁচু ক্লাসে পড়তাম—ভালো ছাত্র—

বেবি ॥ সোনার খনির সন্ধান—মিথ্যে কথা—

সংগ্রাম ॥ যার টাকা নেই সে নেহাতই হতভাগা।

বেবি ॥ কবে থেকে একাজ সুরু করেছ?

সংগ্রাম ॥ এই ডাক-বাংলোতেই নেমন্তন্ন করেছিলাম—কলেজের অভিনয়ের পর।

বেবি ॥ এখানে সোনার খনি আছে কেমন করে জানলে?

সংগ্রাম ॥ সে সব দিনের পরিচয়—সঙ্গে সঙ্গে বন্ধুত্ব হয়ে গিয়েছিল।

বেবি ॥ কত ইনভেস্ট্ করেছ?

সংগ্রাম ॥ বড়লোকের মেয়ে—তবুও প্রথম পরিচয়েই ভালোবাসা—

বেবি ॥ এত টাকা কোথায় পেলে?

সংগ্রাম ॥ ড্রামাতে একলাই অভিনয় করেছিলাম। তারপর ঘনিষ্ঠতা—

বেবি ॥ কেমন করে জানলে এখানে সোনা আছে?

সংগ্রাম ॥ ড্রামার পরদিন কলেজের করিডোরে দেখা—একলা—

বেবি ॥ মিথ্যে কথা—সোনার খনি নয়—অন্য কিছু—

সংগ্রাম ॥ চুপি চুপি কথাবার্তা, কিছুটা আশঙ্কা, ভয় অথচ আকর্ষণ—

বেবি ॥ সত্যি কথা বলো ব্যাপারটা কি?

সংগ্রাম ॥ নিবেদন—আত্মনিবেদন—

বেবি ॥ এখানে সোনার খনি আছে? বাজে কথা।

সংগ্রাম ॥ ও আমাকে বিশ্বাসই করল না। যার ধন থাকে, মান থাকে, সে অন্যকে বিশ্বাস করে না।

বেবি ॥ যা জিগ্যেস করছি তার উত্তর দিচ্ছ না কেন? সোনার খনির কথা মিথ্যে। তাই না?

সংগ্রাম ॥ শেকস্‌পীয়ার আমাকে সাহায্য করলেন।

বেবি ॥ সংগ্রাম!

সংগ্রাম ॥ রোমিওর সংলাপ মনে পড়ে গেল।

বেবি ॥ আঃ!

সংগ্রাম ॥ নারীর আত্মনিবেদনের উত্তর—

বেবি ॥ সংগ্রাম!

সংগ্রাম ॥ আমার মুখে রোমিওর উত্তর।

বেবি ॥ পাগল!

সংগ্রাম ॥ কল্‌ মি বাট্‌ লাভ্‌ এ্যাণ্ড্‌ আই উইল বি নিউ ব্যাপটাইজড্‌।

বেবি ॥ সংগ্রাম!

সংগ্রাম ॥ এর কিছুদিন পরেই সেই নেমন্তন্ন।

বেবি ॥ সংগ্রাম!

সংগ্রাম ॥ এই ডাকবাংলোতেই।

বেবি ॥ মিথ্যে, মিথ্যে অভিনয়।

* সংগ্রাম হাসতে হাসতে বেবির দিকে এগিয়ে এলো *

সংগ্রাম ॥ ওরা এবার ফিরবে !

বেবি ॥ ফিরুক।

সংগ্রাম ॥ তুমি কেন ভাবছ আমি সোনার প্রসপেক্‌টিং করছি না ?

বেবি ॥ করছ ?

সংগ্রাম ॥ হ্যাঁ।

বেবি ॥ না।

সংগ্রাম ॥ অভিনয় ?

বেবি ॥ আবার কি !

সংগ্রাম ॥ (বাইরে যেতে যেতে) বেশ।

বেবি ॥ সংগ্রাম !

সংগ্রাম ॥ (থেমে) তুমি এখানে কিভাবে ?

বেবি ॥ পিকনিক।

সংগ্রাম ॥ ভালো, সুন্দর জায়গা।

বেবি ॥ তোমার মনে আছে ?

সংগ্রাম ॥ কি ?

বেবি ॥ সেদিন আমাদের বিয়ের ব্যাপারটা ঠিক করার কথা ছিল।

সংগ্রাম ॥ অভিনয় !

বেবি ॥ না।

সংগ্রাম ॥ সেদিন ডাকবাংলোয় আর একজন ছিল।

বেবি ॥ হ্যাঁ, (অবশভাবে) আর একজন ছিল।

সংগ্রাম ॥ রাগে, ঘৃণায় তুমি এখান থেকে চলে গেলে।

বেবি ॥ তুমি আর সে।

সংগ্রাম ॥ একটি মোটা স্ত্রীলোক। তোমার চেয়ে বড়।

বেবি ॥ ইস!

সংগ্রাম ॥ এ ঘরে (ডানদিকের ঘরটা দেখিয়ে) তুমি শুয়ে পড়েছিলে।

বেবি ॥ থাক।

সংগ্রাম ॥ (বাঁ দিকের ঘরটা দেখিয়ে) ও পাশের ঘরটায় সে একলা ছিল।

বেবি ॥ আচ্ছা—থাক—

সংগ্রাম ॥ তোমার স্বামী অধ্যাপক?

বেবি ॥ হ্যাঁ।

সংগ্রাম ॥ আমি হতে পারলাম না।

বেবি ॥ সোনার খনিতে লাভ বেশি।

সংগ্রাম ॥ দেখা যাক।

* চৌকিদারের প্রবেশ *

চৌকি ॥ বাবুদের ফেরবার দেরী হবে। রান্নার জল চাপিয়ে দেব?

সংগ্রাম ॥ তুমি রাঁধবে নাকি?

বেবি ॥ পিকনিক।

সংগ্রাম ॥ ও!

চৌকি ॥ রান্নার জল—

বেবি ॥ না, ওরা আসুক। (চৌকিদার চলে যাচ্ছিল)

সংগ্রাম ॥ চৌকিদার!

চৌকি ॥ আজ্ঞে।

সংগ্রাম ॥ আজ রাত্রে তোমার ঘরে শোব।

চৌকি ॥ (অবাক হয়ে) আমার ঘরে?

সংগ্রাম ॥ হ্যাঁ হ্যাঁ। চলে যাবে। বেশ চলে যাবে।

চৌকি ॥ আপনি?

সংগ্রাম ॥ পরে—পরে বকশিশ মিলবে।

চৌকি ॥ (সম্মতির ভঙ্গিতে) আজ্ঞে।

বেবি ॥ ঠিক আছে। পরে ডাকলে এসো।

সংগ্রাম ॥ পরে—হ্যাঁ—পরে—।

চৌকি ॥ আজ্ঞে। (চলে গেল)

বেবি ॥ চৌকিদারের ঘরে—

সংগ্রাম ॥ পাহাড়-জঙ্গলে ঘুরে বেড়াই। অভ্যেস হয়ে গেছে।

বেবি ॥ কিন্তু—

সংগ্রাম ॥ এ ঘরে তোমরা—ও ঘরে নিশ্চয় মিঃ বর্মা!

বেবি ॥ বর্মা সাহেব আর—

সংগ্রাম ॥ আর কে?

বেবি ॥ লিলি।

সংগ্রাম ॥ লিলি?

বেবি ॥ মনে পড়ছে না? লিলি—

সংগ্রাম ॥ লিলি?

বেবি ॥ সেই মোটা মতন—আমার চেয়ে বড়—

সংগ্রাম ॥ (ভাবতে ভাবতে) মোটা—বড় মানে—

বেবি ॥ ফের অভিনয়?

সংগ্রাম ॥ বিশ্বাস করো, নাম জিগ্যেস করিনি। জানি না।

বেবি ॥ বর্মার স্ত্রী।

সংগ্রাম ॥ সেও—

বেবি ॥ অভিনয় কোরো না।

সংগ্রাম ॥ বিশ্বাস করো, তুমি চলে যাবার পর আমিও চলে গিয়েছিলাম।

বেবি ॥ মিথ্যে কথা।

সংগ্রাম ॥ লিলি—বর্মা সাহেবের স্ত্রী—

বেবি ॥ কেন চলে গেলে?

সংগ্রাম ॥ কেন? (হেসে) বোকা।

বেবি ॥ সংগ্রাম!

সংগ্রাম ॥ অধ্যাপক পিওর—পবিত্র?

বেবি ॥ সংগ্রাম!

সংগ্রাম ॥ আমি চরিত্রহীন।

বেবি ॥ তুমি এখানে কেন এলে?

সংগ্রাম ॥ পিকনিক।

বেবি ॥ লিলির জন্যে।

সংগ্রাম ॥ তোমার জন্যে।

বেবি ॥ ইশ্!

সংগ্রাম ॥ (ভাবতে ভাবতে) লিলি, তুমি, আমি, তোমার স্বামী, লিলির স্বামী—

বেবি ॥ তুমি চলে যাও।

সংগ্রাম ॥ লিলি জানে?

বেবি ॥ কি?

সংগ্রাম ॥ তুমি যা দেখেছিলে?

বেবি ॥ না।

সংগ্রাম ॥ রক্ষা।

বেবি ॥ তার অনেকদিন পর লিলির সঙ্গে পরিচয় হয়।

সংগ্রাম ॥ তোমার স্বামী?

বেবি ॥ কি?

সংগ্রাম ॥ আমার কথা—মানে—আমাকে?

বেবি ॥ না।

সংগ্রাম ॥ (হাসতে হাসতে দৃঢ়ভাবে) আমি যাব না।

বেবি ॥ সংগ্রাম!

সংগ্রাম ॥ তোমাদের পিকনিকে আমি অতিথি।

বেবি ॥ সংগ্রাম!

সংগ্রাম ॥ নামহীন অতিথি—অভিনেতা—এ্যাক্‌টর—

বেবি ॥ (অসহায়ভাবে বসে পড়ে) অভিনেতা—এ্যাক্‌টর—

সংগ্রাম ॥ এ্যাক্টর অভিনয় ছেড়ে নতুন কাজে হাত দিয়েছে। সোনার খনির প্রসপেক্‌টিং—পিওর—পিওর সোনা। বন-জঙ্গলে ঘুরছি। অভ্যেস হয়ে গেল। চৌকিদারের ঘরে রাত কাটাতে কষ্ট হবে না।

বেবি ॥ ওঃ—(অসহিষ্ণুভাবে জানালার ধারে উঠে গেল) লিলি আসছে—

সংগ্রাম ॥ লিলি!

বেবি ॥ লিলি—বর্মা—

* বেবি ডানদিকের ঘরে ঢুকে গেল। সংগ্রাম পেছন ফিরে তাকাল। বর্মা প্রবেশ করল *

সংগ্রাম ॥ (বর্মাকে) স্পট্ ঠিক হল?

বর্মা ॥ না।

সংগ্রাম ॥ ঝরনার ওদিকটায়?

বর্মা ॥ জঙ্গল কেটে সাফ করে ফেলেছে।

সংগ্রাম ॥ আর একটু এগোলে হয়তো—

বর্মা ॥ আজ আর হতে পারবে না।

সংগ্রাম ॥ কাল দেখবেন?

বর্মা ॥ কাল সারাটা দিন পড়ে রয়েছে। কাল তো নিশ্চয়।

সংগ্রাম ॥ হরিণ-টরিণ মিলে যেতে পারে।

বর্মা ॥ অনেক হরিণ মেরেছি। আর শখ নেই।

সংগ্রাম ॥ বাঘ?

বর্মা ॥ বাঘ—

সংগ্রাম ॥ অসম্ভব নয়। মিলে যেতেও পারে।

বর্মা ॥ দেখা যাক।

* সুব্রতর প্রবেশ *

সুব্রত ॥ (বর্মাকে) খুব তাড়াতাড়ি পাহাড়ে উঠলে তো!

সংগ্রাম ॥ হাই জাম্প।

সুব্রত ॥ (হেসে) হাই জাম্প, বা—তা ইনিই—

বর্মা ॥ (হেসে) ভারী ইণ্টারেস্টিং এ ভদ্রলোক।

সংগ্রাম ॥ রাস্তায় গাড়িটা খারাপ হয়ে গেল। ঘুরে ঘুরে—

সুব্রত ॥ শুনলাম।

সংগ্রাম ॥ আজ রাতটা—

সুব্রত ॥ বর্মা বলছিল, ভালোই হল।

* লিলি প্রবেশ করল *

লিলি ॥ (কাঁধ থেকে বন্দুকটা নামিয়ে) ওঃ!

বর্মা ॥ (পরিচয় করিয়ে দিয়ে) লিলি।

সংগ্রাম ॥ ও!

সুব্রত ॥ বর্মা সাহেবের স্ত্রী। (জোর গলায়) বেবি!

বর্মা ॥ (লিলিকে) এই ভদ্রলোক—

সুব্রত ॥ জঙ্গল খনি না কি যেন—

সংগ্রাম ॥ আপনার সব বলা হয়ে গেছে?

বর্মা ॥ পরিচয় যতটুকু জানি।

সংগ্রাম ॥ প্রসপেক্‌টিং করছি।

সুব্রত ॥ সোনার খনি।

সংগ্রাম ॥ হ্যাঁ।

লিলি ॥ (চোখে বিস্ময়) সোনার খনি!

সংগ্রাম ॥ সোনাও খুঁজছি।

* বেবির প্রবেশ *

সুব্রত ॥ বেবি, জানো—

বেবি ॥ হ্যাঁ।

বর্মা ॥ ভুলে গেলাম—নামটা—

বেবি ॥ অভিনেতা!

বর্মা ॥ }
সুব্রত ॥ } অভিনেতা!

সংগ্রাম ॥ এ্যাক্টর। কলেজে খুব অভিনয় করতাম।

বেবি ॥ হ্যাঁ, কলেজে।

বর্মা ॥ গুড্।

বেবি ॥ গুড্ কি?

লিলি ॥ বেবি?

বেবি ॥ হ্যাঁ—আমি একলা—মানে আমি—

সুব্রত ॥ বাজে—

* ছাগলটা ডাকতে লাগল *

বর্মা ॥ বাজে?

লিলি ॥ চৌকিদারের ছাগল—

সংগ্রাম ॥ ও হ্যাঁ, আমিও বিস্কুট দিলাম।

বেবি ॥ (হঠাৎ অন্যমনস্কভাবে উঠে পড়ে) ছাগল এক গৃহপালিত পশু।

* বেবি চলে গেল *

সুব্রত ॥ বেবি!

বর্মা ॥ (পরিহাসের সুরে) ছাগল এক গৃহপালিত পশু। (হেসে উঠল)

সুব্রত ॥ (উঠে পড়ে) দুটো বিস্কুট দিয়ে আসি।

* বর্মা বেরিয়ে গেল *

সংগ্রাম ॥ বন্ধ হবে না।

সুব্রত ॥ বিস্কুট খেলে—

সংগ্রাম ॥ আরও খাবার জন্ম চেঁচাবে।

সুব্রত ॥ (বিরক্ত হয়ে) সারারাত এরকম চলবে নাকি ?

সংগ্রাম ॥ থেমে যাবে বোধহয়।

সুব্রত ॥ কি করে ?

সংগ্রাম ॥ ছেড়ে দিলে।

* সংগ্রাম বেরিয়ে গেল। সুব্রত জানলার ধারে দাঁড়িয়ে বাইরের দিকে তাকাল *

লিলি ॥ পাহাড়ে উঠতে পারলে না।

সুব্রত ॥ (অন্যমনস্কভাবে বাইরের দিকে তাকিয়ে) এ্যাঁ !

লিলি ॥ আমার সঙ্গে পাহাড়ে উঠতে পারলে না।

সুব্রত ॥ (একইভাবে) ইণ্টারেস্টিং।

লিলি ॥ ইণ্টারেস্টিং ?

সুব্রত ॥ ছাগলটা লাফ দিয়ে পাহাড়ের দিকে ছুটেছে।

লিলি ॥ বিস্কুট ?

সুব্রত ॥ চৌকিদার পেছনে দৌড়চ্ছে।

লিলি ॥ চৌকিদার ?

সুব্রত ॥ দেখবে এস, ভারী মজা। চৌকিদার ছুটতে পারছে না।

লিলি ॥ বর্মা সাহেব ?

সুব্রত ॥ সে তো চৌকিদারের পেছনে।

লিলি ॥ আর ঐ লোকটা ?

সুব্রত ॥ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে হাসছে।

লিলি ॥ (জানলার কাছে গিয়ে বাইরের দিকে তাকিয়ে) এ্যাক্টর— (লিলি হাসল)

সুব্রত ॥ বেবি ঠিকই বলেছে—এ্যাক্টর।

* সুব্রত জোরে হাসল। বেবি ঢুকল

বেবি ॥ কি হল!

সুব্রত ॥ (ভেতরে তাকিয়ে) এ্যাক্টর।

বেবি ॥ হ্যাঁ, ও এ্যাক্টরকে কলেজে দেখেছি।

সুব্রত ॥ (হেসে) কলেজ?

বেবি ॥ তুমি দেখনি?

সুব্রত ॥ না।

বেবি ॥ লিলি?

লিলি ॥ না।

বেবি ॥ সেই জন্যে তো বলছিলাম, একলা আমিই দেখেছি। এ্যাক্টর।

* সংগ্রাম ঢুকল *

সংগ্রাম ॥ বলছিলাম বন্ধ হয়ে যাবে।

বেবি ॥ বিস্কুট দিলে যেত।

সংগ্রাম ॥ না।

বেবি ॥ ছাগল এক গৃহপালিত পশু।

সংগ্রাম ॥ না।

সুব্রত ॥ না?

সংগ্রাম ॥ ছাগল এক গৃহপালিত জঙ্গলের পশু।

* বর্মার প্রবেশ *

বর্মা ॥ চৌকিদার ধরে এনেছে।

সংগ্রাম ॥ ফের চেঁচাবে।

বর্মা ॥ বিস্কুট দিয়ে এসেছি।

সংগ্রাম ॥ বন্ধ হবে না।

সুব্রত ॥ বন্ধ না হলে ফের ছেড়ে দেব।

সংগ্রাম ॥ চৌকিদার ফের ধরে আনবে।

বর্মা ॥ ফের তাড়িয়ে দেব।

সংগ্রাম ॥ ফের ধরে আনবে।

বেবি ॥ (অসহায়ভাবে) ছাগল এক গৃহপালিত পশু।

সংগ্রাম ॥ ছাগল এক গৃহপালিত জঙ্গলের পশু।

বর্মা ॥ (হেসে) গৃহপালিত জঙ্গলের পশু।

* লিলি উঠে বাঁ দিকের ঘরে যাচ্ছিল *

বেবি ॥ লিলি! (পেছনে পেছনে গেল)

বর্মা ॥ রেখে দাও।

* বর্মা বেবিকে বন্দুকটা দিল। বেবি বন্দুকটা নিয়ে লিলির পিছু পিছু ঘরের ভেতরে চলে গেল *

সুব্রত ॥ (আরাম করে বসে) বেশ জমবে।

বর্মা ॥ (বসে পড়ে) আজ রাত্রে আর শিকার করা হবে না।

সুব্রত ॥ বসে বসে আড্ডা দেওয়া যাবে।

বর্মা ॥ (হেসে) বলেছিলাম না, সব ভুলে যাবে।

সুব্রত ॥ এখানে এসে আমি তো সব ভুলে গেছি।

সংগ্রাম ॥ খুব আড্ডা জমবে—আমি এ্যাক্টর—

বর্মা ॥ এ্যাক্টর! ছাগল এক গৃহপালিত পশু।

সংগ্রাম ॥ (সংশোধন করে) জঙ্গলের পশু।

সুব্রত ॥ জঙ্গলের পশু।

* সকলে একসঙ্গে তালি দিয়ে হো-হো করে হেসে উঠল *

দ্বিতীয় অঙ্ক

* সেই ঘর। সময় সন্ধ্যা। একটি আলো জ্বলছে। তাতে ঘরটা যথেষ্ট আলোকিত হয়নি। রাত বাড়বার সঙ্গে সঙ্গে আলোর তীব্রতা বাড়বে। ঘরটি একটু রুচিপূর্ণভাবে লতাপাতা দিয়ে সাজান। বেবি কিছু ডালপালা দিয়ে ঘরের সাজ সমাপ্ত করছে। ডান-দিকের ঘর থেকে বেরিয়ে এল সুব্রত *

সুব্রত ॥ এ্যাক্টর ফেরেনি ? (একটা চেয়ারে বসল)

বেবি ॥ না।

সুব্রত ॥ খুব ঘুমিয়ে পড়েছিলাম।

বেবি ॥ হ্যাঁ।

সুব্রত ॥ (হেসে) রিল্যাক্সড্—

বেবি ॥ রাত্রে শিকারে যাবে ?

সুব্রত ॥ রাত্রে অনিদ্রা তো অভ্যেস আছে।

বেবি ॥ শিকার বই পড়া নয়।

সুব্রত ॥ দরজা বন্ধ করে ?

বেবি ॥ তাই।

সুব্রত ॥ বই আনিনি।

বেবি ॥ রক্ষে!

সুব্রত ॥ (হাই তুলে) দুপুর বেলায় শুলে—

বেবি ॥ আলস্য লাগে।

সুব্রত ॥ না, ফুর্তি।

বেবি ॥ ও!

সুব্রত ॥ তুমি তো শোওনি?

বেবি ॥ ঘর সাজাচ্ছিলাম।

সুব্রত ॥ (উঠে চারদিক দেখে) চমৎকার!

বেবি ॥ ভালো দেখাচ্ছে?

সুব্রত ॥ রিয়েলি চমৎকার।

বেবি ॥ বর্মা সাহেব জোগাড় করে এনে

সুব্রত ॥ কোত্থেকে?

বেবি ॥ স্পট্ থেকে।

সুব্রত ॥ লিলি?

বেবি ॥ ঘুমোচ্ছে।

সুব্রত ॥ সকালের যা হেভি ফুড।

বেবি ॥ হ্যাঁ।

সুব্রত ॥ (জানলার ধারে গিয়ে) চৌকিদার—

বেবি ॥ বর্মা সাহেবের সঙ্গে গেছে।

সুব্রত ॥ স্পটে?

বেবি ॥ এই সব ডালপালা নিয়ে।

সুব্রত ॥ ওহো।

বেবি ॥ ওগুলো নিল কেন?

সুব্রত ॥ ক্যামোফ্লেজ্।

বেবি ॥ শিকারের স্পটে?

সুব্রত ॥ তাহলে আজ নিশ্চয়—

বেবি ॥ বাঘ!

সুব্রত ॥ কি করে জানলে?

বেবি ॥ চৌকিদার বলছিল।

সুব্রত ॥ গুড! (সুব্রত দেওয়ালের লতাপাতার সজ্জা ভালো করে লক্ষ্য করতে লাগল)

বেবি ॥ চা খাবে?

সুব্রত ॥ (হঠাৎ) ও ঘরে আলো জ্বালিয়ে দিলে লিলি বোধহয় ভয় পেয়ে যাবে।

বেবি ॥ উঠলে দিও। (উভয়ে কিছুক্ষণ নীরব রইল)

সুব্রত ॥ এ্যাক্টরকে তুমি কবে থেকে—

লিলি ॥ বললাম তো কলেজ থেকে।

সুব্রত ॥ এক ক্লাসে?

বেবি ॥ না, এক ক্লাস ওপরে।

সুব্রত ॥ এ্যাক্টরের সোনার খনি—

বেবি ॥ পাগলামি!

সুব্রত ॥ পাগলামি?

বেবি ॥ ওর সোনার খনি!

সুব্রত ॥ ও!

* লিলি বাঁদিকের ঘর থেকে পর্দা সরিয়ে বেরিয়ে এল *

লিলি ॥ ওমা, সন্ধ্যে হয়ে গেছে! (বেবি ও-ঘরটায় যাচ্ছিল)

সুব্রত ॥ কোথায়?

বেবি ॥ আলোটা—(ভেতরে চলে গেল)

সুব্রত ॥ আমিও খুব ঘুমিয়ে পড়েছিলাম।

লিলি ॥ রাত্রে শিকারে যাবে?

সুব্রত ॥ সকালে বর্মা বলছিল।

লিলি ॥ আমি যাচ্ছি না।—বেবি?

সুব্রত ॥ বলতে পারি না।

লিলি ॥ (ডালপালা লক্ষ্য করে) তুমি—এসব—

সুব্রত ॥ না, বেবি।

* বেবি আলো জ্বালিয়ে ফিরে এল *

লিলি ॥ চৌকিদারের ছাগল যদি এঘরে ঢুকে পড়ে তো—

বেবি ॥ (ভীতভাবে) না।

সুব্রত ॥ না না, চৌকিদারের ছাগল এখানে কেন আসবে ?

লিলি ॥ ও কিছু বলে গেছে ?

বেবি ॥ বর্মা ?

লিলি ॥ হ্যাঁ।

বেবি ॥ ফিরে আসবে।

লিলি ॥ (বাঁদিকের ঘরের দরজার কাছে গিয়ে) বন্দুক নেয়নি।

সুব্রত ॥ চৌকিদার সঙ্গে আছে।

লিলি ॥ (তাচ্ছিল্যের হাসি হেসে) নেশা—

সুব্রত ॥ বাঘ যদি মারতে পারে তাহলে বোঝা যাবে নেশা ঠিক।

বেবি ॥ বাঘ মিলবে আজ।

লিলি ॥ কি করে জানলে ?

বেবি ॥ চৌকিদার বলছিল।

সুব্রত ॥ কাল রাত্রে বোধহয় বাঘ এসেছিল।

লিলি ॥ না।

সুব্রত ॥ কি করে বুঝলে ?

লিলি ॥ কাল সারারাত আমি ওপাশের বারান্দাতে বসে ছিলাম।

সুব্রত ॥ কাল !

লিলি ॥ বাঘ এলে তার গন্ধেতে ছাগলটা চেঁচাত।

বেবি ॥ না। ছাগলের গন্ধে বাঘ গর্জন করত।

সুব্রত ॥ একই কথা। কিন্তু—

লিলি ॥ কেন বসে ছিলাম?

সুব্রত ॥ কেন?

লিলি ॥ (হাল্‌কা ভাবে) ঘুম এল না।

সুব্রত ॥ আমিও কাল রাতে ভালো ঘুমোতে পারিনি।

বেবি ॥ তুমি?

সুব্রত ॥ অনেক রাত অবধি বসে বসে আড্ডা হচ্ছিল। এ্যাক্টর বেশ মজার লোক।

বেবি ॥ চৌকিদারের ঘরে ওকে শুতে পাঠানো ঠিক হয়নি।

সুব্রত ॥ আমি অনেক করে বললাম।

বেবি ॥ না।

সুব্রত ॥ বিশ্বাস করো, বর্মাও অনুরোধ করল।

লিলি ॥ বর্মা!

সুব্রত ॥ তুমি বললে হয়তো—

লিলি ॥ (চমকে) আমি?

* সুব্রত কথাটা কাকে বলল বোঝা গেল না। কারণ ও দুজনের দিকে আড়চোখে চেয়ে মুচকি হাসল *

বেবি ॥ আমি?

লিলি ॥ কাল মাত্র কয়েক ঘণ্টার পরিচয়।

বেবি ॥ কলেজে অবশ্য চিনতাম—কিন্তু—

সুব্রত ॥ যাকগে, কালকের কথা ছাড়। আজ কিন্তু—

লিলি ॥ আজ?

সুব্রত ॥ যাবার সময়ে বর্মা অনুরোধ করেছে—

বেবি ॥ বর্মা!

সুব্রত ॥ আমিও বললাম। সারাদিন যত খুশি ঘুরে ঘুরে সোনার খনির খোঁজ করুন—কিংবা গাড়ীটাকে চালু করবার চেষ্টা করুন, তিন দিন আমরা থাকব—রাত্রে কিন্তু আমাদের সঙ্গে—

লিলি ॥ চমৎকার কথা কইতে পারে।

বেবি ॥ অভিনয়ও চমৎকার।

সুব্রত ॥ বলছিল।

বেবি ॥ কি?

সুব্রত ॥ সময় পেলে অভিনয় দেখাবে, (একটু থেমে) মনো-এ্যাক্‌টিং—

* সংগ্রামের প্রবেশ *

সংগ্রাম ॥ (বলতে বলতে ঢুকছে) ছাগল জঙ্গলের এক গৃহপালিত পশু।

সুব্রত ॥ (অভ্যর্থনার ভঙ্গিতে) দেরী হল!

সংগ্রাম ॥ ছাগল জঙ্গলের এক গৃহপালিত পশু—এই বাক্যটাকে অনেকভাবে বলা যায়।

বেবি ॥ মানে?

সংগ্রাম ॥ জঙ্গলের ছাগল এক গৃহপালিত পশু।
এক গৃহপালিত পশু ছাগল জঙ্গলের।
গৃহপালিত পশু ছাগল জঙ্গলের এক।
পশু ছাগল জঙ্গলের এক গৃহপালিত।
পশু পালিত গৃহ এক জঙ্গলের ছাগল।
পালিত গৃহ এক জঙ্গলের ছাগল পশু।
এক জঙ্গলের ছাগল পশু পালিত গৃহ।
জঙ্গলের ছাগল পশু পালিত গৃহ এক।
ছাগল পশু পালিত গৃহ এক জঙ্গলের।
ছাগল এক পালিত জঙ্গলের গৃহ পশু।
এট্‌সেট্রা, এট্‌সেট্রা এট্‌সেট্রা।

বেবি ॥ (হেসে) এ্যাক্টর।

সংগ্রাম ॥ এ্যাক্টর!

সুব্রত ॥ (হেসে) এ্যাক্টর।

সংগ্রাম ॥ বর্মা সাহেব?

বেবি ॥ ফেরেনি।

লিলি ॥ স্পটে।

সংগ্রাম ॥ ছাগলটা পালিয়েছিল, ধরে এনেছি।

বেবি ॥ অবশ্য আর চেঁচায়নি।

সংগ্রাম ॥ বেঁধে রেখেছি। (লিলি উঠে বাঁদিকের ঘরে যাচ্ছিল) থাক।

লিলি ॥ (থেমে) কি?

সংগ্রাম ॥ ছাগলটাকে নিয়ে আসছি।

বেবি ॥ এ ঘরে!

সুব্রত ॥ বেবি সাজিয়েছে। এ ঘরে নিয়ে এলে সব খেয়ে ফেলবে।

সংগ্রাম ॥ (টেবিলের ওপর থেকে ছুরিটা নিয়ে ধার পরীক্ষা করে) হুঁ!

বেবি ॥ কি?

সংগ্রাম ॥ (হেসে) ছাগলটা কাটব।

লিলি ॥ (চমকে) ছাগল!

সংগ্রাম ॥ বর্মা সাহেব আসুন। তারপর—

বেবি ॥ মানে?

সংগ্রাম ॥ রাত্রে মাংসের চপ—

সুব্রত ॥ এ্যাক্টর!

সংগ্রাম ॥ আপনারা চারজন চারটে পা ধরবেন। আমি—

লিলি ॥ না।

সংগ্রাম ॥ খুব ধার ছুরিটায়। (একটা ডাল কেটে) চমৎকার কেটে যাচ্ছে।

বেবি ॥ (চীৎকার করে) না।

সুব্রত ॥ এ্যাক্টর সারাদিন পাহাড়ে ঘুরে ঘুরে সোনার খনির সন্ধান পেয়েছে।

লিলি ॥ কি করে জানলে?

সুব্রত ॥ এত খুশি!

সংগ্রাম ॥ সোনার খনির সন্ধান পেলে খুশি হতাম?

সুব্রত ॥ তা হলে?

সংগ্রাম ॥ (ক্লান্তভাবে একটা চেয়ারে বসে পড়ে) ও! একটু বসা যাক।

সুব্রত ॥ খুব ঘুরেছেন বোধহয়?

সংগ্রাম ॥ খুব।

* বর্মা ও চৌকিদারের প্রবেশ *

বর্মা ॥ স্পট্ রেডি।

সুব্রত ॥ কত দূর?

বর্মা ॥ চৌকিদার—

চৌকি ॥ রাস্তা আজ্ঞে আধমাইলটাক হবে। পাহাড়টা ঘুরে গেলে—

বর্মা ॥ মাইল খানেক।

সংগ্রাম ॥ ছাগলটা পালিয়েছিল।

চৌকি ॥ আজ্ঞে—

সংগ্রাম ॥ ধরে এনেছ?

চৌকি ॥ আজ্ঞে না, সন্ধ্যে হয়ে গেলে কোথাও যাবে না। ঠিক ওর ঘরে এসে পৌছে যাবে।

সংগ্রাম ॥ ক'টার সময় যাবে?

বর্মা ॥ চৌকিদার?

চৌকি ॥ আজ্ঞে আর একটু রাত হোক।

সংগ্রাম ॥ বাঘ, না হরিণ?

চৌকি ॥ আজ্ঞে বন-জঙ্গলের কথা। হলে পর ঝরনার ধারে জল খেতে বাঘও আসতে পারে, হরিণও আসতে পারে।

সুব্রত ॥ ক্যামোফ্লেজ?

বর্মা ॥ পারফেক্ট।

সুব্রত ॥ একটু চা হবে নাকি?

লিলি ॥ কেন হবে না –

* লিলি ডানদিকের ঘরে চলে গেল *

বেবি ॥ রাত্রের খাবার হয়ে গেছে।

সুব্রত ॥ আচ্ছা।

বেবি ॥ দুপুরে তুমি শুলে, আমি একলা বসে বসে—

সুব্রত ॥ বেবি ঘর সাজিয়েছে।

সংগ্রাম ॥ ও নাইস্!

বেবি ॥ রাত্রের খাবারটা করে রেখেছি।

বর্মা ॥ আমি খাব না। খেলে ঘুম পাবে।

সুব্রত ॥ চা খেলে ঘুম ছেড়ে যাবে।

বর্মা ॥ না, আর চা খাব না। চৌকিদার—

চৌকি ॥ আজ্ঞে!

বর্মা ॥ তুমি খেয়ে নাও।

চৌকি ॥ আজ্ঞে।

সুব্রত ॥ বেবি।

বেবি ॥ এস।

* বেবি ও চৌকিদার ডানদিকের ঘরে চলে গেল *

বর্মা ॥ বেবি শান্ত হয়ে গেছে।

সুব্রত ॥ অদ্ভুতভাবে।

সংগ্রাম ॥ শান্ত ?

বর্মা ॥ লিলি কিন্তু—

সুব্রত ॥ কি ?

বর্মা ॥ কাল রাত্রে—

সংগ্রাম ॥ শোয়নি।

সুব্রত ॥ কি করে জানলেন ?

সংগ্রাম ॥ অনুমান।

বর্মা ॥ ও।

সুব্রত ॥ তুমি ?

বর্মা ॥ বিছানায় শুলেই আমার ঘুম এসে যায়। তুমি ?

সুব্রত ॥ অনেক রাত অবধি জেগে জেগে পড়া আমার অভ্যেস।

বর্মা ॥ কাল রাত্রে ?

সংগ্রাম ॥ ভালো ঘুম হয়নি।

বর্মা ॥ কি করে জানলেন ?

সংগ্রাম ॥ অনুমান।

বর্মা ॥ আমি দুঃখিত।

সংগ্রাম ॥ কেন ?

সুব্রত ॥ চৌকিদারের ঘরে—

সংগ্রাম ॥ কিছু অসুবিধে হয়নি।

বর্মা ॥ কিন্তু—

সংগ্রাম ॥ (হঠাৎ প্রসঙ্গে বদলে) বলেছিলেন গল্প শুনবেন। শুনুন—

বর্মা ॥ গল্প ?

সংগ্রাম ॥ একবার এক ভদ্রলোক স্থির করলেন অন্ধকারে থাকবেন।

বর্মা ॥ অন্ধকারে ?

সংগ্রাম ॥ একটা পাহাড়ের গুহা খুঁজে বার করে তার ভেতরে গিয়ে রইলেন।

সুব্রত ॥ এ্যাবসার্ড !

সংগ্রাম ॥ অনেক দিন রইলেন—অনুভূতি—

বর্মা ॥ সেখানে খাওয়া-দাওয়া ?

সংগ্রাম ॥ উপোস—ভোজ—প্রেজার—

সুব্রত ॥ বাজে।

* সুব্রত উঠে পড়ল। লিলি চা নিয়ে এসে সুব্রতকে দিল। সুব্রত চা খেতে লাগল *

বর্মা ॥ আজ কতদূর গেলেন ?

সংগ্রাম ॥ অনেকটা।

সুব্রত ॥ গাড়ী ?

সংগ্রাম ॥ সেখানেই রয়েছে।

সুব্রত ॥ ও।

বর্মা ॥ কাল ফের—

সংগ্রাম ॥ আর একটা পাহাড়।

লিলি ॥ চিনি ?

সুব্রত ॥ না।

* বেবির প্রবেশ *

বেবি ॥ চৌকিদার খেয়ে নিয়েছে।

* কথাবার্তা সেইরকম চলতে লাগল *

সুব্রত ॥ সোনার খনি পেয়ে গেলে কি করবেন ?

সংগ্রাম ॥ (হেসে) সব সোনার খনি সরকারের—

বর্মা ॥ স্ট্রেন্‌জ—তাহলে লাভ ?

সংগ্রাম ॥ এত ঘোরা—এত কষ্ট করা—

সুব্রত ॥ হ্যাঁ, তাই তো। কিন্তু কেন ?

সংগ্রাম ॥ কলেজে অভিনয়ের দিকে খুব ঝুঁকেছিলাম। পরে ভেবে দেখলাম ও লাইনে নাম হবে না। যদি অদ্ভুত কিছু করা যায়—

বর্মা ॥ সোনার খনি!

সংগ্রাম ॥ খুব নাম হবে।

বর্মা ॥ আর অভিনয় করেন না?

সুব্রত ॥ কাল তো বলছিলেন মনো-এ্যাক্‌টিং করবেন।

সংগ্রাম ॥ এখানে কি সুবিধে হবে?

বর্মা ॥ স্টেজ নেই, তাই?

সংগ্রাম ॥ লাইফ ইজ এ স্টেজ—কিন্তু—

বর্মা ॥ সময় কাটাতে হবে তো।

সুব্রত ॥ আমার জীবনটাই একটা স্টেজ।

লিলি ॥ ক্লাসে স্টেজে দাঁড়িয়ে ছেলেদের পড়াও।

বেবি ॥ স্টেজ নয়, প্ল্যাটফর্ম্।

সংগ্রাম ॥ প্ল্যাটফর্মে দাঁড়িয়ে পলিটিসিয়ানরা বক্তৃতা দেয়।

সুব্রত ॥ বাবার ইচ্ছে ছিল আমি পলিটিক্স্ করি।

বেবি ॥ ফেল মারতে।

সুব্রত ॥ তুমি কি করে জানলে?

লিলি ॥ পলিটিক্স্ করলে না কেন?

সুব্রত ॥ ভাবলাম, একটু পড়াশোনা করে সলিড্ হয়ে নিই।

বর্মা ॥ (হেসে) পলিটিক্স্-এর ফিলজফি।

সুব্রত ॥ ফিলজফি সহজ।

লিলি ॥ পলিটিক্স্ করলে খুব ঘুরতে হয়।

বর্মা ॥ মানুষ যত মরবে তত টাকা পাবে।

সংগ্রাম ॥ আমি ঘুরছি, হয়তো সোনার খনি পেয়ে যেতেও পারি। কিন্তু সব খনি সরকারের।

বেবি ॥ নাম হবে।

বর্মা ॥ ছোটবেলায় আমি পড়াশোনায় বেশ ভালো ছিলাম।

সুব্রত ॥ বর্মা!

বর্মা ॥ ভালো ছাত্র ছিলাম না? তোমার তবে ঠিক মনে নেই। ফার্স্ট হতাম না?

সুব্রত ॥ ফার্স্ট!

বর্মা ॥ ভালো খেলতাম।

সংগ্রাম ॥ ফুটবল?

বর্মা ॥ সব। ভালো স্পোর্টস্‌ম্যান্।

লিলি ॥ স্পোর্টস্‌ম্যানেরা এত ঘুমোয় না—উপোস দেয় না।

বর্মা ॥ রাত্রে জাগতে হবে বলে খাচ্ছি না।

সংগ্রাম ॥ আজ সারা দিন ধরে ঘুরেছি।

বর্মা ॥ আমাদের অনুরোধ রক্ষা করে যে ফিরে এসেছেন তার জন্য—

সংগ্রাম ॥ কৃতজ্ঞ।

সুব্রত ॥ খুশি।

সংগ্রাম ॥ ভেবেছিলাম আসব না।

লিলি ॥ কেন?

সংগ্রাম ॥ এত অল্প পরিচয়ে এভাবে—

বর্মা ॥ কাল অবশ্য পরিচয় ছিল না। আজ কিন্তু সবাই পরস্পরের পরিচিত।

সংগ্রাম ॥ বন্ধু।

বর্মা ॥ শিওর, বন্ধু।

সংগ্রাম ॥ কতক্ষণ বসে আড্ডা চলবে?

বর্মা ॥ মানে?

সুব্রত ॥ খিদে পায়নি? খাবেন এখন?

সংগ্রাম ॥ সারাদিন ঘুরেছি।

সুব্রত ॥ আমিও—

বেবি ॥ চা খেলে কেন?

সংগ্রাম ॥ আমিও খাইনি।

বর্মা ॥ (উঠে পড়ে) লিলি!

লিলি ॥ এখনই—

বর্মা ॥ (বাঁদিকের ঘরে যেতে যেতে) তুমি খেয়ে নাও, আমি পোশাকটা—

* বর্মা চলে গেল *

লিলি ॥ তাহলে আমি—

* ডানদিকের ঘরে চলে গেল *

সংগ্রাম ॥ আমি এখানে আর অতিথি নই।

সুব্রত ॥ (হেসে) হ্যাঁ, বর্মা তো বলল বন্ধু।

সংগ্রাম ॥ বন্ধু—সাহায্য করব।

* সংগ্রাম ডানদিকের ঘরে চলে গেল *

সুব্রত ॥ তুমি শিকারে যাবে?

বেবি ॥ না। দুপুরে শুইনি।

সুব্রত ॥ তার মানে আমি শুয়েছি বলে—(বেবি খাবার টেবিল সাজাতে আরম্ভ করল)

বেবি ॥ মিথ্যে কথা বললে।

সুব্রত ॥ কখন?

বেবি ॥ পলিটিক্স্।

সুব্রত ॥ না, সত্যি?

বেবি ॥ না, মিথ্যে। তোমার বাবা কোনদিন চাননি যে, তুমি পলিটিক্স্ করবে।

সুব্রত ॥ বর্মা তো বলল সে ক্লাসে ফার্স্ট হত।

বেবি ॥ স্ট্রেন্‌জ্‌ !

সুব্রত ॥ এ্যাবসার্ড। ও ফেল্‌ করেছিল।

বেবি ॥ ও স্পোর্টস্‌ম্যান্‌ ছিল।

সুব্রত ॥ আমিও ভালো খেলতাম।

বেবি ॥ না।

সুব্রত ॥ তুমি কি করে জানলে ?

বেবি ॥ বুক্‌-ওয়ার্ম্‌।

সুব্রত ॥ বেবি !

বেবি ॥ গ্রন্থকীট !

সুব্রত ॥ বেবি !

বেবি ॥ পড়ার ঘরের দরজা বন্ধ করে বুক্‌ওয়ার্ম্‌—ছেলেবেলায়।

সুব্রত ॥ আজ—আজও—(সুব্রত বেবির কাছে গিয়ে আবেগে দুহাত দিয়ে ওকে বুকের কাছে টেনে নিয়ে ফিসফিস করে বলল) বেবি—বেবি—

বেবি ॥ (নিজেকে ছাড়াবার চেষ্টা করে) ও ঘরে—

সুব্রত ॥ (না ছেড়ে) বলো বুক্‌ওয়ার্ম্‌ ?

বেবি ॥ (অস্ফুটকণ্ঠে) ও ঘরে বর্মা, লিলি, এ্যাক্টর—

সুব্রত ॥ কাল রাত্রে শুতে পারিনি !

বেবি ॥ ছাড়।

সুব্রত ॥ বলো বুক্‌ওয়ার্ম্‌ ?

বেবি ॥ (সুব্রতর মুখের দিকে কিছুক্ষণ একদৃষ্টে তাকিয়ে থেকে) হ্যাঁ।

সুব্রত ॥ (দৃঢ়কণ্ঠে) না।

বর্মা ॥ (বাঁ দিকের ঘরের ভেতর থেকে) সুব্রত, বেল্‌ট্‌টা—(যেন ইলেক্‌ট্রিক শক খেয়ে সুব্রত বেবিকে ছেড়ে দিল। তারপর বাঁদিকের দরজার দিকে এগিয়ে গেল)

সুব্রত ॥ বেল্টটা—

বেবি ॥ কোমরে বোধহয় বেল্টটা এঁটে দিতে হবে।

বর্মা ॥ (ঘরের ভেতর থেকে) সুব্রত—

* সুব্রত বাঁদিকের ঘরে ঢুকে গেল। বেবি ফের টেবিল সাজাতে সুরু করল। প্লেটে চপ ও অন্যান্য খাবার নিয়ে প্রবেশ করল সংগ্রাম *

সংগ্রাম ॥ (প্লেট রাখতে রাখতে) ভাল হয়েছে। (বেবিকে অবাক হয়ে তাকাতে দেখে) চোখে দেখেছি।

বেবি ॥ লিলি ?

সংগ্রাম ॥ রুটি সেঁকছে।

বেবি ॥ কথাবার্তা হল ?

সংগ্রাম ॥ না।

* বেবি নীরবে সিন্দুক থেকে প্লেট প্রভৃতি বার করে টেবিলে সাজাতে লাগল *

সংগ্রাম ॥ কারণ জান ?

বেবি ॥ কি ?

সংগ্রাম ॥ আমি নিরাপদ নই।

বেবি ॥ মানে ?

সংগ্রাম ॥ আমি একা—বর্মা সন্দেহ করবে !

বেবি ॥ আর সুব্রত আমাকে ?

সংগ্রাম ॥ না।

বেবি ॥ সুব্রত জানে, তুমি আমাকে জান।

* ঘরে দীর্ঘ নীরবতা *

বেবি ॥ সত্যি সত্যি সোনার খনির প্রসপেক্‌টিং করছ ?

সংগ্রাম ॥ কাল তো জিগ্যেস করেছিলে।

বেবি ॥ আমার বিশ্বাস হয়নি।

সংগ্রাম ॥ তুমি আর একবার আমার সঙ্গে এই ডাকবাংলোয় এসেছিলে।

বেবি ॥ (আর্তকণ্ঠে) সংগ্রাম !

সংগ্রাম ॥ অভিনয় !

বেবি ॥ শিকারে যাবে ?

সংগ্রাম ॥ না।

বেবি ॥ সারাদিন খুব ঘুরেছ !

সংগ্রাম ॥ ক্লান্ত।

বেবি ॥ খেয়ে নিয়ে শুয়ে পড়বে ?

সংগ্রাম ॥ আর কি করব ?

বেবি ॥ চৌকিদারের ঘরে ?

* লিলি প্লেটে করে রুটি নিয়ে এল *

লিলি ॥ সব গরম করে এনেছি।

সংগ্রাম ॥ (চীৎকার করে) বর্মা সাহেব !

বর্মা ॥ (ভেতর থেকে) পোশাক পরছি।

সংগ্রাম ॥ প্রফেসার !

সুব্রত ॥ (ভেতর থেকে) সাহায্য করছি।

বেবি ॥ (চীৎকার করে) রুটি ঠাণ্ডা হয়ে যাবে।

সংগ্রাম ॥ (চীৎকার করে) ঠাণ্ডা নয়। (বেবির দিকে তাকিয়ে) খিদে পেয়ে গেছে।

বেবি ॥ মিথ্যে কথা।

সংগ্রাম ॥ মিথ্যে ?

বেবি ॥ মিথ্যে নয় !

লিলি ॥ হ্যাঁ।

* সুব্রতর প্রবেশ *

সুব্রত ॥ ব্যস। বর্মা তো খাবে না।

* সবাই বসল *

সংগ্রাম ॥ চপ ভালো হয়েছে।

সুব্রত ॥ কি করে জানলেন?

সংগ্রাম ॥ আগেই চেখে নিয়েছি।

* সুব্রত হো-হো করে হেসে খেতে আরম্ভ করল *

লিলি ॥ কেমন?

সুব্রত ॥ ভালো হয়েছে।

লিলি ॥ বেবি -কম্‌প্লিমেণ্ট্‌!

সুব্রত ॥ দুপুর বেলায় আমি তো শুয়ে পড়লাম। বেবি বসে—

লিলি ॥ আমিও শুয়ে পড়েছিলাম।

সংগ্রাম ॥ দুপুরবেলায় আমি ঐ পাহাড়টায় গ্রাফ্‌ চালাচ্ছিলাম।

লিলি ॥ গ্রাফ্‌!

সংগ্রাম ॥ গোল্ড্‌ ডিটেক্‌টর।

* শিকারের পোশাক পরে বর্মার প্রবেশ *

বর্মা ॥ দেখ তো, পোশাকটা কিরকম হল?

সংগ্রাম ॥ শিকারের পোশাক!

বর্মা ॥ ॥ বেল্ট্‌টা টাইট্‌—

লিলি ॥ নতুন বেল্ট্‌।

সংগ্রাম ॥ (উঠে বেল্ট্‌টা দেখে) ফিট করেছে।

সুব্রত ॥ আমি ফিট্‌ করে দিয়েছি।

বেবি ॥ স্পোর্টস্‌ম্যান।

সংগ্রাম ॥ (হেসে) আচ্ছা।

সুব্রত ॥ বললাম, বেল্‌টটা আমি ফিট্ করে দিয়েছি।

বর্মা ॥ আমি পারলাম না।

সুব্রত ॥ আমি পারলাম।

বর্মা ॥ ওর জন্ত জোর দরকার।

সুব্রত ॥ জোর নয় ভাই—কৌশল।

বর্মা ॥ বাঘ শিকারের জন্ত কৌশল দরকার।

সংগ্রাম ॥ কৌশল, না একাগ্রতা?

বেবি ॥ একাগ্রতা, না সাহস?

লিলি ॥ সাহস, না লক্ষ্য?

বর্মা ॥ না, কৌশল।

বেবি ॥ (সুব্রতকে) তুমি ভালো শিকার করতে পারবে।

সুব্রত ॥ (চমকে) আমি?

সংগ্রাম ॥ চেষ্টা করলে কিছু অসাধ্য নয়।

বেবি ॥ শিকার অভিনয় নয়।

সংগ্রাম ॥ অভিনয় ছেড়ে দিয়েছি।

সুব্রত ॥ বললেন অভিনয় দেখাবেন!

সংগ্রাম ॥ এখানে?

সুব্রত ॥ খাওয়া-দাওয়ার পর।

বর্মা ॥ আজ নয়, কাল।

সংগ্রাম ॥ কালও এখানে থাকবেন?

বেবি ॥ সোনার খনি হারিয়ে যাবে না?

বর্মা ॥ আজ শিকার সারি।

সংগ্রাম ॥ কাল আমার সঙ্গে যাবেন?

সুব্রত ॥ কোথায় ?

সংগ্রাম ॥ সোনার খনির খোঁজে।

বর্মা ॥ মন্দ হবে না।

* বেবির খাওয়া শেষ। ও প্লেটটা তুলে নিল *

বেবি ॥ মন্দ হয় না।

সুব্রত ॥ না, কাল সারাদিন বসে বসে গল্প করা যাবে।

বর্মা ॥ এত কি গল্প করবে ?

সুব্রত ॥ অভিনয় দেখা যাবে।

সংগ্রাম ॥ আমার অভিনয় ?

বেবি ॥ সারা দিন—

সুব্রত ॥ রাত্রেও।

বেবি ॥ আজ—

সংগ্রাম ॥ শিকার।

লিলি ॥ রাত্রে যদি বাঘ না পাওয়া যায় ?

সংগ্রাম ॥ হরিণ মিলে যেতে পারে।

বর্মা ॥ চৌকিদার বলছিল ওদিকে হরিণও আসে।

লিলি ॥ হরিণ পেলে কাল মাংস আমি রাঁধব।

সুব্রত ॥ হরিণের মাংস পাঁঠার মত নয়।

লিলি ॥ ঠিকমত রাঁধতে পারলে যে কোন মাংসই ভালো।

* সুব্রত উঠে নিজের প্লেটের ওজন দেখে *

সুব্রত ॥ হেভি।

বর্মা ॥ (সুব্রতর পাশে এসে প্লেট দেখে) হেভি।

লিলি ॥ বেশি খেলে ঘুম এসে যাবে।

বর্মা ॥ আমার পাশে বসলে আমি উঠিয়ে দেব।

সংগ্রাম ॥ ফের শুয়ে পড়তে পারেন।

সুব্রত ॥ অসম্ভব নয়।

লিলি ॥ সারা দুপুরটা তো ঘুমিয়েছ।

সুব্রত ॥ তা বলে রাত্রে আর শোবো না।

* সবাই খেতে লাগল। লিলি ও বেবি প্লেট ইত্যাদি নিয়ে পাশের ঘরে রাখবার জন্য চলে গেল *

সংগ্রাম ॥ খাওয়াটা চমৎকার হল।

বর্মা ॥ বেবি ভালো রাঁধে।

সুব্রত ॥ না খেয়ে সার্টিফিকেট!

বর্মা ॥ আগে তো খেয়েছি।

সুব্রত ॥ লিলিও ভালো রাঁধে।

সংগ্রাম ॥ মেয়েরা সাধারণত ভালোই রাঁধেন।

বর্মা ॥ সকলে নয়, কেউ কেউ।

সংগ্রাম ॥ যাঁরা ভালো রাঁধেন তাঁদের স্বামীরা ভাগ্যবান।

সুব্রত ॥ স্বামী!

সংগ্রাম ॥ স্বামী।

বর্মা ॥ আপনার স্ত্রী ভালো রাঁধেন না?

সংগ্রাম ॥ আমার স্ত্রী নেই।

বর্মা ॥ তার মানে এ পর্যন্ত বিয়ে—

* ঠিক এই সময়ে ভেতরে এল বেবি *

সংগ্রাম ॥ (বেবির দিকে তাকিয়ে) না।

সুব্রত ॥ ও।

বর্মা ॥ (হেসে) বয়সটা বেড়ে গেল।

সংগ্রাম ॥ সোনার খনি খুঁজছি।

বর্মা ॥ সোনার খনি খুঁজলে বউ মিলবে না।

সুব্রত ॥ (হেসে) এ্যাক্টর—

* লিলির প্রবেশ *

সংগ্রাম ॥ (লিলির দিকে তাকিয়ে) সবাই এ্যাক্টার।

সুব্রত ॥ থিওরি—

সংগ্রাম ॥ আপনি এ্যাক্টর নন ?

সুব্রত ॥ এ্যাবসার্ড !

সংগ্রাম ॥ আপনি ?

বর্মা ॥ এ্যাক্টিং এবং আমি ! হেভ্‌ন্‌স্ —

সংগ্রাম ॥ আপনি ?

বেবি ॥ আমি ?— না — হ্যাঁ — দেখেছি ; অনেক এ্যাক্টিং দেখেছি।

সংগ্রাম ॥ (লিলিকে) আপনি ?

লিলি ॥ (তাচ্ছিল্য দেখিয়ে) এ্যা-ক্‌-টি-ং।

সংগ্রাম ॥ না বোধ হয় ?

লিলি ॥ না।

সংগ্রাম ॥ কেউ না ?

বর্মা ॥ না, কেউ না।

সুব্রত ॥ একজন ছাড়া।

সংগ্রাম ॥ আমি ?

বেবি ॥ হ্যাঁ।

* চৌকিদার ভেতরে প্রবেশ করল। সবাই তার দিকে এমনভাবে তাকালো যেন এসময়ে তার আসাটা অবাঞ্ছিত *

লিলি ॥ কি ?

চৌকি ॥ আজ্ঞে—রুটি খাবে—ছাগলটা—যত দেবেন আজ্ঞে তত খাবে —আরো দিলে আরো খাবে—যদি কিছু বেঁচে থাকে—

সুব্রত ॥ বেঁচেছে ?

বেবি ॥ দিচ্ছি।

* বেবি ডানদিকের ঘরে চলে গেল *

বর্মা ॥ কখন যাবে ?

চৌকি ॥ আজ্ঞে রাত তো বেশি হয়নি। এখন গেলে অন্ধকারে বসে থাকাই সার হবে। আপনি এর মধ্যেই আজ্ঞে এসব পোশাক পরে ফেললেন—

* বেবি ফিরে এসে কয়েকটা রুটি চৌকিদারকে এগিয়ে দিল *

আর একটু রাত হলে আমি আসব।

* চৌকিদার চলে গেল *

বর্মা ॥ (একটু অস্থিরভাবে) অযথা—

সুব্রত ॥ কি ?

বর্মা ॥ (বসে পড়ে) সময় কাটাতে হবে।

লিলি ॥ (সহানুভূতি দেখিয়ে) বোরিং।

বর্মা ॥ বোরিং—

সংগ্রাম ॥ গল্প শুনবেন ?

সুব্রত ॥ না, এ্যাক্‌টিং।

বর্মা ॥ ইণ্টারেস্টিং গল্প ?

সংগ্রাম ॥ ইণ্টারেস্টিং।

বর্মা ॥ তাহলে নিশ্চয় ট্রু স্টোরি !

বেবি ॥ শিকারের গল্প ?

সংগ্রাম ॥ না, ট্রু স্টোরি।

বর্মা ॥ শিকারের গল্পও ট্রু স্টোরি।

সংগ্রাম ॥ অন্য গল্পও ট্রু স্টোরি হতে পারে।

সুব্রত ॥ গল্প আর এ্যাক্টিং।

বর্মা ॥ না, গল্প।

* সংগ্রাম উঠে পড়ে গল্প বলবার ভঙ্গিতে আরম্ভ করল *

সংগ্রাম ॥ একবার এক ভদ্রলোক ঠিক করলেন—

সুব্রত ॥ অন্ধকারে—

বর্মা ॥ একটা পাহাড়ের গুহা বাছল।

সংগ্রাম ॥ না, একটা ডাকবাংলো।

লিলি ॥ (চমকে উঠে) ডাকবাংলো !

সংগ্রাম ॥ পাহাড় আর জঙ্গলের ভেতর একটা ডাকবাংলো।

বর্মা ॥ চমৎকার।

সুব্রত ॥ রিয়্যালি—

সংগ্রাম ॥ ডাকবাংলোয় এসে দেখল—

* সংগ্রাম লিলির দিকে তাকিয়ে হঠাৎ থেমে গেল *

লিলি ॥ কি ?

সংগ্রাম ॥ বলুন তো কি দেখল ?

সুব্রত ॥ না, আমি ভাবতে পারছি না।

সংগ্রাম ॥ আপনি ?

বর্মা ॥ বাঘ।

সংগ্রাম ॥ না।

বেবি ॥ হরিণ।

সংগ্রাম ॥ না।

লিলি ॥ ছাগল। (সবাই হাসল)

সংগ্রাম ॥ না। একজন ভদ্রমহিলা।

* হঠাৎ সবাই গম্ভীর হয়ে গেল

বর্মা ॥ }
সুব্রত ॥ } ভদ্রমহিলা!

সংগ্রাম ॥ একলা।

সুব্রত ॥ পিকনিক করতে—

সংগ্রাম ॥ পিকনিক করতে একলা আসে না।

বর্মা ॥ নিশ্চয় কোন ফরেস্ট অফিসার।

বেবি ॥ ফরেস্ট অফিসার?

বর্মা ॥ স্বামীর সঙ্গে ট্যুরে এসেছে হয়তো।

সংগ্রাম ॥ জিগ্যেস করিনি।

সুব্রত ॥ তারপর কি হল?

সংগ্রাম ॥ একলা বাইরের বারান্দায় বসে ছিল।

বর্মা ॥ আকাশের দিকে তাকিয়ে তারা গুনছিল।

লিলি ॥ তারা!

সংগ্রাম ॥ না।

সুব্রত ॥ তাহলে রাত্রে নয়।

সংগ্রাম ॥ দুপুর বেলায়।

সুব্রত ॥ ডাকবাংলোর কম্পাউণ্ডের গাছ গুনছিল।

বেবি ॥ না, পাহাড়ের চুড়ো—

সংগ্রাম ॥ কেউ বলতে পারলেন না।

লিলি ॥ তা হলে?

সংগ্রাম ॥ (সকলকে পেছনে রেখে দাঁড়াল) বসে বসে নিজের আঙ্গুল চুষছিল।

সুব্রত ॥ ফানি!

সংগ্রাম ॥ (ঘুরে দাঁড়িয়ে) নিজের আঙ্গুল।

বর্মা ॥ নিজের আঙ্গুল—(নিজের আঙ্গুল চুষে দেখল)

সংগ্রাম ॥ আমি ভাবলাম বুঝি কেটে গেছে।

বেবি ॥ কাটা আঙ্গুল?

সংগ্রাম ॥ না।

সুব্রত ॥ স্ট্রেনজ্!

বর্মা ॥ (সেইভাবে আঙ্গুল চুষে) কিছু জানতে পেরেছিলেন?

সংগ্রাম ॥ নিজের আঙ্গুল নিজে চুষলে কি আর জানা যাবে?

সুব্রত ॥ (আগ্রহ সহকারে) তারপর?

সংগ্রাম ॥ (ভাবালু কণ্ঠে) তারপর হঠাৎ সেই নারী আমার আঙ্গুল—

* বর্মা মুখ থেকে নিজের আঙ্গুল বার করে লিলির মুখের সামনে ধরল *

বর্মা ॥ দেখি—

লিলি ॥ ইস—

সুব্রত ॥ বেবি—

বেবি ॥ ছি—

* সংগ্রাম হাসছিল *

সুব্রত ॥ প্লীজ—

সংগ্রাম ॥ আমি চমকে উঠলাম। একটা শিহরণ—

সুব্রত ॥ প্লীজ—

* সেই সময় বেবি সুব্রতর কাছ থেকে সরে যাচ্ছিল। সুব্রত বেবির পিছু

পিছু এসে ওর হাতটা ধরে বেবির আঙ্গুল চুষতে লাগল। বেবি এই অস্বাভাবিক ঘটনায় দেহের কাঁপন সহ্য করতে না পেরে *

বেবি ॥ উঃ—উঃ—

* বেবি ছটফটিয়ে ডানদিকের ঘরে ঢুকে গেল *

বর্ষা ॥ লিলি !

লিলি ॥ (বিরক্ত) না –

* বেরিয়ে গেল *

বর্ষা ॥ সেন্‌সেশান্‌ ?

সংগ্রাম ॥ তারপর—

বর্ষা ॥ তার আঙ্গুল ?

সংগ্রাম ॥ হ্যাঁ।

সুব্রত ॥ দুজনে—দুজনের—

সংগ্রাম ॥ একসঙ্গে—নতুন একটা অনুভূতি—

সুব্রত ॥ নাকি !

বর্ষা ॥ সুব্রত !

সুব্রত ॥ স্বামী ছিল না—মেয়েটা নিশ্চয় সেক্সি—

বর্ষা ॥ বিশ্বাস হয় না।

সংগ্রাম ॥ সত্যি।

সুব্রত ॥ বললাম তো নাকি—

সংগ্রাম ॥ না।

সুব্রত ॥ তারপর কি হল ?

সংগ্রাম ॥ চলে গেলাম।

সুব্রত ॥ ভীতু, কাওয়ার্ড—

সংগ্রাম ॥ উপায় ছিল না।

সুব্রত ॥ কাওয়ার্ড—

সংগ্রাম ॥ আমি এ্যাক্টর।

* বেবি প্রবেশ করল *

বেবি ॥ গল্প শেষ হয়েছে ?

সংগ্রাম ॥ না।

বর্মা ॥ এ গল্প থাক।

সংগ্রাম ॥ থাক।

সুব্রত ॥ কেন ?

সংগ্রাম ॥ ভালো লাগছে না।

বেবি ॥ (চলে যেতে যেতে দাঁড়িয়ে পড়ে) কুৎসিত গল্প।

সংগ্রাম ॥ বন্ধ করলাম।

সুব্রত ॥ আরম্ভ করেছিলেন কেন ?

সংগ্রাম ॥ শুনতে চাইলেন ট্রু স্টোরি।

বর্মা ॥ ট্রু স্টোরি ইন্টারেস্টিং।

সুব্রত ॥ এটাও ট্রু স্টোরি—ইন্টারেস্টিং—

বেবি ॥ (সুব্রতর কাছে এসে কঠোর কণ্ঠে) সুব্রত—

সুব্রত ॥ (বেবির ডাকে মনোযোগ না দিয়ে) ইন্টারেস্টিং—দুজনে দুজনের আঙুল—

* ঠিক এই সময়ে ছাগলটা ডাকল। ভেতরে এল লিলি *

লিলি ॥ ছাগলটা আবার ডাকছে।

সংগ্রাম ॥ পেটুক।

বর্মা ॥ আর কিছু রুটি দিলে—

* চৌকিদার প্রবেশ করল। হাতে একটা টাঙ্গি *

চৌকি ॥ ছাগলটা ডাকছে হুজুর।

বেবি ॥ (বিরক্ত) হ্যাঁ, তাতে—

চৌকি ॥ আজ্ঞে একটু কান দিন—

* সবাই উৎকর্ণ হল। গাছের পাখিগুলো শব্দ করে উঠল। বাঁদরগুলো লাফালাফি করছে *

সুব্রত ॥ হ্যাঁ, তাতে—

চৌকি ॥ ওদের ডাক শুনে ছাগলটা ডাকছে। খাবার জন্য নয়, ভয় পেয়ে আজ্ঞে—

চৌকি ॥ জানোয়ার আসছে হুজুর—এখনই এসে পড়বে।

বর্মা । লিলি, বন্দুক—

* লিলি বাঁদিকের ঘরে ঢুকল। বর্মা সুব্রতকে লক্ষ্য করে *

ওঠ।

সুব্রত ॥ হেভি, ভালো লাগছে না।

বর্মা ॥ যাবে না?

সুব্রত ॥ এ্যাক্টর?

সংগ্রাম ॥ ক্লান্ত পাতুটো আটকে যাচ্ছে।

সুব্রত ॥ আমারও হেভি—

বর্মা ॥ কিন্তু—

সুব্রত ॥ তাহলে সকলে যাবে।

বর্মা ॥ সকলে—

সুব্রত ॥ সকলে।

বর্মা ॥ চৌকিদার, সকলের জায়গা হবে ?

চৌকি ॥ আজ্ঞে আপনি তো বললেন সেখানে তিনজন বসবেন—

বর্মা ॥ তিনজন—

সুব্রত ॥ চারজন ধরে যাবে। কি বল ?

বর্মা ॥ ছোট জায়গায় ক্যামোফ্লেজ হয়েছে।

সংগ্রাম ॥ বেঁচে গেলাম।

* লিলি বন্দুক নিয়ে বেরিয়ে এল।
বর্মা বন্দুক নিল *

সুব্রত ॥ না, আমি বেঁচে গেলাম।

লিলি ॥ (আগ্রহান্বিত) কি হল ?

সুব্রত ॥ ওখানে মোটে তিনজনের জায়গা হবে।

বর্মা ॥ একজনকে থেকে যেতে হবে।

সংগ্রাম ॥ আমি ক্লান্ত। (সুব্রতকে) আপনি যান।

* ফের ছাগল ডাকল *

চৌকি ॥ আজ্ঞে!

বর্মা ॥ হ্যাঁ—

বেবি ॥ বেশ মজা—কে যাবে ?

বর্মা ॥ শীগগির—

সুব্রত ॥ (অনিচ্ছা প্রকাশ করে) আমি—

সংগ্রাম ॥ সত্যি আমি ক্লান্ত।

সুব্রত ॥ অভিনয়—

সংগ্রাম ॥ না, ক্লান্ত।

বেবি ॥ স্টেলমেট্!

* বর্মা হঠাৎ পকেট থেকে একটা মুদ্রা
বার করে দু-আঙুলের ওপর ধরল *

বর্মা ॥ টস্।

সুব্রত ॥ টস্?

বর্মা ॥ যার পড়বে—

সংগ্রাম ॥ লাক্।

বর্মা ॥ সুব্রত?

সুব্রত ॥ আমার হেড।

সংগ্রাম ॥ আমার টেল্।

* বর্মা টস্ করল। সুব্রত, সংগ্রাম ও চৌকিদার ছাড়া সবাই ঝুঁকে পড়ে দেখল। তারপর একসঙ্গে চেঁচিয়ে উঠল *

বর্মা
বেবি
লিলি } ॥ হেড।

সুব্রত ॥ ওঃ!

বর্মা ॥ (সুব্রতকে) জলদি—

সংগ্রাম ॥ বেঁচে গেলাম।

সুব্রত ॥ (ঈর্ষিত) কি?

সংগ্রাম ॥ বাঘ—

বর্মা ॥ (বন্দুকটা সুব্রতকে বাড়িয়ে দিল) নিশ্চয়ই বাঘ।

বেবি ॥ বাঘ নয়, হরিণ মারবেন।

বর্মা ॥ হরিণ!

লিলি ॥ কাল আমি মাংস রাঁধব।

বর্মা ॥ টর্চ্—

লিলি ॥ ওঃ!

* লিলি টর্চ আনতে বাঁদিকের ঘরে ঢুকে গেল *

সংগ্রাম ॥ চৌকিদার, তোমার ঘর—

চৌকি ॥ আজ্ঞে বাইরে থেকে শেকল তুলে দিয়েছি।

সংগ্রাম ॥ আচ্ছা।

চৌকি ॥ ঘর ঝেড়ে দিয়েছি—কালকের মত খাটের ওপর আপনি—

সংগ্রাম ॥ ঠিক আছে। (চলে যাচ্ছিল)

সুব্রত ॥ শিকার যদি না মেলে—

বর্মা ॥ ফের কাল যাব।

সংগ্রাম ॥ (থেমে পড়ে) কাল আমি যাব।

সুব্রত ॥ আমিও যেতে পারি—

* লিলি টর্চ এনে বর্মাকে দিল *

বর্মা ॥ চৌকিদার, তুমি আগে চল।

সংগ্রাম ॥ গুড্ লাক্।

বেবি ॥ (শুভেচ্ছা জানিয়ে) বাঘ মারবেন।

লিলি ॥ হরিণ—

সংগ্রাম ॥ গুড্ লাক্—

বর্মা, সুব্রত ॥ গুড্ লাক্—

* বর্মা, সুব্রত ও চৌকিদার পেছনের দরজা দিয়ে বেরিয়ে গেল। কিছুটা সময় চুপচাপ। সংগ্রাম জানলা দিয়ে ওদের দেখল। তারপর ভেতরের দিকে মুখ ফেরাল *

সংগ্রাম ॥ কেউ আপত্তি করল না—

বেবি ॥ কি ?

সংগ্রাম ॥ আমি একলা এখানে রইলাম—

বেবি ॥ ন্যাস্টি—

* কিছু সময় চুপচাপ *

লিলি ॥ আর কখনও সুব্রত শিকারে গেছে ?

বেবি ॥ না।

লিলি ॥ শিকারে বসে থাকাটা বড্ড কষ্ট।

সংগ্রাম ॥ শিকার পেলে কষ্ট ভুলে যাবে।

বেবি ॥ সুব্রত সারা দুপুর ঘুমিয়েছিল।

লিলি ॥ বিশ্রামের পক্ষে জায়গাটা ভালো।

* সংগ্রাম হঠাৎ বাক্সের ওপর থেকে আনাজ-কাটা ছুরিটা তুলে নিল *

সংগ্রাম ॥ ছুরিটা ফেলে গেল।

লিলি ॥ ছুরি বেল্টে লাগানো আছে।

বেবি ॥ এটা আনাজ-কাটা ছুরি।

লিলি ॥ এটা দিয়ে এইসব ডাল কেটেছ ?

বেবি ॥ হ্যাঁ।

সংগ্রাম ॥ বেশ ধার।

* ধার পরীক্ষা করবার জন্য ফলার ওপর আঙুল চালাচ্ছিল *

বেবি ॥ কেটে যাবে !

সংগ্রাম ॥ (রেখে দিয়ে) আলতো করে দেখছি।

লিলি ॥ ওখানে বন্দুক ছুঁড়লে এখানে শব্দ শোনা যাবে।

সংগ্রাম ॥ রাত্রে অনেক দূর থেকে শোনা যায়।

বেবি ॥ আমি শুয়ে পড়ব।

সংগ্রাম ॥ আমিও।

বেবি ॥ সারাদিন ঘুরছ।

সংগ্রাম ॥ ক্লান্ত।

বেবি ॥ আমি দুপুরে শুইনি।

লিলি ॥ আমি খুব ঘুমিয়েছি।

বেবি ॥ শব্দ হলে আমাকে উঠিয়ে দিও।

সংগ্রাম ॥ আমাকে ওঠাবার দরকার হবে না।

বেবি ॥ মানে ?

সংগ্রাম ॥ অল্প শব্দেই আমার ঘুম ভেঙে যায়।

লিলি ॥ ওরা বোধহয় এতক্ষণে পৌঁছে গেছে।

সংগ্রাম ॥ না।

বেবি ॥ কি করে জানলে ?

সংগ্রাম ॥ অনুমান !

বেবি ॥ বলছিলে অভিনয় দেখাবে।

সংগ্রাম ॥ সুবিধে হলে।

লিলি ॥ কি অভিনয় ?

সংগ্রাম ॥ একক অভিনয়—মনো-এ্যাক্‌টিং—

লিলি ॥ বাইরে বসবে ?

বেবি ॥ বাইরে ?

লিলি ॥ খোলা হাওয়ায় !

সংগ্রাম ॥ আমি শুতে চললাম।

লিলি ॥ আমি বেবিকে বলেছি।

সংগ্রাম ॥ বাইরে বোসো না।

লিলি ॥ কেন ?

সংগ্রাম ॥ সেফ্‌ নয়। (পেছনের দরজা দিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছিল)

বেবি ॥ না, সেফ্ নয়।

সংগ্রাম ॥ (দরজার কাছে থেমে পড়ে) ভেতরের দরজা বন্ধ করে দিও।

লিলি ॥ (বাঁ দিকের ঘর লক্ষ্য করে) ও ঘরের দরজা ভেতর থেকে বন্ধ আছে।

সংগ্রাম ॥ ও দরজা নয়, এ দরজা।

* সংগ্রাম পেছনের দরজা ভেজিয়ে দিয়ে চলে গেল। বেবি কপাট বন্ধ করে দিল। লিলির ভাবটা সামান্য প্রতিবাদের *

লিলি ॥ যদি শিকার না করে ফিরে আসে ?

বেবি ॥ ডাকবে।

লিলি ॥ ঘুমিয়ে পড়লে ?

বেবি ॥ চেঁচিয়ে ডাকবে।

লিলি ॥ তুমি সারাদিন ঘুমোওনি।

বেবি ॥ তুমি তো ঘুমিয়েছ।

লিলি ॥ আমিও ঘুমিয়ে পড়তে পারি।

বেবি ॥ (একটু রুক্ষভাবে) না।

লিলি ॥ না ?

বেবি ॥ ঘুম পেলে শুয়ে পড়বে।

লিলি ॥ আমি শুতে পারব না।

বেবি ॥ বললে ঘুমিয়ে পড়তে পার।

লিলি ॥ বললাম বাইরে বসে গল্প করব।

বেবি ॥ আমার ভালো লাগছে না।

লিলি ॥ আমারও ভালো লাগছে না।

বেবি ॥ তোমার হল কি ?

লিলি ॥ তোমার ?

বেবি ॥ তাড়াতাড়ি শুয়ে পড়া আমার অভ্যাস।

লিলি ॥ বর্মা বলে আমি মোটা হয়ে যাচ্ছি—

বেবি ॥ মোটা ?

লিলি ॥ রোগা হতে পারব না ?

বেবি ॥ হ্যাঁ।

লিলি ॥ কি করে ?

বেবি ॥ (তাচ্ছিল্য দেখিয়ে) একটু ব্যায়াম করে।

লিলি ॥ এই বয়সে ?

বেবি ॥ তাহলে অভিনয় করো।

লিলি ॥ অভিনয় ?

বেবি ॥ মনো-এ্যাক্টিং।

লিলি ॥ আমি এবং অভিনয় !

বেবি ॥ এ্যাক্টরের কাছ থেকে শেখ।

* বেবি ডানদিকের ঘরে চলে যাচ্ছিল *

লিলি ॥ মানে ?

বেবি ॥ মনো-এ্যাক্টিং, অভিনয়, ব্যায়াম—

* বেবি ঘরের ভেতর গিয়ে আলো নিবিয়ে দিল। তারপর ড্রইং রুম আর ওর ঘরের মাঝের দরজা বন্ধ করে দিল *

লিলি ॥ (অস্ফুট কণ্ঠে) ব্যায়াম—অভিনয়—

* বাইরের দরজায় মৃদু করাঘাত হল। লিলি দরজা খুলল। ভেতরে এল সংগ্রাম *

লিলি ॥ কি ?

সংগ্রাম ॥ অভিনয়—

লিলি ॥ অভিনয় ?

সংগ্রাম ॥ রিহার্সাল দেব।

লিলি ॥ এখানে ?

সংগ্রাম ॥ না, চৌকিদারের ঘরে।

লিলি ॥ রিহার্সাল ?

সংগ্রাম ॥ ঘুম পেলে শুয়ে পড়ব। (ছুরিটা তুলে নিল)

লিলি ॥ ছুরি !

সংগ্রাম ॥ ছুরিটার জন্যই এলাম।

লিলি ॥ বোসো।

সংগ্রাম ॥ (ছুরিটা দেখিয়ে) রিহার্সালে দরকার হবে। (সংগ্রাম চলে যাচ্ছিল)

লিলি ॥ শোনো।

সংগ্রাম ॥ (থেমে পড়ে) কি ?

লিলি ॥ বেবি শুয়ে পড়েছে—

সংগ্রাম ॥ আমার ঘুম আসছে না।

লিলি ॥ বাজে কথা—

সংগ্রাম ॥ কোন্ কথাটা বাজে ?

লিলি ॥ ছুরি।

সংগ্রাম ॥ ছুরিটা দরকার। (সংগ্রাম বেরিয়ে যাচ্ছিল। দরজার কাছে গিয়ে থামল)

সংগ্রাম ॥ ভেতরের দরজটা—

লিলি ॥ না।

সংগ্রাম ॥ বাইরে থেকে আটকে দেব ?

লিলি ॥ না।

সংগ্রাম ॥ ভেজিয়ে দিচ্ছি।

* দরজা ভেজিয়ে চলে গেল *

লিলি ॥ উঃ!

* লিলি যেন কিসের যন্ত্রণায় অস্থির হয়ে ছটফট করছে। জানালা দিয়ে বাইরের দিকে তাকাল। একটু পরে নিজের ঘরে গিয়ে হাতব্যাগ নিয়ে এল। বের করল আয়না। তারপর ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে দেখতে লাগল নিজেকে। শাড়িটা ঠিক করে নিল, চুলটা বিন্যস্ত করল, মুখটা একটু প্রসাধিত করল। তারপর অসহিষ্ণুভাবে পায়চারি করতে লাগল। বাইরের দরজা খুলে ঘরে ঢুকল সুব্রত *

লিলি ॥ তুমি?

সুব্রত ॥ ভালো লাগল না।

লিলি ॥ একা?

সুব্রত ॥ চৌকিদার সঙ্গে এসেছিল।

লিলি ॥ বোসো।

সুব্রত ॥ এ্যাক্টর?

লিলি ॥ চৌকিদারের ঘরে।

সুব্রত ॥ বেবি?

* লিলি ডান দিকের কপাটে কান পেতে শোনে *

লিলি ॥ শুয়ে পড়েছে।

সুব্রত ॥ (চেয়ারে বসে) দুপুরে ও একদম শোয়নি।

লিলি ॥ তুমি তো শুয়েছিলে।

সুব্রত ॥ তুমিও তো।

লিলি ॥ হ্যাঁ।

সুব্রত ॥ গল্প করবে?

লিলি ॥ গল্প করলে ভালো লাগবে?

সুব্রত ॥ লাগবে।

লিলি ॥ (পাশে বসে) তাহলে গল্প করব।

সুব্রত ॥ বলো!

লিলি ॥ কি?

সুব্রত ॥ যা মনে আসছে।

লিলি ॥ না, তুমি বলো।

সুব্রত ॥ কি?

লিলি ॥ যা মনে আসছে।

সুব্রত ॥ মনে কোন গল্প আসছে না।

লিলি ॥ এ্যাক্টর সেই যে গল্পটা বলছিল—

সুব্রত ॥ ডাকবাংলোয় একটি লোক এসে দেখল—

লিলি ॥ হ্যাঁ, একটি মেয়ে—

সুব্রত ॥ যে তার আঙ্গুলটা নিয়ে—

লিলি ॥ চুষছিল।

সুব্রত ॥ হ্যাঁ।

লিলি ॥ বেবি তোমার আঙ্গুল চুষল না?

সুব্রত ॥ না।

লিলি ॥ কেন?

সুব্রত ॥ বেবি অহঙ্কারী।

লিলি ॥ সুব্রত—

সুব্রত ॥ ওর চোখে আমি বুকওয়ার্ম—

লিলি ॥ তুমি দর্শনের অধ্যাপক।

সুব্রত ॥ বুকওয়ার্ম।

লিলি ॥ বর্মা কি জানো?

সুব্রত ॥ কি?

লিলি ॥ ব্রুট্।

সুব্রত ॥ ব্রুট্!

লিলি ॥ উদাসীন—শিকারই ওর কাছে সবচেয়ে বড়।

সুব্রত ॥ বর্মা শিকারী।

লিলি ॥ বর্মা বলেছিল, এখানে এলে সব ভুলে যাবে।

সুব্রত ॥ আমি সব ভুলে গেছি।

লিলি ॥ ও ভুলতে পারেনি।

সুব্রত ॥ কি?

লিলি ॥ সব সময়ে বাইরে ঘোরার অভ্যেস।

সুব্রত ॥ বেবিও ভুলতে পারেনি।

লিলি ॥ কি?

সুব্রত ॥ আমি স্টাডি থেকে আসার আগেই ও শুয়ে পড়ে।

লিলি ॥ বর্মা বলে আমি মোটা—

সুব্রত ॥ বেবি বলে, আমি বুকওয়ার্ম্—

লিলি ॥ বুকওয়ার্মের আঙুল অপবিত্র নয়।

সুব্রত ॥ না।

লিলি ॥ ও তোমার আঙুল চুষল না।

সুব্রত ॥ না।

লিলি ॥ আঙুল চুষলে শরীর শিউরে ওঠে।

সুব্রত ॥ লিলি?

লিলি ॥ (সুব্রতর হাত ধরে) আমি—

সুব্রত ॥ (প্রতিবাদের ভঙ্গিতে) লিলি—

লিলি ॥ (একটা হাত সুব্রতর চোখের ওপর রেখে) চোখ বোজ। (আর একটা হাতে সুব্রতর হাত ধরে ওর আঙুল চুষতে লাগল)

সুব্রত ॥ লিলি !

লিলি ॥ (সুব্রতর চোখ থেকে হাত সরিয়ে নিয়ে) সব ভুলে যাবে—

সুব্রত ॥ ও ঘরে বেবি !

লিলি ॥ তুমি বলেছিলে লোকটা কাওয়ার্ড।

সুব্রত ॥ কে ?

লিলি ॥ এ্যাক্টরের গল্পের সেই নায়ক—যে চলে গেল।

সুব্রত ॥ আমি কাওয়ার্ড ?

লিলি ॥ বুকওয়ার্ম—

সুব্রত ॥ না।

লিলি ॥ (ফের সুব্রতর আঙুল নিয়ে চুষতে চুষতে অধীর কণ্ঠে) সুব্রত—

সুব্রত ॥ (দুহাত দিয়ে লিলির হাতে চেপে ধরে) লিলি—

* তারপর দুজনে দুজনের হাত ছেড়ে দিয়ে একটু সরে গেল। অল্পক্ষণ দুজনে নীরব *

সুব্রত ॥ বর্মা তোমাকে কখনও সন্দেহ করেছে ?

লিলি ॥ না।

সুব্রত ॥ বর্মা আদর্শ স্বামী।

লিলি ॥ শুধু আদর্শে জীবন চলে না। আরও কিছু দরকার হয়।

সুব্রত ॥ কি ?

লিলি ॥ সাহস—ডেয়ারিং—

সুব্রত ॥ তাতে বিপদ আছে।

লিলি ॥ বিপদে আনন্দ আছে।

সুব্রত ॥ আনন্দ ?

লিলি ॥ নেই ? (পিপাসিত দৃষ্টিতে) সুব্রত—

* ঠিক এই সময়ে বাইরে ছাগলটা ডাকল *

সুব্রত ॥ (ত্রস্তে) ছাগলটা এত চেঁচাচ্ছে—

লিলি ॥ কাওয়ার্ড—

সুব্রত ॥ না।

লিলি ॥ (আদেশের কণ্ঠে) শুতে যাও—

* সুব্রত ডানদিকের ঘরের দিকে যাচ্ছিল *

লিলি ॥ (বাঁদিকে নিজের ঘর দেখিয়ে দিল) এ ঘর।

* সুব্রত থেমে পড়ল। লিলি মুচকি হেসে সুব্রতর পাশে এসে অনুচ্চ কণ্ঠে *

—খোলা জানালা—পেছন দিয়ে চলে যাওয়া যাবে।

—কাওয়ার্ড !

* সুব্রত ইতস্তত করছিল আরও ঘনিষ্ঠ হয়ে এলো *

* সুব্রত নীরবে লিলির দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইল *

সুব্রত ॥ (দৃঢ়কণ্ঠে) না।

* বাঁদিকে লিলির শোবার ঘরের ভেতর গিয়ে ঘর অন্ধকার করে দিল। পিছু পিছু লিলি ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দিল। প্রায় সঙ্গে সঙ্গে নিজের ঘরের দরজা খুলে বেরিয়ে এলো বেবি। ছাগলটা আরও জোরে চীৎকার করে উঠল। বেবি লিলির ঘরের

দরজায় ধাক্কা দিল। পেছনের কপাট খুলে সংগ্রাম ভেতরে এল *

সংগ্রাম ॥ ছাগলটাকে ছেড়ে দিলাম।

বেবি ॥ (দরজায় ধাক্কা দিয়ে) লিলি—

সংগ্রাম ॥ ঘরের ভেতরে ভীষণ চেঁচাচ্ছিল।

বেবি ॥ লিলি—লিলি—

সংগ্রাম ॥ আর চেঁচাবে না।

বেবি ॥ (কিছু না শুনে বন্ধ কপাটে আরও জোরে ধাক্কা দিল)—ওঃ।

সংগ্রাম ॥ শুয়ে পড়েছে।

বেবি ॥ (উত্যক্ত কণ্ঠে) যাও, তুমি চলে যাও—

সংগ্রাম ॥ আমি?

বেবি ॥ (বন্ধ দরজার ওপর অবশভাবে দাঁড়িয়ে)—উঃ!

সংগ্রাম ॥ কি হল?

বেবি ॥ কিছু না!

সংগ্রাম ॥ লুকিও না।

বেবি ॥ তুমি জানো?

সংগ্রাম ॥ হ্যাঁ।

বেবি ॥ (জড়িত কণ্ঠে) সংগ্রাম—

সংগ্রাম ॥ (জড়িত কণ্ঠে) এ্যাক্টর—

বেবি ॥ (আরও উত্যক্ত কণ্ঠে) না—না—

সংগ্রাম ॥ চলে যাচ্ছি—

বেবি ॥ যাও—

* সংগ্রাম মুখ নীচু করে পেছনের দরজা দিয়ে চলে গেল। বেবি জোরে দরজায় ধাক্কা দিল *

বেবি ॥ লিলি, লিলি—

* দরজা খুলে গেল। লিলি চোখ কচলাতে কচলাতে বেরিয়ে এলো যেন এখনই ঘুম থেকে উঠে এলো *

লিলি ॥ কি?

বেবি ॥ (কিছু বলতে না পেরে আর্তকণ্ঠে) না—না—

লিলি ॥ (হাই তুলে) ঘুমিয়ে পড়েছিলাম।

বেবি ॥ (বোকার মত) হ্যাঁ।

লিলি ॥ ভেতরে আসবে? আলো জেলে দেব?

বেবি ॥ না!

লিলি ॥ এত জোরে দরজায় ধাক্কা দিচ্ছেলে কেন?

বেবি ॥ ছাগলটা—

লিলি ॥ ছাগলটা ডাকছে বলে ভয় পাচ্ছ?

বেবি ॥ (স্থাণুর মত) না।

লিলি ॥ শোবে না?

বেবি ॥ লিলি!

লিলি ॥ আমার ঘুম পাচ্ছে!

বেবি ॥ ও।

লিলি ॥ দরজা বন্ধ করে দিচ্ছি।

বেবি ॥ (নিশ্চলভাবে) করো।

* লিলি দরজা বন্ধ করে দিল। বেবি অবশভাবে চেয়ারে বসে পড়ল। বাইরের দরজা দিয়ে ঢুকল সুব্রত। চুল উস্কো-খুস্কো, পোশাক অবিন্যস্ত। বেবি তার দিকে তাকিয়ে রইল। কথা বলল না *

সুব্রত ॥ বেবি!

বেবি ॥ কেন?

সুব্রত ॥ ভালো লাগল না, চলে এলাম।

বেবি ॥ ও।

সুব্রত ॥ ছাগলটা বাইরে চরে বেড়াচ্ছে।

বেবি ॥ শুয়ে পড়গে যাও।

সুব্রত ॥ (কৈফিয়ৎ দেবার ভঙ্গিতে) চৌকিদার ছেড়ে দিয়ে গেছে। (বেবি নীরব) বর্মা বলল, কিছু একটা শিকার না করে ও ফিরবে না। (বেবি চুপ। সুব্রত বেবির পাশে গেল) কথা বলছ না কেন?

বেবি ॥ কি?

সুব্রত ॥ এত রাত অবধি শোওনি?

বেবি ॥ শুয়েছিলাম।

সুব্রত ॥ আমাকে কেন তখন বুকওয়ার্ম বললে?

বেবি ॥ সুব্রত!

সুব্রত ॥ আমি বুকওয়ার্ম?

বেবি ॥ সুব্রত!

সুব্রত ॥ কাওয়ার্ড? (বেবি সুব্রতর দিকে চোখ তুলে তাকালো। জবাব দিল না) জবাব দাও—কাওয়ার্ড?

বেবি ॥ কাওয়ার্ড।

সুব্রত ॥ না।

বেবি ॥ শুয়ে পড়ো।

সুব্রত ॥ না।

বেবি ॥ ভালো লাগছে না?

সুব্রত ॥ ভালো লাগছে।

বেবি ॥ (অধীর কণ্ঠে) সুব্রত—

সুব্রত ॥ তুমি আমার আঙুল কেন চুষলে না ?

বেবি ॥ ইস্ !

সুব্রত ॥ তোমার শরীর শিউরে উঠছিল ?

বেবি ॥ (যন্ত্রণায় ছটফট করে) সুব্রত—

সুব্রত ॥ আমি শোব না।

বেবি ॥ রাত অনেক হলো।

সুব্রত ॥ এ্যাক্টর শোয়নি।

বেবি ॥ সুব্রত !

সুব্রত ॥ আসবার সময় জানালা দিয়ে দেখলাম ছুরি শান দিচ্ছে।

বেবি ॥ বাজে কথা বোলো না।

সুব্রত ॥ ছুরিতে কেন শান দিচ্ছিল ?

বেবি ॥ শুয়ে পড়।

সুব্রত ॥ তুমি ?

বেবি ॥ না।

সুব্রত ॥ কেন শোবে না ?

বেবি ॥ সুব্রত ! (সুব্রত কাছে গিয়ে কাঁধে হাত রাখল)

সুব্রত ॥ আমি কাওয়ার্ড—তুমি ?

বেবি ॥ প্লীজ—

সুব্রত ॥ অহঙ্কারী !

বেবি ॥ সুব্রত !

সুব্রত ॥ আমাকে ঘেন্না করো !

বেবি ॥ সুব্রত ! (সুব্রতকে শান্ত করবার জন্য তার সামনে গিয়ে দাঁড়াল)

সুব্রত ॥ সরো, ভালো লাগছে না। শোবো। (ডানদিকের ঘরে গিয়ে দরজা ভেজিয়ে দিল)

বেবি ॥ উঃ ! (অসহায়ভাবে চেয়ারে বসে পড়ল)

তৃতীয় অঙ্ক

* পরদিন সকাল। সংগ্রাম দেওয়ালের ডাল-পালাগুলো এনে টেবিলের ওপর জড় করছিল। বাঁদিকের ঘর থেকে দরজা খুলে বেরিয়ে এল লিলি। তার কেশ এবং বেশ অবিন্যস্ত। দেখলে মনে হয় সে রাত্রে ঘুমোয়নি *

লিলি ॥ এ্যাক্টর! (সংগ্রাম জবাব দিল না) বেবি লাগিয়েছিল।

সংগ্রাম ॥ কাল রাত্রে লাগিয়েছিল তো। শুকিয়ে গেছে। (লিলি একটা ডাল তুলে নিয়ে দেখল) সব নয়, কতকগুলো শুকিয়েছে।

লিলি ॥ কিন্তু—

সংগ্রাম ॥ দুপুরবেলায় সব শুকিয়ে যাবে।

লিলি ॥ (বেরিয়ে ঘরের দিকে তাকিয়ে) এত বেলা হলো। এখনও ওঠেনি!

সংগ্রাম ॥ জানি না। (লিলি চলে যাচ্ছিল) শোন—(লিলি ফিরল) বোসো—(লিলি বসল) ওদিকে দেখে আসব?

লিলি ॥ না। (কিছুক্ষণ ওরা নীরব রইল)

সংগ্রাম ॥ চা খাওনি?

লিলি ॥ না।

সংগ্রাম ॥ আমিও খাইনি। (লিলি উঠছিল) থাক।

লিলি ॥ আমি করে দিচ্ছি।

সংগ্রাম ॥ ওরা উঠুক।

লিলি ॥ ওরা উঠলে খাবে?

সংগ্রাম ॥ বর্ষা ফিরে আসুক।

লিলি ॥ ওর ফেরবার ঠিক নেই।

সংগ্রাম ॥ শিকার না করে ও ফিরবে না, না?

লিলি ॥ না।

সংগ্রাম ॥ জেদ!

লিলি ॥ চিরটা কাল।

* সংগ্রাম ডালপালাগুলো জড়ো করে পেছনের দরজা দিয়ে বাইরে গেল। লিলি অবাক হল। সংগ্রাম ওগুলো ফেলে ফিরে এল *

সংগ্রাম ॥ ছাগলটা খাবে।

লিলি ॥ ছাগল?

সংগ্রাম ॥ শুকনো পাতা।

লিলি ॥ বুঝতে পারলাম না।

সংগ্রাম ॥ কাল রাতে তো খুলে দিয়েছিলাম।

লিলি ॥ জানি।

সংগ্রাম ॥ কি করে জানলে?

লিলি ॥ রাত্রে আর চেঁচায়নি।

সংগ্রাম ॥ কি করে জানলে?

লিলি ॥ শুনিনি!

সংগ্রাম ॥ ঘুমোওনি?

লিলি ॥ না।

সংগ্রাম ॥ আমিও রাত্রে ঘুমোইনি।

লিলি ॥ কেন?

সংগ্রাম ॥ বর্ষার জন্য অপেক্ষা করছিলাম।

লিলি ॥ মিথ্যে কথা।

সংগ্রাম ॥ (হেসে) শিকার করে ফিরে এলে ওর সঙ্গে বসে হরিণের মাংস ছাড়াতাম।

লিলি ॥ বাজে কথা।

সংগ্রাম ॥ তুমি রাঁধতে।

লিলি ॥ ইস্!

সংগ্রাম ॥ তুমি কেন ঘুমোওনি ?

লিলি ॥ ঘুম এলো না।

সংগ্রাম ॥ মিথ্যে কথা।

লিলি ॥ না।

সংগ্রাম ॥ সুব্রত কাল ফিরে এলো। (লিলি মুখ তুলে তাকাল) শিকার থেকে—

লিলি ॥ কি হয়েছিল ?

সংগ্রাম ॥ ভালো লাগল না।

লিলি ॥ মানে ?

সংগ্রাম ॥ রাত্রে ভালো করে ঘুমিয়েছে হয়তো।

লিলি ॥ ঘুমিয়েছে।

সংগ্রাম ॥ ঘুমালে ভালো লাগে।

লিলি ॥ আমার ভালো লাগে না।

সংগ্রাম ॥ বাইরে থেকে বেড়িয়ে এলে ভালো লাগতে পারে।

লিলি ॥ বাইরে ?

সংগ্রাম ॥ যতদূর যেতে পারবে—

লিলি ॥ না।

সংগ্রাম ॥ ঝরনার ধারে গিয়ে বসবে !

লিলি ॥ এ্যাক্টর !

সংগ্রাম ॥ তুমি আমার অঙ্গুল নিয়ে—

লিলি ॥ না।

সংগ্রাম ॥ সুব্রত কাওয়ার্ড।

লিলি ॥ তুমিও।

সংগ্রাম ॥ না।

লিলি ॥ হ্যাঁ।

সংগ্রাম ॥ টেস্ট্ ?

লিলি ॥ করেছি।

সংগ্রাম ॥ সেদিনের কথা বলছ ?

লিলি ॥ কাওয়ার্ড।

সংগ্রাম ॥ সেদিন সাহস দেখাতে পারিনি।

লিলি ॥ আজ ?

সংগ্রাম ॥ আজ পারব।

লিলি ॥ পারবে ?

সংগ্রাম ॥ হ্যাঁ।

লিলি ॥ না।

সংগ্রাম ॥ নিজের ওপর সেদিন বিশ্বাস ছিল না।

লিলি ॥ আজ ?

সংগ্রাম ॥ আছে।

লিলি ॥ এখানে কেন এসেছিলে ?

সংগ্রাম ॥ তুমি কেন এসেছিলে ? (লিলি উত্তর দিল না) জানি—
(কিছুক্ষণ উভয়ে নীরব রইল)

লিলি ॥ কি জানো ?

সংগ্রাম ॥ বর্মার সঙ্গে ট্যুরে—

লিলি ॥ হ্যাঁ।

সংগ্রাম ॥ বর্মা উদাসীন—

লিলি ॥ তুমি কেন এসেছিলে ?

সংগ্রাম ॥ ফিরে যাব বলে।

লিলি ॥ গোপন করছ।

সংগ্রাম ॥ আজ ফিরে যাব বলে আসিনি। (লিলি অবাক হয়ে তাকাল। সংগ্রাম মুচকি হাসল) যে দুর্বল সে-ই ফিরে যায়।

লিলি ॥ ও।

সংগ্রাম ॥ অভিজ্ঞতা।

লিলি ॥ কি অভিজ্ঞতা ?

সংগ্রাম ॥ তুমি কাওয়ার্ড।

লিলি ॥ না।

সংগ্রাম ॥ আমি কলেজে পড়তাম—

লিলি ॥ কলেজে ?

সংগ্রাম ॥ পয়সা ছিল না।

লিলি ॥ আজ ?

সংগ্রাম ॥ প্রচুর। সোনার খনির খোঁজ করছি।

লিলি ॥ আমাকে কাওয়ার্ড বললে কেন ?

সংগ্রাম ॥ সাহস মুখের কথা নয়।

লিলি ॥ কার মুখের কথা ?

সংগ্রাম ॥ সাহস হয় না ?

লিলি ॥ হয়েছে।

সংগ্রাম ॥ চল।

লিলি ॥ অপেক্ষা করো। (বাঁদিকের ঘরে ঢুকছিল)

সংগ্রাম ॥ বর্মা যদি ফিরে আসে—

লিলি ॥ (থেমে পড়ে) কে কাওয়ার্ড ?

সংগ্রাম ॥ আমার ভয় নেই।

লিলি ॥ আর আমার ?

সংগ্রাম ॥ তুমি জানো।

লিলি ॥ না, নেই।

সংগ্রাম ॥ ঝরনার ধারে গিয়ে বসবে ?

লিলি ॥ না।

সংগ্রাম ॥ না !

লিলি ॥ চলে যাব।

সংগ্রাম ॥ চলে যাবে ?

লিলি ॥ আর ফিরব না।

সংগ্রাম ॥ না। আর ফিরব না।

লিলি ॥ বলছ ?

সংগ্রাম ॥ কি ? (লিলি সংগ্রামের হাত দুটো তুলে ধরল)

লিলি ॥ তুমি কাওয়ার্ড নও।

সংগ্রাম ॥ (হেসে) না, সুব্রতর মত কাওয়ার্ড নই।

লিলি ॥ (হাত ছেড়ে দিয়ে) বেশ। (ভেতরে যাচ্ছিল)

সংগ্রাম ॥ ভেতরে কেন ?

লিলি ॥ এই পোশাকে ?

সংগ্রাম ॥ ও—

লিলি ॥ বেশি সময় লাগবে না।

সংগ্রাম ॥ তাড়াতাড়ি—

লিলি ॥ চুলটা আর কাপড়টা—

সংগ্রাম ॥ আমি অপেক্ষা করছি।

* লিলি সম্মতিসূচক হেসে বাঁ দিকের ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দিল। সংগ্রাম পড়ে-থাকা আর কয়েকটা ডালপালা

তুলে ফেলে দিচ্ছিল। ডানদিকের দরজা খুলে বেরিয়ে এল বেবি ●

বেবি ॥ সংগ্রাম!

সংগ্রাম ॥ এ্যাক্টর বলো। (বেবি অবশভাবে বসে) ভালো লাগছে না? (বেবি কিছু না বলে সংগ্রামের মুখের দিকে তাকিয়ে রইল) কাল রাত্রে আমি ঘুমোইনি।

বেবি ॥ কেন?

সংগ্রাম ॥ রিহার্সাল দিচ্ছিলাম।

বেবি ॥ রিহার্সাল দিচ্ছিলে?

সংগ্রাম ॥ মনো-এ্যাক্টিং।

বেবি ॥ সংগ্রাম!

সংগ্রাম ॥ ছাগল এক গৃহপালিত পশু—গৃহপালিত পশু ছাগল এক—পশু ছাগল এক গৃহপালিত—পালিত গৃহ ছাগল এক পশু—এক ছাগল পালিত পশু গৃহ—

বেবি ॥ আঃ—

সংগ্রাম ॥ কি?

বেবি ॥ ভালো লাগছে না।

সংগ্রাম ॥ অভিনয় করো।

বেবি ॥ অভিনয়?

সংগ্রাম ॥ শেক্স্পীয়ার।

বেবি ॥ না।

সংগ্রাম ॥ রোমিও জুলিয়েট?

বেবি ॥ সংগ্রাম!

সংগ্রাম ॥ কল্ মি বাট্ লাভ অ্যাণ্ড আই উইল্ বি নিউ ব্যাপ্‌টাইজ্‌ড্‌।

বেবি ॥ থাক।

সংগ্রাম ॥ কলেজে একসঙ্গে অভিনয় করেছিলাম।

বেবি ॥ মনে আছে।

সংগ্রাম ॥ তারপর এখানে এসেছিলাম।

বেবি ॥ হ্যাঁ।

সংগ্রাম ॥ আজ আবার এখানে এসেছি।

বেবি ॥ সংগ্রাম!

সংগ্রাম ॥ (বেবির মুখের দিকে তাকিয়ে চাপা হেসে) আজ আবার—

বেবি ॥ (একটু রুক্ষভাবে) আজ কেন এসেছ?

সংগ্রাম ॥ সোনার খনির সন্ধানে।

বেবি ॥ না।

সংগ্রাম ॥ বড়লোক হয়ে গেছি।

বেবি ॥ মিথ্যে কথা।

সংগ্রাম ॥ বেশ, মিথ্যে কথা।

বেবি ॥ কেন এসেছ?

সংগ্রাম ॥ তোমার সঙ্গে দেখা করতে।

বেবি ॥ সংগ্রাম!

সংগ্রাম ॥ জিগ্যেস করতে এসেছি—

বেবি ॥ কি?

সংগ্রাম ॥ কাল রাত্রে আমাকে এখান থেকে কেন চলে যেতে বললে?

বেবি ॥ শোবার জন্যে।

সংগ্রাম ॥ চৌকিদারের ঘরে?

বেবি ॥ যেখানে শুচ্ছ।

সংগ্রাম ॥ সারারাত ঘুমোইনি।

বেবি ॥ বলছিলে।

সংগ্রাম ॥ রিহার্সাল দিচ্ছিলাম।

বেবি ॥ হ্যাঁ।

সংগ্রাম ॥ তুমি?

বেবি ॥ কি?

সংগ্রাম ॥ তুমি ঘুমিয়েছ?

বেবি ॥ কেন জিগ্যেস করছ?

সংগ্রাম ॥ রাত্রে সুব্রত ফিরে এসেছিল

বেবি ॥ জানি।

সংগ্রাম ॥ আমাকে ডাকলে না কেন?

বেবি ॥ কেন ডাকব?

সংগ্রাম ॥ গল্প করতাম।

বেবি ॥ সংগ্রাম!

সংগ্রাম ॥ ছাগলটাকে খুলে দিয়েছিলাম।

বেবি ॥ জানি।

সংগ্রাম ॥ আর ডাকেনি।

বেবি ॥ না।

সংগ্রাম ॥ বসে বসে কি গল্প করতে?

বেবি ॥ কি?

সংগ্রাম ॥ সেই পুরোনো দিনের কথা!

বেবি ॥ না।

সংগ্রাম ॥ সেদিনও লিলি এখানে ছিল।

বেবি ॥ হ্যাঁ।

সংগ্রাম ॥ তুমি দেখলে—চলে গেলে।

বেবি ॥ আর কি-ই বা করতাম!

সংগ্রাম ॥ আঃ বেচারা লিলি—

বেবি ॥ সংগ্রাম!

সংগ্রাম ॥ সেদিন ওকে জানতাম না।

বেবি ॥ আজ?

সংগ্রাম ॥ জেনেছি। বর্মা সাহেবের স্ত্রী। (উভয়ে কিছুক্ষণ চুপচাপ) একটা কথা জিগ্যেস করব?

বেবি ॥ কি?

সংগ্রাম ॥ সত্যি বলবে?

বেবি ॥ কি?

সংগ্রাম ॥ স্বব্রত পিওর?

বেবি ॥ সংগ্রাম!

সংগ্রাম ॥ লুকিও না।

বেবি ॥ (অসহায়ভাবে) কিছু লুকোইনি।

সংগ্রাম ॥ ফের সেই লিলি।

বেবি ॥ হ্যাঁ।

সংগ্রাম ॥ আর স্বব্রত!

বেবি ॥ হ্যাঁ।

সংগ্রাম ॥ সেদিন আমি পিওর ছিলাম না। (বেবি ব্যাকুলভাবে সংগ্রামের দিকে তাকাল) আজ—স্বব্রত— (বেবি উঠে চলে যাচ্ছিল। সংগ্রাম তার সামনে গিয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল) পিওর?

বেবি ॥ না।

সংগ্রাম ॥ সেদিন আমাকে আর লিলিকে একসঙ্গে দেখে ডাকবাংলো ছেড়ে চলে গিয়েছিলে।

বেবি ॥ জিগ্যেস করছ আজ কি করব?

সংগ্রাম ॥ হ্যাঁ।

বেবি ॥ নির্মম।

সংগ্রাম ॥ নির্মম হলে ফের আসতাম না।

বেবি ॥ শুনবে কি কথা ?

সংগ্রাম ॥ কি ?

বেবি ॥ আত্মহত্যা।

সংগ্রাম ॥ না।

বেবি ॥ (অসহায়ভাবে) আর কি করব ?

সংগ্রাম ॥ বলছি।

* পকেট থেকে ছুরি বার করে খুলল। তারপর সেটা বেবিকে বাড়িয়ে দিল *

বেবি ॥ (বুঝতে না পেরে) কি ?

সংগ্রাম ॥ হত্যা—(বেবি বুঝতে না পেরে হাত বাড়িয়ে ছুরিটা নিল) সুব্রতকে—

বেবি ॥ (ছুরিটা হাত থেকে খসে পড়ল) সংগ্রাম!

সংগ্রাম ॥ অপবিত্র—ট্রেটর—

বেবি ॥ (ভীতভাবে) না, না।

সংগ্রাম ॥ (ছুরিটা বন্ধ করে) বেশ ধার আছে। পেঁয়াজ কাটছিলাম, আজ কাটছিলাম—

বেবি ॥ (অসহায়ভাবে) ওঃ—

সংগ্রাম ॥ চল, এখান থেকে চলে যাই।

বেবি ॥ কোথায় ?

সংগ্রাম ॥ ঝরনার ধারে বসব—দূরে চলে যাব।

বেবি ॥ সংগ্রাম!

সংগ্রাম ॥ অনেক দিন অপেক্ষা করছি।

বেবি ॥ (সম্মোহিতভাবে) অনেক দিন ?

সংগ্রাম ॥ (নাটকীয়ভাবে) কল্ মি বাট্ লাভ্ এ্যাণ্ড্ আই উইল বি নিউ ব্যাপ্টাইজ্ড্।

বেবি ॥ সংগ্রাম—

সংগ্রাম ॥ বেবি—

বেবি ॥ কত দূরে ?

সংগ্রাম ॥ অনেক দূর—অনেক দূর— বেবি নীরবে নিজের ঘরে চলে গেল। সংগ্রাম ছুরিটা বন্ধ করে পকেটে রেখে লিলির দরজায় মৃদু আঘাত করল) লিলি—লিলি—(সুব্রত হাতে ক্ষুর, কাঁধে তোয়ালে নিয়ে বেরিয়ে এলো। আধ-কামানো অবস্থা)

সুব্রত ॥ ওঠেনি ?

সংগ্রাম ॥ উঠেছে।

সুব্রত ॥ দরজা বন্ধ কেন ?

সংগ্রাম ॥ টয়লেট—

সুব্রত ॥ ও—

* সুব্রত বসে দাড়ি কামাতে গেল। সংগ্রাম কেব নাটকীয়ভাবে ছুরিটা খুলে সুব্রতর সামনে গিয়ে দাঁড়ায় *

সংগ্রাম ॥ টু বি অর্ নট্ টু বি দ্যাট ইজ দি কোয়েশ্চেন্—

সুব্রত ॥ মানে ?

সংগ্রাম ॥ অভিনয়।

সুব্রত ॥ ও !

সংগ্রাম ॥ কি করবে ?

সুব্রত ॥ কি ?

সংগ্রাম ॥ লিলি মেক-আপ নিচ্ছে

সুব্রত ॥ মেক-আপ ?

সংগ্রাম ॥ শাড়ি বদলাচ্ছে হয়তো।

সুব্রত ॥ কেন ?

সংগ্রাম ॥ গায়ে হয়তো পাউডারের পাফ বোলাচ্ছে।

সুব্রত ॥ আঃ—

সংগ্রাম ॥ কাল রাত্রে ভাল লাগল না?

সুব্রত ॥ না।

সংগ্রাম ॥ হেভি ডিনার।

সুব্রত ॥ হ্যাঁ।

সংগ্রাম ॥ (ফের নাটকীয়ভাবে) টু বি অর্ নট টু বি দ্যাট্, ইজ দি কোয়েশ্চেন্—

সুব্রত ॥ বার বার এক কথা।

সংগ্রাম ॥ অভিনয়।

সুব্রত ॥ কালও এ রকম—

সংগ্রাম ॥ চৌকিদারের ঘরে?

সুব্রত ॥ রাত্রে।

সংগ্রাম ॥ রাত্রে ফিরে আসবার সময় আমাকে যেমন—

সুব্রত ॥ (হেসে) হ্যাঁ।

সংগ্রাম ॥ রিহার্সাল চলছিল।

সুব্রত ॥ ছুরি নিয়ে।

সংগ্রাম ॥ মনো-এ্যাক্টিং।

সুব্রত ॥ টু বি অর্ নট্ টু বি—

সংগ্রাম ॥ হ্যাঁ।

সুব্রত ॥ (দাড়ি-কামানো শেষ। লিলির দরজায় যায়) লিলি—

সংগ্রাম ॥ শেষ হয়নি বোধ হয়।

সুব্রত ॥ কি?

সংগ্রাম ॥ বললাম যে, মেক-আপ!

সুব্রত ॥ (নিজের জায়গায় ফিরে এসে) ওঃ!

সংগ্রাম ॥ আজ ভালো লাগছে ?

সুব্রত ॥ আজ ?

সংগ্রাম ॥ হ্যাঁ।

সুব্রত ॥ হ্যাঁ।

সংগ্রাম ॥ না।

সুব্রত ॥ কি করে জানলেন ?

সংগ্রাম ॥ অনুমান।

সুব্রত ॥ (তাচ্ছিল্য দেখিয়ে) অনুমান।

সংগ্রাম ॥ কি করবেন ?

সুব্রত ॥ কি ?

সংগ্রাম ॥ লিলি এসে যাবে।

সুব্রত ॥ কি করে জানলেন ?

সংগ্রাম ॥ মেক-আপ শেষ হলে দরজা খুলবে।

সুব্রত ॥ কি করব মনে হয় ?

সংগ্রাম ॥ কিছু ভাবতে পারিনি।

সুব্রত ॥ (তাচ্ছিল্য প্রকাশ করে) সুন্দর—

সংগ্রাম ॥ সেক্সি—

সুব্রত ॥ ওঃ—

সংগ্রাম ॥ (ছুরিটা বাড়িয়ে দিয়ে) ছুরি ?

সুব্রত ॥ ছুরি !

সংগ্রাম ॥ টু বি অর্ নট্ টু বি—

সুব্রত ॥ হ্যামলেট !

সংগ্রাম ॥ হ্যামলেট।

সুব্রত ॥ হ্যাঁ। (সুব্রত ছুরিটা নিল)

সংগ্রাম ॥ বর্মা ফিরবে।

সুব্রত ॥ ফিরুক।

সংগ্রাম ॥ হাতে বন্দুক থাকবে

সুব্রত ॥ (দৃঢ়কণ্ঠে) থাক—

সংগ্রাম ॥ চমৎকার!

সুব্রত ॥ কি?

সংগ্রাম ॥ অভিনয়।

সুব্রত ॥ না।

সংগ্রাম ॥ বেবি প্রতিবাদ করবে।

সুব্রত ॥ ইস্!

সংগ্রাম ॥ লিলি হয়তো পেছিয়ে যাবে।

সুব্রত ॥ না।

সংগ্রাম ॥ বর্মা প্রতিশোধ নেবে।

সুব্রত ॥ না।

সংগ্রাম ॥ অসম্ভব নয়।

সুব্রত ॥ হাতে ছুরি আছে।

সংগ্রাম ॥ মার্জার?

সুব্রত ॥ হ্যাঁ।

সংগ্রাম ॥ (চমকে উঠে) লিলির জন্তে?

সুব্রত ॥ তা ছাড়া আর কি!

সংগ্রাম ॥ স্পোর্টস্ম্যান্!

সুব্রত ॥ আমি?

সংগ্রাম ॥ (হেসে) অধ্যাপক।

সুব্রত ॥ না, স্পোর্টস্ম্যান।

সংগ্রাম ॥ মম্ জানেন তো?

সুব্রত ॥ মম্?

সংগ্রাম ॥ সমারসেট মম্।

সুব্রত ॥ হ্যাঁ।

সংগ্রাম ॥ রেন্।

সুব্রত ॥ পড়েছি।

সংগ্রাম ॥ ডেভিড্‌সন্—রেন-এর নায়ক—

সুব্রত ॥ আত্মহত্যা।

সংগ্রাম ॥ ডেভিডসনের মত গলা কেটে আত্মহত্যা।

সুব্রত ॥ না।

সংগ্রাম ॥ দুর্বল আত্মহত্যা করে।

সুব্রত ॥ বর্শার চেয়ে আমি দুর্বল নই।

সংগ্রাম ॥ (ভালো করে মাথা থেকে পা পর্যন্ত দেখে) না—

সুব্রত ॥ তাহলে আত্মহত্যা কেন?

সংগ্রাম ॥ আর একজনের জন্য।

সুব্রত ॥ কার জন্য?

সংগ্রাম ॥ যে বেশি সবল।

সুব্রত ॥ কে?

সংগ্রাম ॥ যার সঙ্গে লিলি ঝরনার ধারে গিয়ে বসবে।

সুব্রত ॥ কার সঙ্গে?

সংগ্রাম ॥ (চাইবার অভিনয় করে) ছুরি—

সুব্রত ॥ (ধার পরীক্ষা করছিল) না।

সংগ্রাম ॥ হাত কেটে যাবে।

সুব্রত ॥ কাটুক।

সংগ্রাম ॥ না। (সুব্রতর হাত থেকে ছুরিটা কেড়ে নিল)

সুব্রত ॥ কার সঙ্গে?

সংগ্রাম ॥ অনুমান করুন কার সঙ্গে?

* ঠিক এই সময়ে বেবি ডানদিকের ঘর থেকে বেরিয়ে এল *

সুব্রত ॥ বেবি—

সংগ্রাম ॥ (পেছনের দরজা দিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছিল) আসছি।

বেবি ॥ চা আনব ?

সুব্রত ॥ এ্যাক্টর ! (অপেক্ষা করতে ইঙ্গিত করে সংগ্রাম বেরিয়ে গেল) —বেবি !

বেবি ॥ কি ?

সুব্রত ॥ বোসো। (বেবি বসল। সুব্রত বেবির কাছে গেল) আমার সঙ্গে কথা বলছ না।

বেবি ॥ বলছি তো।

সুব্রত ॥ কাল রাত্রে—বলো না—

বেবি ॥ বলছি।

সুব্রত ॥ বিছানায় গিয়ে শুয়ে পড়লাম—

বেবি ॥ আর কি করতে ?

সুব্রত ॥ বসে গল্প করা যেত।

বেবি ॥ লিলি ছিল।

সুব্রত ॥ তুমিও ছিলে।

বেবি ॥ ভালো লাগছিল না।

সুব্রত ॥ আমাকে কেন বুকওয়ার্ম বলো ?

বেবি ॥ আর বলব না।

সুব্রত ॥ বেবি ! (কিছুক্ষণ নীরবে কাটল)

সুব্রত ॥ কিছু বলো।

বেবি ॥ (ব্যথিত কণ্ঠে) কি বলব ? (কিছুক্ষণ চুপ করে তারপর হঠাৎ উঠে পড়ল) আমি ফিরে যাব।

সুব্রত ॥ কেন ?

বেবি ॥ পিকনিক শেষ হয়ে গেছে। (চলে যাচ্ছিল)

সুব্রত ॥ শোন—

বেবি ॥ (থেমে পড়ে) কি ?

সুব্রত ॥ এ্যাক্টর কে ?

বেবি ॥ গেস্ট্।

সুব্রত ॥ সত্যি সোনার খনি খুঁজছে ?

বেবি ॥ বলছিল।

সুব্রত ॥ পাগল !

বেবি ॥ তুমিও—

সুব্রত ॥ আমি পাগল নই।

বেবি ॥ ভালো।

সুব্রত ॥ তুমি চলে যাবে কেন ?

বেবি ॥ আর কি করব ?

সুব্রত ॥ আমিও চলে যাব।

বি ॥ কেন ?

ত ॥ বাইরে ঝরনা আছে।

বি ॥ ঝরনার ধারে বসবে ?

সুব্রত ॥ হ্যাঁ।

বেবি ॥ চমৎকার !

সুব্রত ॥ তুমি ?

বেবি ॥ না।

সুব্রত ॥ না ?

বেবি ॥ লিলি—

সুব্রত ॥ বেবি !

বেবি ॥ কাল রাত্রে—

সুব্রত ॥ (চমকে) কি ?

বেবি ॥ তুমি ও ঘরে—

সুব্রত ॥ বেবি !

বেবি ॥ লুকিও না।

সুব্রত ॥ আমি নই।

বেবি ॥ হ্যাঁ !

সুব্রত ॥ না, এ্যাক্টর !

বেবি ॥ না, তুমি।

সুব্রত ॥ ঘুম পেয়ে গেল, শোবার জন্য ফিরে আসছিলাম।

বেবি ॥ (বেরিয়ে যেতে যেতে) থাক

সুব্রত ॥ (বেবিকে আটকে) বেবি !

বেবি ॥ আমি বাঁধাছাদা গোছগাছ করে ফেলেছি।

সুব্রত ॥ চলে যাবে ?

বেবি ॥ বললাম তো।

সুব্রত ॥ (অসহায়ভাবে) ও !

বেবি ॥ ডেকে দেব ?

সুব্রত ॥ কাকে ?

বেবি ॥ বসে গল্প করবে !

সুব্রত ॥ বেবি !

বেবি ॥ ঝরনার ধারে যাবে না ?

সুব্রত ॥ (কঠোর কণ্ঠে) কাকে ডাকবে

বেবি ॥ লিলি !

সুব্রত ॥ বেবি !

বেবি ॥ বললাম তো লিলি—

* বাঁ দিকের দরজা খুলে বেরিয়ে এল লিলি। অস্বাভাবিক মেক-আপ। শাড়ি বদলেছে। চুলটা খুব কায়দা করা *

সুব্রত ॥ (লিলিকে দেখে) লিলি !

বেবি ॥ (চোখে হাত চাপা দিয়ে) ইস্ !

লিলি ॥ (ব্যাগের আয়নায় মুখ দেখে) পাউডার বেশি হয়ে গেছে ?

* রুমালে মুখ মোছে *

বেবি ॥ না।

লিলি ॥ সকালে কেউ চা খায়নি।

সুব্রত ॥ বর্মা ফেরেনি !

লিলি ॥ শিকারে গেলে ফেরবার ঠিক থাকে না।

বেবি ॥ না।

লিলি ॥ এ শাড়িটা পরলে আমাকে মোটা দেখায় ?

সুব্রত ॥ লিলি।

লিলি ॥ খুব পাতলা শাড়ি—

সুব্রত ॥ হুঁ।

লিলি ॥ আর কি করলে রোগা দেখাবে ?

বেবি ॥ সকালে বেড়ালে।

লিলি ॥ বেড়াতে বেরোচ্ছি।

বেবি ॥ ঝরনার ধারে ?

লিলি ॥ তুমি যাবে ?

বেবি ॥ না।

লিলি ॥ (সুব্রতকে) তুমি ?

লিলি ॥ না।

সুব্রত ॥ লিলি—

লিলি ॥ থাক—(জোরে ডাকল) এ্যাক্টর—এ্যাক্টর—

• সংগ্রামের প্রবেশ •

সংগ্রাম ॥ টু বি অর্ নট্ টু বি দ্যাট্ ইজ্ দি কোয়েশ্চেন্—

সুব্রত ॥ এ্যাক্টর!

সংগ্রাম ॥ টু বি অর্ নট্ টু বি—

লিলি ॥ আমি প্রস্তুত।

সংগ্রাম ॥ (সুব্রতকে) আসুন।

সুব্রত ॥ কোথায়?

সংগ্রাম ॥ ঝরনার ধারে।

বেবি ॥ সুব্রত—

সুব্রত ॥ না।

সংগ্রাম ॥ (সুব্রতকে) হিপোক্রিট্—

সুব্রত ॥ এ্যাক্টর—

সংগ্রাম ॥ বুকওয়ার্ম—

সুব্রত ॥ লিলি—

সংগ্রাম ॥ কাওয়ার্ড—

সুব্রত ॥ ওঃ—

সংগ্রাম ॥ (হেসে) ভাষা পাচ্ছেন না?

সুব্রত ॥ না—না—

সংগ্রাম ॥ দুর্বল ভাষা খুঁজে পায় না।

সুব্রত ॥ না, আমি দুর্বল নই।

সংগ্রাম ॥ শক্তিশালীর ভাষার অভাব হয় না।

সুব্রত ॥ (উঠে পড়ে) নিজে শক্তিশালী?

সংগ্রাম ॥ প্রমাণিত।

সুব্রত ॥ (অসহায়ভাবে) বেবি—

বেবি ॥ আমার ভালো লাগে না—

সুব্রত ॥ (আরও অসহায়ভাবে) লিলি—

লিলি ॥ (সংগ্রামকে) চল !

বেবি ॥ এ্যাক্টর—

সংগ্রাম ॥ অভিনয়—শিওর—

সুব্রত ॥ শিওর ?

সংগ্রাম ॥ (বেবিকে) নয় ?

বেবি ॥ আমি এ্যাক্টর নই।

সংগ্রাম ॥ সবাই এ্যাক্টর।

বেবি ॥ সবাই ? (জানালার দিকে চলে যাচ্ছিল)

লিলি ॥ চল—

সুব্রত ॥ (সামনে দাঁড়িয়ে পড়ে) না।

লিলি ॥ (একটু সরে গিয়ে) সুব্রত।

সুব্রত ॥ না।

লিলি ॥ কাওয়ার্ড !

সুব্রত ॥ কাওয়ার্ড ?

সংগ্রাম ॥ কাওয়ার্ড। (বেবি জানালার রেলিং-এ মুখ চেপে বাইরের দিকে তাকাল)

বেবি ॥ (উচ্চকণ্ঠে) চৌকিদার—

লিলি ॥ চৌকিদার ? (লিলি ঘরের দরজার কাছে গিয়ে বাইরে তাকাল)

সুব্রত ॥ চৌকিদার আসছে ?

বেবি ॥ হ্যাঁ।

সুব্রত ॥ বর্মা ?

লিলি ॥ না।

• চৌকিদার প্রবেশ করল •

চৌকি ॥ আজ্ঞে আমার ছাগলটা—

সংগ্রাম ॥ ছাগল এক গৃহপালিত পশু—পশুপালিত গৃহ এক ছাগল—পালিত গৃহ পশু এক ছাগল—ছাগল পশু এক গৃহপালিত—এক গৃহ পালিত পশু ছাগল!

সুব্রত ॥ এ্যাক্টর!

সংগ্রাম ॥ (হেসে) ছাগল?

চৌকি ॥ আজ্ঞে ছাগলটা কোথাও দেখতে পাচ্ছি না। রোজ সকালে ওকে কিছু খেতে না দিয়ে ছাড়ি না। ডাক-বাংলোয় যে সব বাবুরা আসেন তাঁদের যে খাবারটা রাত্তিরে থেকে যায় সেটা সকালে ওকে দিয়ে দিই। তারপর ওকে ছাড়ি—ডাক-বাংলোর চারদিকে দেখে এলাম—কোথাও নেই আজ্ঞে—

সংগ্রাম ॥ কোথাও ডালপালা খাচ্ছে হয়তো।

চৌকি ॥ বাইরে তো আজ্ঞে শুকনো ডালপালা অনেক পড়ে রয়েছে—সেখানে তো নেই।

সুব্রত ॥ নেই? তাহলে চৌকিদার—ছাগলটা—

চৌকি ॥ আজ্ঞে ছাগলটাই আমার সব—আপনারা তো চলে যাবেন—আবার কতদিন পরে কে আসবেন—তাঁর দেখাশোনা করতে হবে—কি করে যে ছাগলটা দড়ি খুলে পালাল—

সংগ্রাম ॥ দড়ি খুলে পালায়নি।

চৌকি ॥ আজ্ঞে?

সংগ্রাম ॥ আমি দড়ি খুলে দিয়েছি।

চৌকি ॥ আপনি ছেড়ে দিয়েছেন—রাত্তিরে ডাকছিল? আমাকে খুঁজলেন না? (চৌকিদার বেরিয়ে যাচ্ছিল)

সুব্রত ॥ শোন—

চৌকি ॥ জঙ্গলের ভেতর কোথাও হয়তো ঢুকে গেছে—নিজে গিয়ে না খুঁজলে আজ্ঞে—

সুব্রত ॥ বর্মা সাহেব ?

চৌকি ॥ সাহেব আসেনি।

বেবি ॥ মানে ?

চৌকি ॥ আজ্ঞে কত রাত হয়ে গেল—তারপর বড় বড় দুটো চোখ—দেখা গেল্—আজ্ঞে—সাহেব ফায়ার করলেন—

সংগ্রাম ॥ বাঘ নিশ্চয় !

চৌকি ॥ তারপর জন্তুটা—আজ্ঞে—জঙ্গলের ভেতরে ঢুকে গেল—সাহেব বন্দুক নিয়ে পিছু পিছু গেলেন—আমি ভাবলাম বুঝি গুলি লাগল না—সকাল হয়ে গেল—সাহেব ফিরে এলেন না—একটু অপেক্ষা করে আমি চলে এলাম—ছাগলটার কথা মনে পড়ে গেল—

বেবি ॥ তাহলে বর্মা—

সংগ্রাম ॥ মানুষ-খেকো বাঘ নিশ্চয়—

সুব্রত ॥ এ্যাক্টর !

লিলি ॥ হাতে বন্দুক আছে—

বেবি ॥ বাঘ নাও হতে পারে—

সংগ্রাম ॥ বাঘ।

চৌকি ॥ আজ্ঞে বাঘ হতে পারে—

লিলি ॥ হরিণ হতে পারে—

বেবি ॥ হতে পারে।

সুব্রত ॥ তা হলে এত বেলা অবধি—

লিলি ॥ (বিদ্রূপ করে) অভ্যেস—

* লিলি বাঁদিকের ঘরে চলে যাচ্ছিল *

সংগ্রাম ॥ কোথায় ?

লিলি ॥ (মুখটা বেবিকে দেখিয়ে) দেখ তো ?

বেবি ॥ (পাশে এসে) কী ?

সুব্রত ॥ (পাশে এসে লিলির মুখে তাকিয়ে) ঘাম—

সংগ্রাম ॥ আর একটু পাফ্ করে দিলে—

বেবি ॥ পাফ্—

লিলি ॥ আসছি।

* লিলি বাঁদিকের ঘরে চলে গেল *

সংগ্রাম ॥ লিলি জানে সত্যি ব্যাপারটা কি।

বেবি ॥ কি ?

সংগ্রাম ॥ বাঘ।

চৌকি ॥ আজ্ঞে হ্যাঁ, নিশ্চয় বাঘ।

সংগ্রাম ॥ মানুষ-খেকো বাঘ।

সুব্রত ॥ এ্যাক্টর !

সংগ্রাম ॥ বর্মাকে বাঘে খেয়ে গেছে ?

সুব্রত ॥ চৌকিদার ?

চৌকি ॥ আজ্ঞে আমি কি সাহস করে একথা বলতে পারি ?

সুব্রত ॥ চৌকিদার !

চৌকি ॥ আজ্ঞে বাঘ শিকার—সাহেব 'আড়ি' ছেড়ে বেরিয়ে গেলেন—সে-কথা সাহস করে আজ্ঞে কে বলতে পারবে ?

সুব্রত ॥ না।

চৌকি ॥ সকাল হয়ে গেল—আমি গিয়ে দেখে আসছি।

সুব্রত ॥ না।

চৌকি ॥ বাইরে যাবেন না। গুলি যদি বাঘের গায়ে লেগে থাকে—এই সময় আবার ছাগলটা যে কোথায় গেল—(চৌকিদার বেরিয়ে গেল)

সংগ্রাম ॥ চৌকিদারও জানে

সুব্রত ॥ কী ?

সংগ্রাম ॥ বর্মা নেই।

সুব্রত ॥ এ্যাক্টর !

সংগ্রাম ॥ বেচারা লিলি—

সুব্রত ॥ (অস্থিরভাবে) না—

সংগ্রাম ॥ (বেবিকে লক্ষ্য করে) আর দেরী কেন ? এস।

বেবি ॥ কোথায় ?

সংগ্রাম ॥ ঝরনার ধারে।

বেবি ॥ ঝরনা ?

সংগ্রাম ॥ নইলে অনেক দূর।

সুব্রত ॥ এ্যাক্টর !

সংগ্রাম ॥ লিলির দেরী হতে পারে—

সুব্রত ॥ লিলি যাবে না।

সংগ্রাম ॥ বেবি যাবে—

সুব্রত ॥ (চীৎকার করে) এ্যাক্টর !

সংগ্রাম ॥ (হেসে) জিগ্যেস করছিলেন কে শক্তিশালী ? বেবি ?

বেবি ॥ ইস্—

সংগ্রাম ॥ আমি শক্তিশালী।

বেবি ॥ (তাচ্ছিল্যে) ওঃ !

সুব্রত ॥ এ্যাক্টর—

সংগ্রাম ॥ লিলি যাবে বিশ্বাস করলেন না। কিন্তু বেবি গেলে—

সুব্রত ॥ বেবি—

সংগ্রাম ॥ বলছিলেন বেশি শক্তিশালী—

সুব্রত ॥ ব্রুট্।

সংগ্রাম ॥ (হেসে) ক্রুট্।

বেবি ॥ ক্রুট্। * লিলি প্রবেশ করল *

লিলি ॥ বর্মা?

বেবি ॥ না।

লিলি ॥ কে ক্রুট্? (সংগ্রাম হেসে সুব্রতকে হাত দিয়ে দেখিয়ে দিল)

সুব্রত ॥ না।

বেবি ॥ (যন্ত্রণায় ছটফট করে) ওঃ—

সংগ্রাম ॥ ঝরনার ধারে বসলে ভালো লাগবে।

লিলি ॥ বেবি?

সংগ্রাম ॥ (বেবিকে) এস, সেদিনের মত বসব।

সুব্রত ॥ কোন্ দিনের মত?

সংগ্রাম ॥ বলো—

বেবি ॥ পাগল।

লিলি ॥ (ঈর্ষায়) কোন্ দিনের মত?

সংগ্রাম ॥ সেদিনের মত—সেদিন—

লিলি ॥ ও—

সুব্রত ॥ কোন্ দিনের মত?

সংগ্রাম ॥ (লিলিকে) বলো।

সুব্রত ॥ লিলি বলবে?

সংগ্রাম ॥ হ্যাঁ, লিলি।

লিলি ॥ ইস্!

সুব্রত ॥ লিলি।

বেবি ॥ ওঃ—

সংগ্রাম ॥ (নীচু গলায় হেসে) অভিনয়—এ্যাক্টিং—বোরিং—(সংগ্রাম সুব্রতর কাছে এসে) বোরিং—

সুব্রত ॥ হ্যাঁ, বোরিং।

বেবি ॥ (সুব্রতর কাছে এসে) সকালে চা খাওয়া হয়নি।

সুব্রত ॥ বেবি—

বেবি ॥ সকালে চা না খেলে তোমার ভালো লাগে না।

সুব্রত ॥ বেবি!

সংগ্রাম ॥ কল্ মি বাট্ লাভ্ এণ্ড্ আই উইল্ বি—

সুব্রত ॥ (বেবিকে) কল্ মি বাট্ লাভ্ এণ্ড্ আই উইল্ বি—

বেবি ॥ (বিরক্ত) সুব্রত—আঃ

সংগ্রাম ॥ কিন্তু বুকওয়ার্ম—কাওয়ার্ড—আত্মহত্যা—মার্ডার (নাটকীয়ভাবে বেবির সামনে গিয়ে) আর একবার—আর একবার—কল্ মি বাট্ লাভ্—

লিলি ॥ ওঃ এ্যাক্টর!

সংগ্রাম ॥ (বেবির সামনে দাঁড়িয়ে পড়ে) এণ্ড্ আই উইল বি নিউ ব্যাপ্‌টাইজ্‌ড্!

বেবি ॥ ইস্!

* বেবির মুখে ঘৃণা ও বিরক্তি ফুটে উঠল। সে সংগ্রামের পাশ দিয়ে ডানদিকের ঘরে চলে গেল *

সংগ্রাম ॥ আটকাতে পারলাম না।

সুব্রত ॥ হুঁ।

সংগ্রাম ॥ কল্ মি বাট্ লাভ্ এণ্ড্ আই উইল্ বি—

সুব্রত ॥ (ক্রুদ্ধস্বরে) এ্যাক্টর—

সংগ্রাম ॥ লড়বেন?

সুব্রত ॥ হ্যাঁ।

লিলি ॥ লড়াই কেন?

সংগ্রাম ॥ (হেসে) লড়াই হয় দুপক্ষে।

সুব্রত ॥ এ্যাক্‌টর আমার প্রতিপক্ষ।

সংগ্রাম ॥ তা হলে লড়াই হোক।

সুব্রত ॥ হ্যাঁ।

সংগ্রাম ॥ বক্‌সিং।

সুব্রত ॥ হ্যাঁ।

সংগ্রাম ॥ বেচারা অধ্যাপক!

সুব্রত ॥ (সংগ্রামের দিকে এগিয়ে গিয়ে) আসুন।

লিলি ॥ সুব্রত—

সংগ্রাম ॥ (সহজভাবে হেসে) না।

সুব্রত ॥ কাওয়ার্ড!

সংগ্রাম ॥ (এগিয়ে এসে) কাওয়ার্ড লড়াই করে।

* লিলি মাঝখানে এসে দাঁড়াবার চেষ্টা করে *

লিলি ॥ এ্যাক্‌টর—

সংগ্রাম ॥ আমি কাওয়ার্ড নই।

সুব্রত ॥ শেম্!

সংগ্রাম ॥ (তাচ্ছিল্য দেখিয়ে) শেম্!

লিলি ॥ এ্যাক্‌টর—

সুব্রত ॥ কাওয়ার্ড—

সংগ্রাম ॥ না, পাগল।

সুব্রত ॥ হ্যাঁ, পাগল।

* সুব্রত ডানদিকের ঘরে চলে গেল। সংগ্রাম লিলির কাছে গেল *

সংগ্রাম ॥ পাগল, না অবাঞ্ছিত ?

লিলি ॥ সেদিন তোমার সঙ্গে কে এসেছিল ?

সংগ্রাম ॥ লিলি—

লিলি ॥ বলো, কে ?

সংগ্রাম ॥ তুমি জানো ?

লিলি ॥ হ্যাঁ।

সংগ্রাম ॥ হ্যাঁ, বেবি—

লিলি ॥ (চীৎকার করে উঠল) ব্রুট্—

সংগ্রাম ॥ সুব্রত কাওয়ার্ড—

লিলি ॥ বেবির জন্য তুমি সেদিন চলে গিয়েছিলে—

সংগ্রাম ॥ হ্যাঁ।

লিলি ॥ বেবিকে ডেকে দিচ্ছি।

সংগ্রাম ॥ লিলি—

লিলি ॥ কাল শিকারে গেলে না কেন ?

সংগ্রাম ॥ সারাদিন ঘুরেছিলাম।

লিলি ॥ না।

সংগ্রাম ॥ ঈর্ষা করছ ?

লিলি ॥ এ্যাক্টর—

সংগ্রাম ॥ আমার ঈর্ষা নেই—

লিলি ॥ অভিনয়—

সংগ্রাম ॥ বেশি কথা বোলো না—

লিলি ॥ কেন ?

সংগ্রাম ॥ ঘাম লেগে মেক-আপ খারাপ হয়ে যাবে—

লিলি ॥ এ্যাক্টর !

সংগ্রাম ॥ চল—

লিলি ॥ না।

সংগ্রাম ॥ ঝরণার ধারে বসব।

লিলি ॥ তারপর?

সংগ্রাম ॥ দূরে চলে যাব।

লিলি ॥ ফিরে আসব না?

সংগ্রাম ॥ না।

লিলি ॥ বেবি রয়েছে—

সংগ্রাম ॥ বেবি এক গৃহপালিত পশু।

লিলি ॥ আমি?

সংগ্রাম ॥ তুমি জঙ্গলের এক গৃহপালিত পশু।

লিলি ॥ নিজে?

সংগ্রাম ॥ খালি পশু।

লিলি ॥ হ্যাঁ, পশু।

সংগ্রাম ॥ সুব্রতকে ডাকব?

লিলি ॥ সুব্রতকে!

সংগ্রাম ॥ সুব্রত নিরাপদ—

লিলি ॥ মানে?

সংগ্রাম ॥ বেবি আছে, বর্মা সন্দেহ করবে না।

লিলি ॥ বাজে কথা বোলো না—

সংগ্রাম ॥ স্ত্রী থাকলে পুরুষকে কেউ সন্দেহ করে না।

লিলি ॥ (বিরক্তি প্রকাশ করে) আমি যাব না।

সংগ্রাম ॥ সুব্রতর সঙ্গে?

লিলি ॥ তোমার সঙ্গে।

সংগ্রাম ॥ কি হল?

লিলি ॥ আমি প্রকৃসি নই।

সংগ্রাম ॥ আমি প্রকৃসি ?

লিলি ॥ (রাগে গরগর করে) হ্যাঁ।

সংগ্রাম ॥ জানতাম।

লিলি ॥ কী ?

সংগ্রাম ॥ হঠাৎ এই পরিবর্তন

লিলি ॥ না।

সংগ্রাম ॥ স্বাভাবিক।

লিলি ॥ কী স্বাভাবিক ?

সংগ্রাম ॥ এই রকম পরিবর্তন।

লিলি ॥ বর্মা আসতে পারে—

সংগ্রাম ॥ সেদিন আমার হাতের আঙুল—

লিলি ॥ থাক।

সংগ্রাম ॥ তারপর আমি চলে গিয়েছিলাম—

লিলি ॥ ইস্—

সংগ্রাম ॥ বেবিও হঠাৎ পবিত্রতার ভূত দেখে ফিরে গেল—

লিলি ॥ কোন্ কথা থেকে কোন্ কথা !

সংগ্রাম ॥ (উচ্চকণ্ঠে) অধ্যাপক—বেবি—

লিলি ॥ ওদের কেন —

সংগ্রাম ॥ বর্মাকেও ডাকতাম—কিন্তু বর্মা ডেড্—

লিলি ॥ এ্যাক্টর !

সংগ্রাম ॥ (চীৎকার করে) বললাম—বর্মা ডেড্—ডেড্—ডেড্—

লিলি ॥ (ভীতভাবে) বেবি—

সংগ্রাম ॥ (চীৎকার করে) অধ্যাপক—

লিলি ॥ চীৎকার কোরো না—

সংগ্রাম ॥ (আরও চীৎকার করে) চৌকিদার—

লিলি ॥ ইস্—

* বেবি ও সুব্রতর প্রবেশ

বেবি ॥ লিলি—

সুব্রত ॥ এ্যাক্টর—

সংগ্রাম ॥ বর্মা ডেড্—

লিলি ॥ এ্যাক্টর !

বেবি } ॥ এ্যাক্টর—
সুব্রত }

সংগ্রাম ॥ বললাম তো ডেড্—ডেড্—ডেড—

* পেছনের দরজা দিয়ে প্রবেশ করল বর্মা—ক্লান্ত—হাতে বন্দুক। সংগ্রামকে ছেড়ে আর সবাই বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে পড়ল *

বর্মা ॥ কী ?

সংগ্রাম ॥ (বর্মার কাছে গিয়ে) বর্মা ডেড্ –

বর্মা ॥ এ্যাক্টর—

সংগ্রাম ॥ (সুব্রত, লিলি ও বেবিকে লক্ষ্য করে) কাওয়ার্ড, কারোর মুখে কথা নেই—কেউ বলতে পারছে না—

বর্মা ॥ কী ?

সংগ্রাম ॥ বর্মা ডেড্—

* বর্মা বন্দুকটা রেখে দিয়ে বেল্টটা খুলতে লাগল *

বর্মা ॥ আমি কিছু বুঝতে পারছি না।

সংগ্রাম ॥ বুঝতে পারছেন না !

বর্মা ॥ লিলি ?

সংগ্রাম ॥ মেক-আপ—

বর্মা ॥ মানে ?

সংগ্রাম ॥ পিকনিক—কাছেই ঝরণা—অনেক দূর—

বর্মা ॥ সুব্রত ?

সুব্রত ॥ শিকার কই ?

বর্মা ॥ অপেক্ষা করো।

সংগ্রাম ॥ (সম্মোহিত কণ্ঠে) অপেক্ষা—অপেক্ষা—

বর্মা ॥ সারারাত আমি জেগে বসে ছিলাম।

সংগ্রাম ॥ ক্লান্ত—

বর্মা ॥ চা আছে ?

লিলি ॥ বেবি—

বেবি ॥ হ্যাঁ।

সুব্রত ॥ কেউ চা খাইনি।

সংগ্রাম ॥ যাক।

বর্মা ॥ মানে ?

সংগ্রাম ॥ বর্মা ডেড্—মৃত লোক চা খায় না।

বেবি ॥ (হেসে) পাগল—

সংগ্রাম ॥ পাগলকে সবাই ঘৃণা করে—

বেবি ॥ হ্যাঁ—

সংগ্রাম ॥ পাগল পিওর নয়।

লিলি ॥ না—

সংগ্রাম ॥ (হঠাৎ দুঃখে বসে পড়ে) ইস্—

বর্মা ॥ (সংগ্রামের পাশে গিয়ে) কী হল ? (সংগ্রাম ছুরিটা নিয়ে এদিক-ওদিক পায়চারি করতে লাগল)

সংগ্রাম ॥ পশু—ছাগল এক গৃহপালিত পশু—(হঠাৎ চীৎকার করে উঠে) পশু—পশু—পশু—

সুব্রত ॥ এ্যাক্টর—

সংগ্রাম ॥ (ছুরিটা সুব্রতর সামনে ফেলে দিয়ে) ছুরিটা নিন—

সুব্রত ॥ ছুরি !

সংগ্রাম ॥ হত্যা করবেন—শক্তিশালী—

বেবি ॥ সংগ্রাম—

সংগ্রাম ॥ (ছুরিটা আবার তুলে নিয়ে) তুমি নাও।

বেবি ॥ আমি ?

সংগ্রাম ॥ আত্মহত্যা।

বর্মা ॥ কি হল ?

সংগ্রাম ॥ (লিলিকে) নাও—হত্যা, না আত্মহত্যা।

বর্মা ॥ সত্যিই পাগল।

সুব্রত ॥ পাগল না, অভিনয়।

বর্মা ॥ (সংগ্রামের পাশে গিয়ে) অভিনয় না, সোনার খনির সন্ধান পেয়ে গেছেন—

সংগ্রাম ॥ সোনার খনি—এক নির্জন ডাকবাংলো—হাতের আঙুল—শিওর—উদাসীন—ছাগল এক গৃহপালিত পশু—হাঃ হাঃ হাঃ—

বর্মা ॥ (সুব্রতর কাছে গিয়ে) কি হয়েছে ?

সুব্রত ॥ (বেবিকে) বেবি ?

সংগ্রাম ॥ সব অস্বাভাবিক—আশ্চর্য ! সুব্রত—লিলি—বর্মা—বেবি—বাঘ শিকার—ছাগল—ঝরনার ধার—ঘৃণা—সন্দেহ—পিকনিক—হিপোক্র্যাসি—

বর্মা ॥ (সুব্রতকে) কথাগুলো—

সুব্রত ॥ অসংলগ্ন—

সংগ্রাম ॥ (দুজনের কাছে এসে) অভিনেতার কথা এ্যাক্টিং—

বেবি ॥ এ্যাক্টর —

সংগ্রাম ॥ এ্যাক্টরের নাম নেই—সংগ্রাম নাম হারিয়ে গেছে। (ছুরিটা খুলল)

সুব্রত ॥ এ্যাক্টর—

সংগ্রাম ॥ কাল রাত্রে রিহার্সাল দিচ্ছিলাম।

বর্মা ॥ রিহার্সাল—

সংগ্রাম ॥ কার সঙ্গে গল্প করব—বলেছিলেন এ্যাক্টিং দেখবেন—মনো-এ্যাক্টিং।

বর্মা ॥ (খুশি হয়ে) হ্যাঁ।

সংগ্রাম ॥ কাল রাত্রে ভালো হত—

বর্মা ॥ কাল রাত্রে ?

সংগ্রাম ॥ বাস্তব অভিনয়—

লিলি ॥ এ্যাক্টর !

সংগ্রাম ॥ স্টেজ্ প্রস্তুত ছিল।

সুব্রত ॥ স্টেজ্ ?

সংগ্রাম ॥ বেবি সাজিয়েছিল—লতাপাতা—আজ শুকিয়ে গেছে।

বর্মা ॥ বাইরে লাতাপাতা পড়ে রয়েছে।

সংগ্রাম ॥ তবুও দেখবেন ?

বর্মা ॥ (বসে পড়ে) প্রথমে চা—

সংগ্রাম ॥ দেরী হয়ে যাবে—আর অপেক্ষা করতে পারব না।

বর্মা ॥ বেশ।

সংগ্রাম ॥ (অন্যদের লক্ষ্য করে) সবাই বসে পড়ুন ?

* সকলে একটু হকচকিয়ে বসে পড়ল *

রেডি—এটা হল স্টেজ্—আমি এ্যাক্টর—রঙ্গমঞ্চে এসে দাঁড়ালাম—নাটকের প্রস্তাবনা দৃশ্যটা হল এই রকম—একজন যা আশা করে তা পাবার জন্য আর একজনকে হত্যা করতে চায়। আর একজন নিজের সুখের জন্য চায় অন্য একজনের সঙ্গে চলে যেতে। কিন্তু পরে দেখা যায়, কারোরই সাহস নেই নিজের মনের ইচ্ছে অনুসারে শেষ পর্যন্ত এগিয়ে যেতে। কিছু একটা অছিলা বার করে—তার মানে সবাই হিপোক্রিট্—সবাই নিজেকে হত্যা করে—হত্যা করে নিজের বিবেককে। এই দৃশ্য এ্যাক্টর যদি অভিনয় করে—

* বেবি, লিলি ও সুব্রত মাথা নীচু করে ছিল। হঠাৎ সুব্রত মুখ তুলল *

সুব্রত ॥ এ্যাক্টর—

সংগ্রাম ॥ এ্যাক্টিং—এ্যাক্টরের হাতে রয়েছে ছুরি—এ্যাক্টর দুর্বল নয়——পিওর—পবিত্র—তার অভিনয়ের মধ্যেও পবিত্রতা থাকা দরকার। বিশ্বাস এবং কাজ তার কাছে একই কথা। হ্যাঁ, ছুরি—যে ছুরি দিয়ে ছাগল কাটা হয়—ছাগল কাটবার আগে তার পা অন্য লোকে চেপে ধরে (প্রথমে সুব্রত ও পরে অন্যদের কাছে গিয়ে)—ধরুন চেপে—পা—ধড়—মাথা—(সকলে নীরব। শুধু বর্মা হাসতে লাগল) না—কেউ পারবে না—হিপোক্রিট্—এ্যাক্টর হিপোক্রিট্ নয়। পবিত্র—সে উইংস-এর আড়ালে চলে যাবে—ছুরি পেটে বসিয়ে দেবে—তারপর—তারপর—(সংগ্রাম ছুরিটা নিজের পেটে লাগিয়ে বাঁদিকে ঘরের ভেতর চলে গেল)

বর্মা ॥ চমৎকার অভিনয়!

সুব্রত ॥ চমৎকার!

বেবি ॥ কিন্তু—

লিলি ॥ কলেজে অভিনয় করেছিল—

বেবি ॥ না—

সুব্রত ॥ তুমি বললে যে কলেজে—

বেবি ॥ (মুখ ফসকে) হ্যাঁ।

* চৌকিদার প্রবেশ করল *

চৌকি ॥ আজ্ঞে আমার কথা ফুরিয়ে গেল—

সুব্রত ॥ কী হল ?

চৌকি ॥ আজ্ঞে আমাদের ছাগলটা—

বর্মা ॥ (উঠে পড়ে) মেরে দিয়েছি—সারারাত শিকারে কিছু মিলল না।

লিলি ॥ ফেরবার সময়ে—

বর্মা ॥ ঘুরে বেড়াচ্ছিল। মেরে দিলাম।

চৌকি ॥ (কেঁদে উঠল) আজ্ঞে !

লিলি ॥ ব্যস্ত হোয়ো না। দাম নিয়ে নিও—

সুব্রত ॥ দাম নিয়ে নিও।

বর্মা ॥ কত টাকা ?

লিলি ॥ আমি কাট্‌লেট্‌ তৈরী করব।

* চৌকিদার কাঁদছিল। সংগ্রাম এতক্ষণ ওঘরে রয়েছে দেখে বেবি অস্বস্তি অনুভব করছিল *

বেবি ॥ কিন্তু এ্যাক্টর—

সুব্রত ॥ এ্যাক্টর ?

লিলি ॥ আজ ফিরে যাবে।

বর্মা ॥ (চীৎকার করে ডাকল)—এ্যাক্টর, সুন্দর অভিনয় হয়েছে। আসুন আজ রাত্রে মাংসের কাট্‌লেট্‌—

* সংগ্রাম টলতে টলতে প্রবেশ করল। পেটের মধ্যে ছুরিটা অর্ধেক ঢুকে রয়েছে। সারা দেহে রক্ত *

বেবি
লিলি
সুব্রত } ॥ (সংগ্রামের চারিদিকে ঘিরে দাঁড়ায়) এ্যাক্টর—

* ঠিক কি হল বর্মা বুঝতে না পেরে সবাইকে সরিয়ে সংগ্রামের কাছে এল *

বর্মা ॥ এ্যাক্টিং !

সংগ্রাম ॥ (তেমনি ছুরিসুদ্ধ পেটটা চেপে ধরে) হিপোক্র্যাসি—ছাগল এক গৃহপালিত পশু—কিছু হয়নি—এ্যাক্টর, অভিনয়, এ্যাক্টিং—

* সুব্রত ও লিলি বিস্ময়ে সংগ্রামের ওপর ঝুঁকে পড়ল *

সুব্রত ॥ এ্যাক্টিং ?

লিলি ॥ এ্যাক্টিং !

বেবি ॥ (বেবি সকলকে সরিয়ে রক্তাক্ত সংগ্রামের মাথাটা কোলে তুলে নিয়ে অশ্রু-সজল কণ্ঠে বলল) না—না—না !

* সবাই হঠাৎ নীরব হয়ে গেল। বেবির মাথা তলায় ঝুঁকে পড়ল, যেন সে কথা বলবার সমস্ত শক্তি হারিয়ে ফেলেছে। বর্মা কিছু চিন্তা করতে না পেরে শূন্য-দৃষ্টিতে চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইল। লিলি ও সুব্রত মাথা নীচু করে ধীরে ধীরে পেছনে গিয়ে দাঁড়াল। আর সবায়ের পেছনে চৌকিদার ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগল *

—যবনিকা—